Boighar.com

রোকন

বিএবিডি ও বইঘর নিবেদন

চার চান্দের কেচ্ছা

শফীউদ্দীন সরদার

বইঘর

চার চান্দের কেচ্ছা

www.boighar.com

চার চান্দের কেচ্ছা

www.boighar.com

শফীউদ্দীন সরদার

খন্দকার প্রকাশনী

www.boighar.com

১২/১৩, প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

চার চান্দের কেচ্ছা

www.boighar.com

শফীউদ্দীন সরদার

প্রকাশক

www.boighar.com

খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির

খন্দকার প্রকাশনী

১২/১৩, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা—১১০০

©

প্রকাশক

প্রকাশকাল

www.boighar.com

২১শে বইমেলা—২০০০

বর্ণবিন্যাস

রহমত কম্পিউটার্স

www.boighar.com

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

মূদ্রণে

হেরা প্রিন্টার্স, ২৭ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৬০ টাকা।

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই ঘর

SCAN

EDIT

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

সূচিপত্র

www.boighar.com

১. চার চান্দের কেচ্ছা ৭
২. তিরপিন্টির টিকেট ১৬
৩. গুরু মারা শিষ্য ২১
৪. ঈমানদারীর করচা ২৭
৫. রুচির পাহাড় ৩৪
৬. লাক্কীর প্রক্সী ৩৯
৭. বেশ বিন্যাস ৪৫
৮. শেষ জামানার সিয়াম ৪৯
৯. দিল্লাগী ৫৬
১০. একবিংশের বায়োস্কোপ ৬০
১১. প্রবাহমান ৭০
১২. তাগ্‌ড়া দাওয়াই ৭৫
১৩. নেশা ৮০
১৪. কুরবানী ৮৭

www.boighar.com

চার চান্দের কেচ্ছা

শফীউদ্দীন সরদার

কৃতজ্ঞতা

ROKON

SCAN &EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING THE ORIGINAL BOOK.

আমাদের প্রকাশিত

লেখকের অন্যান্য বইসমূহ

অপূর্ব অপেরা

পথহারা পাখি

www.boighar.com

চার চান্দের কেচ্ছা

www.boighar.com

মালের উপর মাল রেখে হাতের উপর গাল রেখে তালগাছে ঠেস্ দিয়ে নাজেহাল বসে আছি। গাছের ছাল পিঠের খাল খুবলে খুব্‌লে খাচ্ছে। এয়সা হাল সত্ত্বেও ঘুমের কোলে যৎকিঞ্চিৎ কাল কাটানোর তাল করতেই 'তালকুরকুর তালকুরকুর তাক্' ঢাক-ঢোলের বোল নয়, পেট-পেটা কন্‌সার্ট!

ভাদ্দুরে গরম। ভরদুপুরের ঘরমুখে ছুটছি। নির্জন প্রান্তর। রবির কর তীব্রতর। গাছপালার বালাই নেই। নেই কোন চালচুলার চিহ্ন। মাঝপথে সাকুল্যে এই তালগাছের বালাখানা। পাঁচচালা আনজাম। পাঁচখানা তালগাছ একখানে পা রেখে এক ধ্যানে ধরে আছে পাঁচ-পাঁচখান ছাতা।

তালগাছের খানিক কাছেই মাছের এক খামার। খালকাটা নৃত্যনাচের ন্যাচার্যাল বাই গ্রোডাক্ট্। কাজের বদলে খাদ্যে খোঁড়া খাল। ব্যাপক অর্থে গণবাংলার সম্পত্তি। বিশেষ অর্থে গণমুদ্রায় উৎপাদিত জনাকয়েকের মাল। বাউশ্, ভেউশ্, মৃগেল, কাতলা, রুই.....।

খালের পাড়ে তাঁবু গেড়েছেন জনাকয়েক বাবুসাব। মস্‌লার বোতল পাশে। ঘাসের উপর আসন পেতে বসে বড়শী ফেলে ফিশিং করছেন চার চারটে ফিশারু। বলতে পারেন কিং-ফিশার। লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, খানিকটা ফিশিং আর অধিকটা বোতলের মুখ কিসিং করার বেয়াদরী আনযাম এটা। আস্‌লী মুখ কিসিং করার কিছু কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা তাঁবুর ভেতর তৈয়ার কি না, তারাই জানে। এটা ফিশিং না আউটিংস এ তথ্য আউট করতে তকলিফ পাওয়ার কারণ নেই। কারণ, হাঁড়ি-পাতিল, নওকর-নফর সমভিব্যাহারে একটা বাদশাহী ব্যাপার-স্যাপার। গণ্ডাকয়েক হোন্ডাও তাঁবুর পাশে দণ্ডায়মান। রাস্তা মাফিক ব্যবস্থা। বেকার রাস্তায় কার অচল।

পাশকেটে আসার কালে চেয়ে চেয়ে দেখলাম। এদের পোশাক-আশাক, আলাপ-আচরণ লক্ষ্য করে বুঝলাম এরা কোটিপতি, লক্ষপতি বা পশুপতিও হতে পারেন কেউ কেউ, কিন্তু জ্ঞান-বিদ্যায় অধিক একজনও নন।

যা হয় তা হোক গে। আমার ভাগ্যে কি আছে তা আল্লাহ মালুম। চাকরি করি দূরে। আমার শূন্যগৃহের আঙ্গিনায় আখড়া বসে চোরের। বখরা আমি কত পাই, তার জবাবদিহি করার জন্যে ছুটতে হচ্ছে ভরদুপুরে। কর্তৃপক্ষ জেনে গেছেন

BABD & Boighar

আমার বাটী চোরের ঘাঁটি। এটি চাট্টিখানেক কথা নয়। গ্রাম-পলিটিক্স কারো ভয়ে গ্রামপরিমাণ ভীত নয়। ঘাঁটাঘাঁটি করার মওকা ছাড়ে কে?

দীর্ঘপথ পেরিয়ে এসে তালতলায় থামলাম। খোলা মাঠের ঝিরঝিরে বাতাস। শ্রান্ত দেহে একটুখানি জিরিয়ে নেয়ার তাল করতেই তন্দ্রারানী প্রেমের জাল ফাঁদলেন। লা-খরচা প্রেম পেয়ে লাল হলে উঠলেই 'তারকুর্‌কুর্‌ তালকুর্‌কুর্‌ তাক্‌।'

বাজনা শুনে চাইতেই চোখ উঠলো কপালে। আমার চারপাশে সরু সরু আট-আটখান পা। পা বরাবর উপর দিকে চোখ তুলতেই পেটের মধ্যে আছাড় খেলো পিলাই। চার-চারটে মিশকালো মামদো মিয়া। লাঠির মতো লম্বা লম্বা পা; ধামার মতো পেট, নলের মতো গলা, হাঁড়ির মতো মাথা, দড়ির মতো বাহু আর খড়ের মতো আঙ্গুল। পাগুলো মাটির কাছে। মাথাগুলো বিলকুলই তাল গাছের মাথায়। পাকা তরমুজ পেটার মতো ওরা একে অন্যের পেট-পিঠে তুমুল তালে কনসার্ট জুড়ে দিয়েছে।

আঁত্‌কে উঠে দৌড় দেয়ার চেষ্টা করতেই ওরা আমাকে ঘিরে ধরলো আটপায়ে। ফোক্‌লা দাঁতে হাসতে হাসতে নাকি সুরে ওদের একজন বললেন—'হিঁ হিঁ হিঁ ম্যাঁৎ ঘাঁবড়িয়ে ইঁয়ার। ফ্রেন্ড, নট্‌ ফোঁ।'

অন্য একজন বললো— 'আঁমরা সঁবাই তোঁমার বঁন্ধু। অঁল সুঁইট ফ্রেঁন্ডস্‌।

মরা কাকের চড়কে আর ভয় কি? ভেবে দেখলাম, মরে তো গেছি। অধিক উতলা হলে মরা যেটুকু ইন্‌কম্‌প্লীট আছে, হার্টটা জবাব দিয়ে সেটুকুও কম্‌প্লীট্‌ করে দেবে। বুকে সাহস বেঁধে বললাম—'বন্ধু!'

তৃতীয়জন বললো—'ওঁ শিঁওর! তুঁমিও আঁমাদের বঁন্ধ। প্রিঁয় বঁন্ধু। নাঁ কিঁ বঁলিস্‌রে পেণ্ডুলাম?'

পেণ্ডুলাম বললো—'হাঁন্ড্রেড্‌ পারসেন্ট-রেঁলপাঁট তোঁ বঁললোঁই, অঁল সুঁইট ফ্রেন্ডস্‌।'

এবার চতুর্থজন গেয়ে উঠলো-'এঁমন বঁন্ধু আঁর কঁে আঁছে তোঁমার মঁতো সিঁস্টার থুঁড়ি মিঁষ্টার।'

ধমকে উঠলো পেণ্ডুলাম। বললো—'চুঁপ শাঁলা জঁলঙ্গী। ফেঁ ঐঁ ডাঁর্টি এ্যান্টিনেশান গান? এঁকটা কঁওমী এ্যানথেম ধঁর। দেঁশাত্মবোধক তোঁফা গান। ফ্রেঁন্ডটাকে গ্রীঁট কঁরতে আঁইমিন অঁভিনন্দন জানাতে হঁবে না?'

এর জবাবে জলঙ্গী লাফিয়ে উঠে বললো—'অঁফকোর্স অঁফকোর্স।'

নাকি সুর পরিহার করে জলঙ্গী এবার স্বাভাবিক কণ্ঠে গেয়ে উঠলো—

BABD & Boighar

'দমাদ্দম মার দা কুড়াল,
লুটে নে পাঁচজনের মাল,
খুলে ফ্যাল্ সজ্জনের খাল,
হোলালে.....।'

জলঙ্গী না থামতেই পেণ্ডুলাম কাওয়ালীর ভঙ্গীতে এক হাত কানে দিয়ে অপর হাত মেলে ধরলো টান করে। লক্ষ্য করে দেখলাম, তার সে হাতখানা বড়শী ফেলা বাবুসাবদের মাথার উপর পৌঁছে গেছে। পেণ্ডুলামও নাকি সুর বাদ দিয়ে স্বাভাবিক স্বরে গেয়ে উঠলো। প্রথমে সে 'আ–' বলে লম্বা এক টান মারলো।' তারপর গান ধরলো—

'(ও ভাই) ঠগ্-বাটপার মাস্তানেরা জনে জনে সোনা,
সৎ-সজ্জন পণ্ডিতেরা জাতির আবর্জনা,
ঘণ্টার কামাই ফেলে এরা খাটে বার মাস
সময়ের দাম নাই যার, সে জাতির গলার ফাঁস!'

অন্যেরা ঃ ওয়া ওয়া— ।

পেণ্ডুলাম ঃ ঠগ-জালিয়াত গুণ্ডা-পাণ্ডা জাতির ভবিষ্যৎ,
ঘণ্টার মাঝে কামায় এর অনন্ত সম্পদ।
আয় উন্নতির পিলার এরা, অর্থনীতির চাক,
তিন তুড়িতে করতে পারে লোহার সিন্দুক ফাঁক—
সবার চিচিম ফাঁক— ।

অন্যেরা ঃ তালকুরকুঁর্ তাল কুর্কুর তাক— ।

পেণ্ডুলাম ঃ জাতির কুওত, ভুত ভবিষ্যৎ, থাকরে বেঁচে থাক্— ।

অন্যেরা ঃ থাক থাক থাক
হাজার বছর থাক,
ছুরি পিস্তল তেলেসমাতি খেলা নিয়ে থাক।

এবার বিষধর লাফিয়ে উঠে কীর্তনের সুর ধরলো—

'গুণ্ডা-পাণ্ডা ঠগ-জালিয়াত লুটে দুই হাতে,
রাখে পুত্রকন্যা পরিজনদের নিত্য দুধে ভাতে।
গুণ্ডা-পাণ্ডা চাইরে— ।

অন্যেবা ঃ গুণ্ডা-পাণ্ডা চাইরে— ।

বিষধর ঃ জাতির কল্যাণে আরো গুণ্ডা-পাণ্ডা চাইরে— ।

BABD & Boighar

অন্যেরা ঃ জাতির কল্যাণে আরো গুণ্ডা-পাণ্ডা চাইরে— ।

কান ঝালাপালা হয়ে উঠায় বললাম—'কি জ্বালা, এ আবার কোন্ ধরনের সঙ্গীত?'

অবাক হলো রেলপাট! স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো—'কোন্ ধরনের মানে? বিলকুল টপ্‌ক্লাশ। যুগ-জাতির চাহিদা মাফিক গান।'

বিষধর আরো যোগ দিয়ে বললো—'এই গানই কাল-কওম শুনতে চায় আমাদের কাছে। কওমকে চাঙ্গা করার অব্যর্থ পোষ্টাই এটা।'

বললাম— 'তোমরা কে?'

জবাবে বিষধর বললো—'আমরা সবাই কওমী কোকিল। ন্যাশনাল নাইটিঙ্গেল।'

ঃ নাইটিঙ্গেল!

ঃ ন্যাশনাল সিংগিং বার্ড।

ঃ মানে?

ঃ বুঝলে না? নানার যুগ পালটে গেছে। পাল্‌টে গেছে ধুন মানে সুর। আজকের ধুন, ঝিংনানা।

ঃ ঝিংনানা?

ঃ হ্যাঁ, ঝিংনানা। ঝিংনানা-ঝিংনানা ঝিংনানারারে— । সেকেলে কোকিল এ সুরের বিন্দু বিসর্গ ও জানে না। তাই কওমের খেদমতে এ দায়িত্ব আমরাই ঘাড়ে নিয়েছি।

ঃ তোমরা?

ঃ হ্যাঁ, আমরা। আমি পেণ্ডুলাম, রেলপাট, জলঙ্গী এই চার জন। তুমি এলে পাঁচ জন হবো।

আঁতকে উঠলাম। বলে কি! তাজ্জব হয়ে বললাম— 'আমি এলে মানে?'

ঃ মানে অল্পদিনেই তো আসছো তুমি। তোমাকে আমাদের খুব পছন্দ। তাই এই পাঁচ নম্বর তাল গাছটাতে অন্য কাউকে আসতে দেইনি। তোমার জন্যেই রিজার্ভ করে রেখেছি। এখন কোন্ পথে আসছো তুমি?

ঃ কোন্ পথে!

ঃ হ্যাঁ পথ দিয়েই তো নাম। ওজগৎ থেকে এজগতে পাড়ি দেয়ার পথ। আমরা কেউ এসেছি গাছের ডালে পেণ্ডুলামের মতো ঝুলে ঝুলে, কেউ এসেছি কলসী-দড়ির সাহায্যে জলমগ্ন হয়ে, কেউ এসেছি রেলপাটে মাথা রেখে, কেউবা আবার তোলাখানেক বিষ উদরে ধারণ করে। সেই মোতাবেক নাম হয়েছে আমাদের।

BABD & Boighar

ঃ তার মানে! সবাই তোমরা আত্মহত্যা করেছো?

ঃ হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো ভূত হয়েছি। স্বর্গ-নরক পাইনি।

ঃ একদম আত্মহত্যা?

ঃ অবাক হবার কারণ নেই। তুমিও তা করবে।

ঃ আমি! কেন, আমি আত্মহত্যা করবো কেন?

ঃ করবে করবে, করতে তুমি বাধ্য হবে। তুমি একজন নীতিবান সজ্জন। হালাল রুজির মানুষ। ব্যাস্, আর কি লাগে? আমরাও একদিন তোমার মতোই সজ্জন ছিলাম। ইদংমিদং বুঝিনি। পরে আত্মহত্যা করা ছাড়া শেষ পর্যন্ত আর পথও খুঁজে পাইনি। অবশ্য আত্মহত্যা করে জিতেও গেছি খানিকটা।

ঃ কি রকম?

ঃ আমাদের তো ভূত–ভবিষ্যৎ–বর্তমান কোনটাই ছিল না। আত্মহত্যা করে অন্ততঃ ভূতটা হতে পেরেছি। ওদিকে আবার নরকের যন্ত্রণাকেও বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়েছি। স্বাভাবিক মউত হলে তো নরকেই যেতে হতো আমাদের।

ঃ নরকে কেন? যদি সৎ ব্যক্তি হও তাহলে তো স্বর্গেই যেতে তোমরা। স্বর্গটা তো সৎব্যক্তির জন্যেই।

এবার গর্জে উঠলো জলঙ্গী। বিকৃত মুখ আরো অধিক বিকৃত করে বললো—'বেয়াকুফ। এই আহম্মকী করে নিজেরাও ডুবছো, আর পাঁচজনকেও ডোবাচ্ছো। পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন অন-অভ্যস্ত উজবুককে স্বর্গে নেবে বিধাতা? তবেই হয়েছে। স্বর্গটা একটা গরুর গোয়াল হয়ে যাক আর কি?

ঃ মানে?

ঃ বাই হুক অর ক্রুক, একালে যারা স্বর্গসুখ লুটছে, ওকালেও স্বর্গে যাবে তারাই।

ঃ এটা গায়ের জোরে বলছো।

ঃ গায়ের জোরে মানে! একদম লজিক্যাল। তোমাদের কিতাবে বলে— যারা অন্যায় করে, তাদের সর্বনাশ হয়। এমনটি হতে তুমি দেখেছো কোনদিন? বুকে হাত দিয়ে বলো তো দেখেছো নাকি স্বচোক্ষে?

ঃ এ্যাঁ!

www.boighar.com

ঃ দেখোনি। বরং যারা অন্যায় পথে ফায়দা লুটে স্বর্গসুখ ভোগ করছে দিন দিন তাদেরই শ্রী বৃদ্ধি হচ্ছে। কৈ, একখানা আন্‌ক্লীন্ ব্যাম্বু ও তো বিধাতা ওদের পেছনে ধরছে না? আর ব্রাদার, হাজব্যান্ড ভাত দেবে কি না, কিলের ওজন দেখেই ওয়াইফ তা বুঝতে পারে। আসলে বিধাতাও ওদের দলে। স্বর্গে নেবে বলেই ওদের আগে থেকেই স্বর্গসুখের ট্রেনিং দিয়ে নিচ্ছে।

BABD & Boighar

বিস্মিত হলাম ওতদেন এই সভায় দেখে। ওদের আত্মহত্যার কারণটা জানার খাহেশ হলো। এক ফাঁকে প্রশ্ন করলাম 'তোমরা আত্মহত্যা করলে কেন?'

প্রশ্ন শুনে অবাক বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে সবাই তারা চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তাদের ভাব দেখে মনে হলো যেন এমন চিড়িয়া ভূৎ-মার্গেও তারা কখনো দেখেনি। পেণ্ডুলামই অতঃপর মুখ খুললো আগে। বললো—'এরপরও আবার সে প্রশ্ন করছো?'

ঃ জ্বি ?

ঃ দুঃখে। আত্মহত্যা করেছি আমরা মর্মব্যথায় অস্থির হয়ে। তোমার শূন্য গৃহে চোরেরা কেন আখড়া জমায়, তার জবাবদিহি করার জন্যে তোমাকে এই ভরদুপুরে ছুটতে হচ্ছে। গাঁভরা লোক থাকতে চোর ক্যামনে আখড়া জমাতে পারে সেখানে, এ জবাব দিতে হবে না কাউকেই। কারণ মাসতুতো ভাই সকলেই। কর্তৃপক্ষ-অকর্তৃপক্ষ তামাম। সজ্জন বলে তুমিই একমাত্র দুর্জন এবং আর পাঁচজনের চোখের বালি। অসৎ মধু আহরণ ও বিতরণে তোমার কোন অবদান নেই। ভুগতে তোমাকে হবেই।

ঃ এ্যাঁ !

ঃ আমি বাদামভাজা বেচতাম। সৎপথে খেটে খেতাম। আমার সাথে বাদাম বেচতো আর এক অসৎ লোক। ফাঁক পেলেই সে পকেট মারতো। একদিন একটা পঞ্চাশ টাকার নোট রাস্তায় কুড়িয়ে পেলাম। দাবিদার কেউ নেই দেখে খুশি হয়ে নোটখানা পকেটস্থ করলাম। এরপর ঘুরতে ঘুরতে একটা ভরাবাসে ঢুকতেই দেখি, হন্তদন্ত হয়ে বাস থেকে নেমে গেল সেই বাদামবেচা অসৎ লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে আমার পকেট সার্চ করলো। সেরখানেক বাদাম বেচে প্রায় সত্তর। আশি টাকা আমার পকেটে কেমন করে জমলো, পুলিশ তার হিসাব চাইলো। হিসাব দিতে পারলাম না। সত্যি কথা বললাম, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করলো না। আমার জেল হলো। www.boighar.com

একটু থেমে পেণ্ডুলাম ফের বললো—'জেল খেটে বেরিয়ে এসে দেখি, আমার সেই বাদামবেচা সাথীটা প্রাসাদ তুলেছে বাড়িতে। ফিনফিনে পাঞ্জাবী-পায়জামা পরে হোমড়া-চোমড়াদের সাথে সে ধুম্‌সে ঘুরে বেড়াচ্ছে গাড়িতে চড়ে। এর গোপন তথ্য উদ্ধার করে সাকুল্যে যা পেলাম, তাহলো লাইসেন্স-পারমিট, ব্ল্যাকে পাচার। সেই বরকতে প্রাসাদ। নির্দিষ্ট কোন ব্যবসা নেই। বিষয়-আশয় অবলম্বন নেই। কলকারখানা-ফ্যাকটরী করে ধনী হতে গেলেও পাঁচ-দশ বছর সময় লাগে। অথচ দু'তিন বছর কালের মধ্যে বাদামবেচার বাড়িতে বিল্ডিং ওঠে কি করে, সে হিসাব কেউ নিতে আসে না। হিসাব নেয়া তো দূরের কথা, দেখি, বাঘ-সিংহ, বীরবাহাদুর সকলেই তার প্রেমে মাতোয়ারা।

BABD & Boighar

লজ্জায় ঘৃণায় মর্মব্যথায় পাগল হয়ে গেলাম। শক্তি নেই যে, কালাপাহাড়ের মতো সব ভেঙ্গেচুরে উলোটপালট করে ফেলি। নিরুপায় হয়ে তাই একদিন গাছের ডালে দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়লাম টুপ্ করে।'

পেণ্ডুলাম থামতেই শুরু করলো জলঙ্গী। সে বললো— 'আমারটাও শোনো। লেখাপড়া শিখেও হলেম বেকার। নাটক-ফাংশান অনুষ্ঠানে ভলান্টিয়ারী করে খেয়ে না খেয়ে দিন কেটে যাচ্ছিল। একদিন কর্তৃপক্ষ জানতে চাইলো আমার অস্টিন্‌সিব্‌ল্ মীনস্ অফ সাব্‌সিস্টেন্স কি? সৎজবাবে তাদের তেমন তুষ্ট করতে পারলাম না। ফলে পুনঃ পুনঃ কোমরে আমার দড়ি উঠতে লাগলো। অতিষ্ঠ হয়ে একদিন ত্যাগ করলাম জন্মস্থান। কিছু দিন পর ঘরে ফিরে দেখি, আমাদের পাড়ারই এক মস্তান পিত্রালয় ত্যাগ করে মোটা অংকের ভাড়ায় এক ভিন্ন বাসা করেছে। টি.ভি-ফ্রিজ, টু-ইন ওয়ানসহ মোটা অংকের ব্যাংক ব্যালান্স নিয়ে সোফা সেটে গা এলিয়ে ফাইভ ফাইভ টানছে। পরনে তার দামি প্যান্ট, স্পোর্টস্ গেঞ্জি, সানগ্লাস আর ফেল্টহ্যাট। তার না আছে চাকরি, না আছে ব্যবসা, না আছে আয়-উপায়ের বৈধ কোন সোর্স্! তার কাজের মধ্যে কাজ শুধু রাজনৈতিক সভা-মিছিলে চোঙ্গা ফুঁকে বেড়ানো। দেখলাম, এখানে অস্টিনসিব্‌ল্ মীন্‌স্ অফ সাব্‌সিস্টেন্সের প্রশ্ন একেবারে নীরব। প্রশ্ন যারা করবেন, তারা এদিকে অন্ধ। এ অবস্থা সহ্য করতে পারলাম না। মর্মপীড়ায় অস্থির হয়ে জলমগ্ন হলাম।'

জলঙ্গী তার দাঁতের উপর দাঁত ফেলে অন্তর্দাহ চাপতে লাগলো। রেলপাটকে দেখিয়ে দিয়ে পেণ্ডুলাম ফের বললো— 'এই শালা ছিল এক মস্তবড় বিদ্বান। অনেক তার ডিগ্রী। অনেকগুলোই প্রথম শ্রেণীর। এক প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিল এককালে। পিয়নপদে লোক নিয়োগের সময় এই শালা টেন ফেল ক্যান্ডিডেটকে না নিয়ে নাইন পাস ক্যান্ডিডেটকে চাকরি দেয়। আঁতে ঘা লাগে কতিপয় জননেতার। হৈ হৈ করে ছুটে আসে কর্তৃপক্ষ। উচ্চক্লাশের বিদ্যাকে অবমাননা করার দায়ে তারা প্রথমে কৈফিয়ত তলব এবং পরে একে বরখাস্ত করে চাকরি থেকে।'

একটু থেমে পেণ্ডুলাম ফের দম নিয়ে বললো—'এর কিছুদিন পরই শিক্ষা লাইনে এক মস্তবড় পদে ইন্টারভিউ দেয় রেলপাট। পদটার চাহিদা মাফিক ডিগ্রী আর অভিজ্ঞতা প্রার্থীদের মধ্যে একমাত্র এই রেলপাটেরই ছিল এবং যথেষ্ট পরিমাণ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল পদটাতে যাকে নেয়া হয়েছে তাকে একদিন ডিগ্রীর মান আর বিদ্যার পরিমাণ নিতান্তই করুণ দেখে রেলপাটের প্রতিষ্ঠানে একটা মামুলী পদেই চাকরি দেয়নি রেলপাট। এতবড় উচ্চপদে এমন একটা অপদার্থকে নিয়োগ করা নিয়ে কোন কথাই কোনদিক থেকে এলো না। বরং তৃপ্ত নেতৃবর্গের নীরবতার ধরন দেখে মনে হলো, যেন বিশ্বের সেরা মগজের

BABD & Boighar

মানুষটাকেই নেয়া হয়েছে ঐ পদে। দুঃখে-ক্ষোভে বুক ফাটে না কার? পাশেই ছিল রেললাইন। মর্মদাহে একদিন সেই রেলপাটেই সে পেতে দিলো মাথাটা। এখন এ ভূত হয়ে তালগাছে ঝুলছে আর ওই লোকটি দামি কাপড়ের কম্প্লীট্ স্যুট পরে মুখের মধ্যে পাইপ গুঁজে ভি.আই.পি হয়ে বসে আছে।

বিষধরের অবস্থাও করুণ। সে ছিল সরল সহজ মানুষ। বিষয় ছিল অনেক। তার এক জালিয়াত প্রতিবেশী কিছু অসৎ লোক হাত করে এক সৎপ্রতিষ্ঠানের নামে বিঘেতিনেক লিখে নেয়ার অছিলায় তার সব সম্পত্তি লিখে নেয় নিজ নামে। কিছুদিন পর টের পেয়ে সে ছটফট করে উঠতেই ওদেরই সহায়তায় তাকে পাগল সাব্যস্ত করে জোর করেই পাগলাগারদে পাঠিয়ে দেয়। তার প্রতিবাদে কান দেয় না কেউই। ছাড়া পেয়ে সে নিঃস্ব হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায় কিছুদিন। হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ায় প্রতিকারের পেছনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে তোলাখানেক বিষ মেরে চলে আসে তালগাছে। এখন এ ভূত হয়ে ডন মারছে শূন্যে আর এর সম্পদে ধনী হয়ে সেই লোক এখন জরিপাড়ের লুঙ্গি আর ফুলকাটা জামার উপর সেন্ট্ মারছে ঘন ঘন।'

এদের বয়ান শুনে তাজ্জব হয়ে বললাম— 'সে কি! ঠিক এই কিসিমের পোশাকেরই চার চারটে লোক তো ঐ ফিশিং করছে ওখানে। যে যে রকম বললে তোমরা, ওদের এক-একজনের পরনে তো ঠিক সেই সেই রকম পোশাক। ঐ দেখোনা, দেখাই যাচ্ছে এখান থেকে।'

রেলপাট এবার মুচ্কি হেসে বললো— 'ও আমরা অনেক আগেই দেখেছি। ওরাই সেই চারচারটে সোনার চান্দ। শুধু ওখানেই নয়, মওকা পেলে ওরা ফিশিং করে সর্বত্রই। ওরাই আমাদের আউট করেছে দুনিয়া থেকে।'

ঃ কি সর্বনাশ! তাহলে আর ছেড়ে কথা বলছো কেন? দাওনা সবার ঘাড় মট্কিয়ে।

ঃ দিতে তো ইচ্ছে হয়ই, কিন্তু ভয়ে দিতে পারিনে।

ঃ ভয়! তোমরা আবার ভয় করো মানুষকে?

ঃ মানুষকে নয়, অপঘাতে মরলেই তো ভূত হবে ওরাও। ওদের মতো মাল যদি আবার আসে আমাদের এই জগতে, তাহলে এখান থেকেও আবার ওরা আউট্ করবে আমাদের। কাজেই, জেনে-শুনে ও আহম্মকি আর করবো না। ওরা বরং স্বাভাবিকভাবেই মরুক আর স্বর্গেই ওরা যাক। আমাদের মাঝে ও জঞ্জাল না ঢুকলেই বাঁচি।

জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল আমার। বললাম— 'আচ্ছা!'

জলঙ্গী এবার লাফিয়ে উঠে বললো— 'তারচেয়ে এক কাজ করি। ঘাড় মটকানোর কথা যখন তুললেই, তখন তোমার ঘাড়টাই মট্কিয়ে দিই এখন। ঐ

BABD & Boighar

পাঁচ নম্বর তালগাছটা আর ফাঁকা রাখবো কতদিন? কবে কোন্ টাউট মার্কা ভূত আবার চলে আসে ওখানে, তার ঠিক-ঠিকানা কি? এছাড়া তোমার যা মতিগতি, তাতে যে সহজে তুমি আত্মহত্যা করবে, এমনটিও মনে হয় না।'

অপর তিন জন ভূত তৎক্ষণাৎই সমর্থন দিয়ে নাকি সুরে বললো — 'ঠিঁক ঠিঁক্। এঁমন পঁড়শী ছাঁড়তে নেই। দাঁও এঁখনই ঘাঁড় মঁটকিয়ে।'

সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো দড়ির মতো অনেকগুলো খসখসে হাত জড়িয়ে ধরছে ঘাড় আমার। আমি চিৎকার দিয়ে উঠতেই টুটে গেল তন্দ্রা। দেখি, হাত নয়, কিছু খড়বিচালী বাতাসে উড়ে এসে আমার ঘাড়ের উপর পড়েছে।

BABD & Boighar

তির্‌পিন্টির টিকেট

দানেশমান্দ বনফুল এক ওভারশিয়ারের পুলের খবর রাখতেন। তিরপিন্টি-গিরভিন্টির গমের খবর জানতেন না। গেঁহু জাতীয় কর্মসূচী চর্মচোক্ষে দেখে খাওয়ার ফুরসত তিনি পাননি। পেয়েছেন এক অতিবৃদ্ধ দিনকানা। ব্যাপারটা জানা গেল তার কাছে। একদিন তিনি আমার কাছে এসে তার অভিজ্ঞতার কথাগুলো বয়ান করে শুনালেন—

দেশের নাম মুক্তার মাঠ। মানুষগুলো মুক্তার বরণ শ্যামলা মানুষ। মানচিত্রের বাইরে নাইরে নাইরে করেও নাকি এই রকম এক মুলুক ছিল এক কালে। খালে বিলে জলে ভর্তি নদীনালার দেশ। বালা-মুসিবত মাঝে মধ্যে জ্বালার কারণ হলেও পরস্পর পরস্পরের শালা-সম্বন্ধীরূপে সেদেশের শ্যামলা-কালা সকলেই কাল কাটাতো খোশহালে।

তাদের নামগুলোও তোফা। সাচ্চা, সাফা, সোনা, রূপা এবম্প্রকার নাম। মানিক–মুক্তা, হিরে–পান্না নামেও কম যেতো না তারা। কুল্লে সবাই দেশোদ্ধারের বিশুদ্ধ সৈনিক। জনগণের কল্যাণে জান কোরবান করার জন্যে তারা তানশান করতো সর্বদাই। লাঠি-শোটা হাতে নিয়ে ময়দানের পর ময়দান তারা চষে বেড়াতো চরুষ করে। জনজীবন তটস্থ করে হৃষ্টচিত্তে হাসিল করতো আপন ইষ্ট। গণতন্ত্রের দেশ। ক্ষুদে-মাঝারী হাজার দেড়েক দল-মত থাকলেও দু'টি দলই তুঙ্গে ছিল দীর্ঘকাল। তির্‌পিন্টি আর গিরভিন্টি। তিরপিন্টি তলে পড়লে গদি পেতো গির্‌ভিন্টি। গিরভিন্টি গড়ে পড়লে তিরপিন্টিরা তড়াক করে উঠে বসতো তখতে। অন্যেরা সব সারাবছর হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে, পরাজয়কে বিজয়ের পিলার গণ্য করে আগামীদিনের জন্যে বসে নক্‌শা তৈরি করতো।

তিরপিন্টি পার্টি পাওয়ারে থাকার কালে পিয়ারপুরের পান্না মিয়া পঞ্চায়েত হন। তিনপিন্টির এক তীক্ষ্ণধী কর্মী ছিলেন পান্না মিয়া। পার্টি পাওয়ারে যাওয়ার পরই পার্টির পোস্টার পিঠে বেঁধে ফড় ফড় করে পান্না মিয়া উড়ে ওঠেন আকাশে। তিন তুড়িতে পুলছেরাত পাড়ি দিয়ে পাওয়ারে যান তিনিও।

পিয়ারপুর গ্রামটা খুবই পশ্চাৎপদ গ্রাম। মুক্তার মাঠ মুলুকটার এক প্রত্যন্ত এলাকায় এর অবস্থান। পরিচ্ছন্ন পথ-ঘাটের অভাবে প্রশাসনের পরশ এখানে কালে ভদ্রে পৌঁছে। পিয়ারপুরের মাঠটা একটা বিলের মতো নিম্নভূমি। চারধার

BABD & Boighar

খুব উঁচু। বৃষ্টিপাত অধিক হলেই তলিয়ে যায় মাঠ আর নষ্ট হয় কৃষকদের কষ্টেবোনা ফসল। পাশেই এক নদী। ফালংখানেক খাল খুঁড়লে সমাধি হয় সমস্যার। কিন্তু ঘণ্টা বাঁধে কে? সময় কোথায় পিয়ারপুরের অধিবাসীর? পরস্পর পরস্পরকে ছোট কটুম্ব বানাতেই তারা হরওয়াক্ত মশগুল। আর সেই সুমধুর সম্বোধনের মাশুল গুণে দিতেই তাদের বারটা মাস গুজরান হয় আদালতে আর হাসপাতালে। খালের কথা গ্রামবাসীরা ভাবে কখন?

কিন্তু পিয়ারপুরের ধন্যি ছেলে পান্না মিয়া। পঞ্চায়েত হওয়ার পরই তিনি পাঁচজনের কল্যাণের কান্না জুড়ে দিলেন। মাঠের পানি পাচার করার পিটিশান হাতে নিয়ে তিনি ধরনা দিলেন সদরে। পার্টির লোকের সুপারিশ আর সৎকর্মের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা পাঁচশো মণ গমের এক পারমিট দিয়ে বিদেয় করলেন তিরপিন্টির এই কর্মবীরকে।

পান্না মিয়া ঘরে ফিরে থরে থরে ভাউচার তৈয়ার করলেন এবং তামামগুলা পাঠিয়ে দিলেন উপরে। প্রশস্ত এক খাল কাটার ভূয়ষী প্রশংসায় ভাউচারআদি পাস করে হিসেবের খাতা পাকা করলেন কর্মকর্তা। ভাউচার পেয়েই তুষ্ট হলেন তিনি কিছুটা সরল বিশ্বাসে আর অধিকটা কামের সময় নষ্ট করে এই ফাল্‌তু কাজের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ মেপে দেখার তকলিফ করতে গেলেন না।

পান্না মিয়া কম যান না বুদ্ধিতে। খাল কেটে কুমীর আনার দুর্বুদ্ধি তার ছিল না। গমগুলো বিলকুলই এক গুণী ব্যক্তির গুদামে পাচার করে দিয়ে গমের পয়সায় অর্দ্ধাঙ্গিনীর গোটা গতর ঢেকে দিলেন গয়না দিয়ে। বিলের পানি আটকা রইলো বিলে। ঘরের গিন্নী বাইরে এসে দীলের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন প্রতিবেশী পাঁচ গিন্নীর।

কেটে গেল দিন। পাল্টে গেল পাশা। পরবর্তীতে গিরভিন্টিরা দখল করলো গদি। দলের কর্মী সাচ্চা মিয়া গতানুগতিক কেচ্ছা গেয়ে দলের দোয়ায় দখল করলেন পিয়ারপুরের পঞ্চায়েতির পদ। গতিক বুঝে পান্না মিয়া টিকেট কিনলেন গিরভিন্টির। জানমালের হেফাজতি নিশ্চিত করে নিয়ে তিনি বসে রইলেন গাঁট হয়ে।

কিন্তু পদে এসেই বিপদ হলো সাচ্চা মিয়ার। পঞ্চায়েতের গিন্নীর গায়ে পাঁচ মেশালী গয়না থাকার রেওয়াজ আছে গাঁয়ে। সাচ্চা মিয়ার গয়না কেনার সদিচ্ছা নেই দেখে একদিন তাকে আচ্ছামতো ধোলাই দিলেন গৃহিনী। সঙ্গে সঙ্গে সাচ্চা মিয়া পয়সার ধাঁধায় সোচ্চার হয়ে উঠলেন। এই তৎপরতার মাঝেই তিনি হদিস পেলেন পান্না মিয়ার পলিসীর। সাচ্চা মিয়াও জরুর এক বুদ্ধিমানের বাচ্চা। ঐ খালের উপর ভর করলেন তিনিও। অন্য কোথায়ও খাল খননের মওকা নেই। অতএব, পান্না মিয়ার ঐ খালই পায়েন্দাবাদ।

BABD & Boighar

খালটির গভীরতা বর্ষাবাদলে নষ্ট হয়ে গেছে বলে খাল সংস্কারের এক দরখাস্ত নিয়ে সদরে গিয়ে হাজির হলেন সাচ্চা মিয়া। আবেদনটি যুক্তিসংগত বিবেচনায় এবং পাওয়ার পার্টির লোক দেখে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাকেও এক পারমিট দিলেন দু'শো মণ গমের। খালই নেই তার সংস্কার কি? গমের পয়সায় গয়না কিনে বিক্ষুব্ধ গৃহিনীকে শান্ত করলেন সাচ্চা মিয়া।

পরের বছরও সংস্কারের নামে আরো একখান পারমিট আনলেন তিনি। এবার এই গমের পয়সায় নয়া গিন্নী গ্রহণ করে খোশহালে পঞ্চায়েতী করতে লাগলেন সাচ্চা মিয়া।

ভাউচার পেয়ে হিসেব-আদি আস্‌কারা করার পর হঠাৎ একদিন টনক নড়লো কর্মকর্তা সাহেবটির। তিনি পিয়ারপুরে চলে এলেন খালের সুরত পরিদর্শনে। লেকেন, লব্বই টাকার লোট্! নির্দ্ধারিত স্থানে তো দূরের কথা, দু'চার/পাঁচ মাইলের অভ্যন্তরে খালের কোন দাগচিহ্নও নেই। বিপুল বিস্ময়ে তিনি হুংকার দিয়ে উঠলেন।

সাচ্চা মিয়া তার পাঁচটি আঙ্গুল চুলের গুচ্ছে গলিয়ে দিয়ে বিনীত কণ্ঠে বললেন—'খালই নেই স্যার, সংস্কার করবো কি?'

দুসরাবার গর্জে উঠলেন সাহেব। বললেন—'দুই ব্যাটাকেই শুলে চড়িয়ে ছাড়বো।'

ঐ একই রকম বিনয়ের সাথে সাচ্চা মিয়া বললেন—'তাতে তেমন ভয়ের কোন কারণ দেখি না স্যার। আপনি তো আগে চড়বেন। পরে আর তেমন ভয় থাকবে না আমাদের।'

ঃ মানে?

ঃ বাঃ! এত গম খরচ করে খাল কাটালেন আপনি। সেই খালটিই যদি না থাকে, তাহলে আপনার নিজের হালটা একবার সোচ্ করে দেখুন।

দমে গেলেন সাহেব। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখে এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করলেন না। শুধু যাওয়ার সময় বললেন—'এই কিসিমের দরখাস্ত বারেক নিয়ে হাজির হলে ঠ্যাং দুটো ভেংগে দেবো এক একজনের।'

দুই হাতে দুই কর্ণমূল স্পর্শ করে সাচ্চা মিয়া বললেন— 'তওবা! তওবা! এই কাম কি আর করি স্যার কখনও?'

পরের মৌসুমেই যথারীতি খাল সংস্কারের দরখাস্ত নিয়ে সাচ্চা মিয়া সদরে গিয়ে হাজির হলেন আবার। দরখাস্ত দেখেই 'হারামখোর, পাজি, নচ্ছার'—বলে লাঠি হাতে তেড়ে এলেন সাহেব।

সাচ্চা মিয়া সাহেব বাবাজীর আপাদমস্তক দুই হাতে নেড়ে-চেড়ে তাকে শান্ত করে বললেন—'খরচাটা স্যার সংস্কার বলেই লিখতে হবে। আসলে এই গম দিয়ে সত্যি সত্যিই শুরু করবো খাল কাটা।'

BABD & Boighar

সাহেব তখনও ফোঁপাচ্ছিলেন। তিরিক্কি কণ্ঠে বললেন— 'মানে?'

ঃ মানে স্যার, আপনি গাঁয়ে যাওয়ার ফলে গোমরটা গোটাই ফাঁস হয়ে গেছে। এ নিয়ে গাঁয়ের লোক দরখাস্ত করবে উপরে। এতে আপনারও মরণ, আমাদেরও মরণ। তারচেয়ে বরং সংস্কারের নামে খালটা যদি কেটে ফেলি দুই কিস্তিতে, তাহলে সব ল্যাঠা চুকে যায়। গাঁয়ের লোকও থেমে যায় খাল পেয়ে।

সাচ্চা মিয়ার এই তোফা বুদ্ধির তারিফ করে এক কিস্তি গম তৎক্ষণাৎ তিনি দিয়ে দিলেন সাচ্চাকে।

www.boighar.com

দ্বিতীয় মৌসুমে দ্বিতীয় কিস্তি দেয়ার কালে সাহেব কিছুটা গড়িমসি করতেই সাচ্চা মিয়া বললেন— 'আসুন না স্যার যখন খুশি তখন। এবার কাজ আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারলেই তো হলো। কাম্‌লা মজুর বসিয়ে রেখে এসেছি। বর্ষার আগে কাজ তুলতে না পারলে গাঁয়ের লোককে থামানো যাবে না কিছুতেই।'

জরুরী বোধে দ্বিতীয় কিস্তিও দিয়ে দিলেন সাহেব। অতঃপর ধীরে সুস্থে একদিন আবার পরিদর্শনে এলেন তিনি। কিন্তু হালত ঐ একই। খালের কোন চিহ্নই খুঁজে পেলেন না। রেগে তেতে ফায়ার হয়ে সাহেবের বাচ্চা তৎক্ষণাৎ তলব দিলেন সাচ্চারে।

সাচ্চা মিয়া ধীরে ধীরে এসে এক কাঠি উচ্চমানের সিগারেটে আচ্ছামতো দম দিয়ে ধীরে সুস্থে বললেন—'কি হলো স্যার? এত গরম যে!'

বোমার মতো ফেটে পড়লেন সাহেব। বললেন—'শূয়ারকা বাচ্চা, সাচ্চা মিয়া নাম ধরে এই রকম মিথ্যাচার? নিকালো গম, আভ্‌ভি নিকালো!'

ঃ গম! কোত্থেকে দেবো স্যার? সবই তো খরচ করেছি খালে।

ঃ ইউ-ব্লাডী লায়্যার! ফের মিথ্যা কথা?

ঃ মিথ্যা কথা! না স্যার, এই সাচ্চা মিয়া কোন মিছে ছেঁচার ধারে কাছেও ঘেঁষে না। খামাখা আপনি গালিগালাজ করছেন।

ঃ বটে! খাল কৈ, খাল?

ঃ এই এইখানেই ছিল। পয়লা কিস্তির গম দিয়েই যথারীতি কাটালাম খাল। কিন্তু বন্যার পানি খাল দিয়ে হু হু করে ঢুকে ডুবিয়ে দিলো মাঠের ফসল। হৈ হৈ করে তেড়ে এলো গাঁয়ের লোক। কি আর করি স্যার, তাদের হাতে-পায়ে ধরে কোনমতে থামিয়ে রেখে দ্বিতীয় কিস্তির গম এনে খালটা আবার কষ্ট করে ভরাট করে দিতে হলো। এই দেখুন না স্যার, গমের শেষ পয়সাটাও ব্যয় করে এমন নিখুঁতভাবে ভরাট করে দিয়েছি যে, কোনো ব্যাটার সাধ্য নেই বলে দু'এক শতাব্দির মাঝে কোন খাল ছিল এখানে। উঃ! দশজনের ভালাইয়ের জন্যে কি তকলিফটাই না করতে হলো আমাকে। আপনি এখন স্যার হিসেবের খাতায়

BABD & Boighar

সংস্কারের জায়গায় শুধু 'ভরাট' শব্দটা লিখলেই ব্যাস্! সব ল্যাঠা সাফ। আপনিও সেফ্ আমরাও সেফ্!

দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে সাহেব বললেন—'শূলে দেবো।'

ঃ ভয় কি স্যার, আপনি তো সাথে আছেনই।

ঃ নেমকহারাম! শয়তান! তোমরা নাকি জনগণের খাদেম? এমন করেই গিরভিন্টির বারোটা তোমরা বাজিয়েছো। তোমাদের জন্যেই তিরপিন্টির সামনে আজ বিপুল জয় জয়কার। তোমার এই দুশ্চরিত্রের কথা গিরবিন্টির দলপতিকে আজকেই গিয়ে জানিয়ে দিয়ে তোমাকে আমি দলচ্যুত করাবো।

হেঃ হেঃ করে হাসতে হাসতে সাচ্চা মিয়া বললেন—'খামাখা আর কষ্ট করতে যাবেন না স্যার। এই যে, তির্‌পিন্টির টিকেট আমার পকেটে।'

BABD & Boighar

গুরু মারা শিষ্য

খোয়াবে সবাই উন্নত মানের খানা খায়। পাঁজা পাঁজা লুচি-পুরি, মণ্ডা-মিঠাই। আমি কি খাই? বললে শরম পাবেন। আমি খাই গঞ্জিকা। এবং তা হামেশাই।

সেদিনও খোয়াবের মাঝে গাঁজার টানে বেরিয়ে পড়লাম। গাঁজিলদের মহা সম্মেলনে গিয়ে দেখি, নাটক হচ্ছে। নাটকের নাম গুরু মারা শিষ্য।' সারা বিশ্বের সব সম্প্রদায়ের একজন করে গাঁজিলে এসে যোগ দিয়েছে সম্মেলনে। সারাদিন নানা কায়দায় কল্কে টানার পর সম্মেলনের শেষ পর্বে শুরু হয়েছে নাটক। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দিচ্ছে তারাই। দর্শকও তারাই। আমি এক ফালতু গেস্ট্। নাটক যা দেখলাম তা নিম্নরূপ ঃ

তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ফরাশের উপর ফুরশী টানছেন বিধাতা পুরুষ। ফরাশের নিচে গোল হয়ে বসে আছেন বিভিন্ন জাতির ডজনখানেকের মত ফেরতা অবতার। এক পাশে চীফ ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বকর্মা যুক্ত করে দণ্ডায়মান। অন্যপাশে নতশিরে নোট নিচ্ছেন বিধাতার একান্ত সচিব। বাইরে আছে গণ্ডাবিশেক আসমানী জোয়ান। তারা বাঁশ হাতে টহল দিচ্ছে শয়তানের গোয়েন্দাগিরির বিরুদ্ধে।

ডিক্‌টেশন দিতে দিতে থেমে গেলেন বিধাতা। সচিব সাহেব প্রশ্ন করলেন— 'তারপর কি প্রভু?'

আনমনা বিধাতা বেখেয়ালে বললেন —'এ্যাঁ?'

ঃ কি করবো ওদের?

ঃ কাদের ?

ঃ ঐযে যাদের কথা বললেন, মানে পাপ-পুণ্যের হিসাব লেখক কেরানীদের?

ঃ ও হ্যাঁ। যেদেশের কথা বললাম, ওদের ওদেশ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নাও। সেইসাথে জানিয়ে দাও, কাগজের দাম ভয়ানক বেড়ে গেছে আজকাল। ফালতু কথা লিখে যেন কাগজ খরচ না বাড়ায়।

ঃ তথাস্তু প্রভু।

সালাম দিয়ে বেরিয়ে গেলেন সচিব সাহেব। বিধাতা এবার নজর দিলেন অবতারদের উপর। অবতারগণ সোচ্চার হয়ে উঠলেন। বিধাতা পুরুষ ক্ষোভের

BABD & Boighar

সাথে বললেন—'শয়তানের প্রতিপত্তি বেড়েই যাচ্ছে হু হু করে। মর্তলোকে গিয়ে যে কি ঘাসটাই কেটে এলে তোমরা তার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না।

জনৈক অবতার নতশিরে বললেন—'চেষ্টার তো কসুর কেউ করিনি প্রভু! তবু যদি .....!'

নাখোশ হলেন বিধাতা। বললেন—'অবশ্যই কসুর আছে কারো কারো। সমানভাবে চেষ্টা সবাই করোনি। মর্তলোকে খাঁটি সরিষার তেল পেয়ে তোমাদের কেউ কেউ আবার এয়সা ঘুমই ঘুমিয়ে নিয়েছো যে, তারা মর্তছাড়া না হতেই তাদের অনুগামীরা হুড় হুড় করে চলে গেছে শয়তানের ছাউনির তলে।'

দুসরা এক অবতার বিজ্ঞের মতো বললেন—'সে দোষ খুব একটা আমাদের কারো নয় প্রভু। কিছু মানবসন্তান আসলেই এক নম্বরের বেঈমান। রাজনীতির সর্বদলীয় পাণ্ডার মতো ওরা যখন যেদিকে সুবিধে দেখে সেইদিকেই ঝুঁকে পড়ে। হুজুরের দরবারে ওদের বিচারটা খুব কড়াভাবে হওয়া উচিত।'

তিসরা এক অবতার মাথা চুলকিয়ে বললেন—'পাপ-পুণ্যের হিসেবটাই যদি ঢিলেভাবে হয়, বিচারটা আর কড়াভাবে হবে ক্যাম্‌নে?'

দুস্‌রা জন প্রশ্ন করলেন—'মানে?'

চতুর্থ এক অবতার কষ্টেশিষ্টে বললেন—'হুজুর তো ইদানীং হিসেব লেখার ব্যাপারে একেবারেই লিবার‍্যাল হয়ে উঠেছেন। খুঁটিনাটি কথার মধ্যে থাকতেই আর চাচ্ছেন না। এছাড়া কোন কোন জায়গা থেকে বিলকুল উঠিয়ে নিচ্ছেন হিসেব লেখক কারনিকদের।'

এবার পহেলী বক্তা সরাসরি প্রশ্ন করলেন,—'ব্যাপারটা কি ট্রান্সফার, প্রভু?'

বিধাতা পুরুষ ঠাণ্ডা কণ্ঠে জবাব দিলেন—'হ্যাঁ।'

ঃ করাপ্‌শান ধরতে গিয়ে ওরাও বুঝি করাপ্‌শানে.....!

ঃ না।

ঃ ও। তাহলে কাদের আবার ওখানে পোস্ট করছেন প্রভু?

ঃ কাউকেই না।

ঃ সে কি প্রভু! একস্ট্রাহ্যান্ড না থাকলে কিছু প্রেত বা জিনদেরই না হয় ওদের ঘাড়ে অফিসিয়ালী বসিয়ে দিন। ফাঁকা ফিল্ড্ পেলে তো শয়তান একদম ফ্রি কীক্ মেরে বসবে।

ঃ সে মওকা নেই। আর তাই ওদের পাপ-পুণ্যের হিসেব আর রাখবো না।

ঃ কেন প্রভু?

ঃ আমার লড়াই শয়তানের সাথে। সেই শয়তানকেই ওরা ওদের মুলুক থেকে আউট করে দিয়েছে। ব্যাস্! আর কি চাই?

BABD & Boighar

পঞ্চমজন লাফিয়ে উঠে গদ গদ কণ্ঠে বললেন—'তাহলে এখনও অনেক পুণ্যবান ইনসান মর্তলোকে বিদ্যমান—তাই নয় প্রভু?'

জবাবে বিধাতা উষ্মার সাথে বললেন—'নইলে কি আর সাধে এতদিন আস্ত রেখেছি বিশ্বটাকে? ঘুষি মেরে কবে আমি উড়িয়ে দিতাম ওটা।'

একপাশে উপবিষ্ট অন্য একজন অবতার খোশকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—'ঐ ইনসানগোষ্ঠী কারা প্রভু? মানে কোন্ জাতি?'

বিধাতা পুরুষ নাখোশ হলেন। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন—'এতদিন অবতারগিরি করে এলে আর এ খবরটা রাখো না! বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে চিন্তা করে দেখোগে।'

বিধাতা আবার মুখ লাগালেন গড়গড়ায়। এই ফাঁকে আত্মকলহে লিপ্ত হলেন অবতারগণ। পঞ্চম বক্তা চাপাকণ্ঠে ষষ্ঠ বক্তাকে বললেন—'তোমার যেমন আক্কেল ভায়া তেমনি শিক্ষা পেয়েছো। দুনিয়ার সেই সেরা জাতি কোন্ জাতি তা এখনও টের পাওনি? আরে আমারই অনুগামীরা দুনিয়ার সেই সেরা জাতি।'

লাফিয়ে উঠলেন পয়লা বক্তা। রুষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—'কিসে?'

পঞ্চম বক্তা তম্বির সাথে বললেন—'চোখ থাকতে দেখতে পাও না, বিশ্বের কল্যাণে কেমন প্রাণপাত করছে তারা? শয়তানকে ঝেঁটিয়ে আউট করে না দিয়ে এত নেকমান্দ হওয়া সম্ভব?'

শুনে ফিক করে হেসে ফেললেন অবতারদের দুসরা বক্তা। বললেন—'আহা কি শুনালে পেয়ারকা বাত! কানের ভেতর দিয়ে দীলসে গয়্যা হুয়া।'

ক্ষেপে গেলেন পঞ্চম বক্তা। চোখ রাঙ্গিয়ে বললেন—'কিয়া মতলব?'

জবাব দিলেন তিস্‌রা জন। বললেন—'কুচ্‌নেহি। সেরেফ ঐ বিশ্বের কল্যাণের কথা দুস্‌রা বার কইবেন না। হালায় ঘোড়ায় হুনলে ফের হাসবো। মোদ্দা কথা হলো সে সেরা জাতি আমারই অনুগামীরা।'

গোস্বায় পঞ্চমজন গরগর করতে লাগলেন। ঘাড় ফুলিয়ে বললেন—'বটে।'

জবাবে তিস্‌রা বক্তা বললেন—'জ্বি হ্যাঁ। দেখতে পাও না কেমন সার্বজনীন এ্যাপ্রোচ তাদের? কোন পতিতাও তাদের কাছে অপাংক্তেয় নয়?'

খুশিতে দুলতে লাগলেন তিস্‌রা জন। তড়াক করে গোলমাথা বাড়িয়ে দিলেন অন্য একজন অবতার। বললেন—'খামাখা কেন পেয়াজী করছো ভায়া? ওমন এ্যাপ্রোচ আরো অনেকের অনুগামীদেরই আছে। এ আর কিছু আহামরি ব্যাপার নয়। আসলে সে কওম আমারই অনুসারীরা। তারা যেমনি শান্ত তেমনি নিরীহ। কোন পাপের কাছে নেই।'

চতুর্থ বক্তা চুপচাপ শুনছিলেন। এবার তিনি বিদ্রুপের সুরে বলতে গেলেন—'ওকি গাড়ীয়াল ভাই....।'

BABD & Boighar

ধমকে উঠলেন পয়লা বক্তা। বললেন—'খামোশ! সকলের সব কথাই শুনলাম। সবই অন্তঃসারহীন ফাঁকাবুলি। সে সেরা জাতি আমারই অনুগামীরা।'

অন্য আর একজন অবতার প্রায় চেঁচিয়ে উঠতেই যাচ্ছিলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—'না, আমারই অনুগামী তারা।'

শুরু হলো বাহাস্। এ বলে সেই ইনসানগোষ্ঠী তারই অনুগামী জাতি, ও বলে তারই। যদিও চাপাকণ্ঠে কথা বলছেন সবাই তবু তাঁদের বাৎচিতে এয়সা জোশ্ বিচ্ছুরিত হতে লাগলো যে, বিধাতার দরবারের পরিবর্তে মুক্ত মাঠে হলে ছাতি-লাঠি, জামা-কাপড় কিছুই আর সাথে তাঁদের থাকতো না। তামামগুলোই উড়াল দিতো শূন্যে।

একসাথে সকলে অস্থির হয়ে উঠতেই তাঁদের ধরে ধরে সুস্থির করলেন অন্য এক অবতার। তিনি বললেন—'আরে ব্রাদার, থামো থামো। গোয়ালার দই গোয়ালার কাছে চিরদিনই উত্তম। এ নিয়ে কেচ্ছা গেয়ে লাভ নেই। আসলে এটা হলো বিধাতার অন্তরগত ব্যাপার-স্যাপার। সামান্য আউরাতকুলের মনটাই নাকি আসমানী ব্যক্তিকুলের অজ্ঞাত, আর বিধাতার মন বলে মন। তাঁর বর্তমানের শয়তানঘটিত চিন্তাধারায় কোন্ ধরনের ইনসানকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলে ভাবছেন, তা এক কথায় অনুমান করা শক্ত। কাজেই কাইজ্যা-ফ্যাসাদ না করে ব্যাপারটা তাঁর মুখ থেকেই শুনে নেয়ার আর এক দফা কোশেশ করা হোক।'

এ কথায় আস্তে আস্তে সকলেই খামোশ হলেন এবং বললেন—'সেই ভাল, সেই ভাল।'

কিন্তু সে মওকা তাঁরা তৎক্ষণাৎ পেলেন না। যুক্ত করে দণ্ডায়মান বিশ্বকর্মার পায়ে এতক্ষণে রস জমে গিয়েছিল। তিনি অতিষ্ঠ হয়ে বললেন —'প্রভু, আমাকে কিন্তু এগুলো দিয়েছেন অনেক আগে।'

সচকিত বিধাতা অনুতাপের সাথে বললেন—'ওহ্হো! আইয়্যাম অ'ফুলী সরি! খুবই দুঃখিত হে! ঐ ব্যাটা শয়তানকে সামলা আমি এখন এতই পেরেশান যে, আর কোনদিকে ঠিকমতো নজর রাখতে পারছিনে। তোমাকে আমি ডেকেছি প্রোগ্রেস্ রিপোর্ট নেয়ার জন্যে। যে এ্যায়ারক-উশান্ড্ স্পেশাল স্বর্গ তোমাকে নির্মাণ করতে বলেছিলাম তার কাজ কত দূর এগিয়েছে?'

আসমানী ইঞ্জিনিয়ার ইনিয়ে বিনিয়ে বললেন—'এগিয়েছে তো অনেকখানি প্রভু, তবে অনেক সমস্যা হয়েছে এ নিয়ে।'

ঃ কি রকম?

ঃ আজ্ঞে, বিদ্যমান স্বর্গগুলোর চাইতে এটাকে আরো উন্নতমানের করার বা ভিন্ন স্বাদের স্পেশাল গ্ল্যামার যোগ করার প্ল্যানটা মাথায় তেমন খেলছে না।

BABD & Boighar

ঃ খেলতেই হবে। এটাকেই আমি এ-ক্লাশ স্বর্গরূপে চিহ্নিত করতে চাই। বিদ্যমান সবগুলোই এর পাশে বি-ক্লাশ স্বর্গ হয়ে থাকবে। তোমার মাথায় তেমন না খেললে, দুনিয়ায় চলে যাও। ওখানকার বালাখানা, প্রমোদ উদ্যান, সোনারগাঁও, শেরাটন ইত্যাদিতে ঘুরে ফিরে ব্রেনটা একটু ওয়াশ্ করে নিয়ে এসো।

ঃ তা না হয় হলো হুজুর, কিন্তু অপ্সরী বিদ্যমান, অপ্সরীদের চেয়ে মোর বিউটিফুল প্রমোদবাল' না হলে তো এ ক্লাশ জমবে না। এমনটি এখন পাই কোথায়?

ঃ ওসব অপ্সরী-টপ্সরী চলবে না হে। ওদের প্রতি আর তিল পরিমাণ আকর্ষণ নেই মানুষের। তা থাকলে সেই লোভেও শয়তানের পথ ছেড়ে আমার পথে চলে আসতো মানুষ।

ঃ সর্বনাশ! তাহলে উপায়?

ঃ উপায় খুব সোজা। গণ্ডাকয়েক তোফা তোফা সিনেমার নায়িকাদের বায়না করে এসো। কয় পয়সা দেয় ওদের প্রডিউসাররা? তারচেয়ে দশগুণে বেশি পয়সা দিয়ে ওদের এনে পুরে দাও ওখানে। বোম্বাই ফিল্মস্–এর না পাও ঢাকাই ফিল্মসের কিছু কান গরমকরা নাচনেওয়ালী নায়িকা হলেও চলবে।

ঃ সে কি প্রভূ?

ঃ সে কি মানে? শুনতে পাও না, কত মানুষ বলে— এদের সঙ্গ পাবার জন্যে স্বর্গ ছেড়ে নরকে যেতেই অধিক আগ্রহী তারা? যা বললাম তাই করোগে। দেখবে মানুষের আচরণ কেমন ম্যাজিকের মতো পাল্টে যায় রাতারাতি। এহেন কর্ম নেই এদের জন্যে যা তারা করতে নারাজ।

ঃ যথাদেশ মালিক ।

তাজিমের সাথে বেরিয়ে গেলেন বিধাতার ইঞ্জিনিয়ার। আগ্রহটা চেপে রাখতে না পেরে জনৈক অবতার সাথে সাথে প্রশ্ন করলেন—'ঐ এ-ক্লাশ স্বর্গে কারা যাবে প্রভু? নিশ্চয়ই যারা সর্বাধিক নেকমান্দ্?'

বিধাতাপুরুষ সগর্জনে বললেন—'নেভার। এ নেকমান্দেরা আমার কাছে বি-ক্লাশ সিটিজেন। সেরেফ অপ্সরীর আশায় পুণ্য কামাই করে ওরা, শয়তানকে আউট করতে পারে না। ওদের জন্যে সব সময়ই থাকবে ঐ বি-ক্লাশ স্বর্গ। এ-ক্লাশ সিটিজেন হলো তারাই, যারা শয়তানকে একদম সীমানাছাড়া করেছে। তাদের জন্যেই রিজার্ভড্ থাকবে এই এ-ক্লাশ স্পেশাল স্বর্গ।'

ঃ তাহলে কোন্ অবতারের অনুগামী এরা প্রভু?

ঃ কোনো অবতারের কেরামতি এর মধ্যে নেই।

BABD & Boighar

ঃ তাহলে এরা কারা?

ঃ কেন, ঐ যে দেখছো না হালের একটা স্বাধীন দেশ জ্বল জ্বল করছে বিশ্বের মানচিত্রে? এই স্পেশাল স্বর্গে যাবে ঐ সোনার দেশের সোনার মানুষ।

ঃ সে কি প্রভু! সেদেশের প্রায় বারো আনা মানুষই তো শয়তানের অন্ধভক্ত। এমন কোন অপকর্ম নেই, যা তারা করে না। শয়তানই ওদের প্রভু, শয়তানই ওদের গুরু। ওরা প্রায় বারো আনাই শয়তানের একনিষ্ঠ শিষ্য।

ঃ তোমরা কিছুই জানো না।

ঃ প্রভু।

ঃ শিষ্য হয়ে চিরদিন থাকবে ওরা কোন্ দুঃখে? শয়তানীতে হাত পাকানোর ইচ্ছে থাকলে কয়দিন লাগে?

ঃ জ্বি?

ঃ শয়তানীতে হাত ওদের এয়সা পোক্ত হয়েছে যে, ওদের কাছে শয়তান এখন নিতান্তই শিশু। একটা অপগণ্ড, না-লায়েক।

ঃ সে কি!

ঃ সেই জন্যেই তো শয়তান এখন আউট। মানে শয়তান এখন ওদের আর ত্রিসীমানা মাড়ায় না প্রভুত্ব হারানোর ভয়ে।

টান হয়ে শুয়ে পড়লেন হতাশাবিদ্ধ অবতারগণ।

BABD & Boighar

ঈমানদারীর করচা

আপদ-বালাই কার না আছে। ভালাই যেখানে বালাই সেখানে। এ দুটো নিয়েই জীবন। কাজেই বালাইয়ের ভয়ে পালাই পালাই করে কোন ফায়দা নেই। নসীবে যা আছে তা আসবেই। আসুক, লেকেন মাৎ ঘাব্‌ড়িয়ে। আপদ–বালাই আসেও যেমন যায়ও তেমন। এ দুনিয়ায় কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। গ্র্যান্ড মাদারস্ মেমোরেন্ডাম। এখানে আমার মন্তব্য নেই।

আমার যেটা বক্তব্য সেটা হলো আপদ যদি দ্বিপদ হয় তাহলে যে কি বিপদ হয় তা বিদেয় করতে, এটা বলে বোঝানো কঠিন। চতুষ্পদ বা জড় পদার্থ হলে বিশেষ ভাবনা নেই। নরপদার্থ হলেই ম্যাটার মারাত্মক। নিতান্তই নেংটিসার দীন, আর দুনিয়ার সেরা নাদানও যদি হন আপনি, তবু আপনারই কাছে ইহজনমের সংস্থান আর ইহধামের সব সমস্যার সমাধান পাবার আশায় উনি খুঁটি গেড়ে বসবেন। আপনার হাতের সময় সাবাড় হবে, কাজ-কর্ম কাবার হবে, বাবার নাম ভুলে যাচ্ছেন দেখে দাবাড়ও যদি দেন আপনি তাকে, তবু সহজে যাবার নামটি করবেন না।

ইদানীং আমি আমার উপরওয়ালার থুড়ি পাবলিকের চব্বিশ ঘণ্টার চাকর। পদমর্যাদায় না-বালক। উপরওয়ালা সাবালকদের খানিকটা হেতুক আর অধিকটা অহেতুক খবরদারীর তুফান তরিয়ে উঠতেই আমার ফুরিয়ে যায় দিন। এখন আমার বউ বড়, বাপ নয়। বউ মরলে ছুটি আছে, বাপ মরলে নেই। সময়টা আমার শেকড় সমেত রেহান দেয়া। নেহাতই চুরি করা ছাড়া কোন সখির ঘরে নয়, শমন ঘরে গমন করার সময়টুকুও যেখানে নিজের বলে ধরে নেয়া নিষেধ, সেখানে সেদিন ভরদুপুরে আমার ঘাড়ের উপর ভর করলেন শুকুর আলী শেখ। শকুনমারীর মাতুব্বর শুধু ভর করলেন নয়, বরফের পাহাড়ের মতো আমার ঘাড়ের উপর চেপে গেলেন হাত-পা ছেড়ে দিয়ে।

পদে আমি ক্ষুদ্র, কিন্তু গোত্রে আমি শুদ্র নই। খানদানী নকরী আমার। নামটাও ছাপা আছে কৌলিন্যের হলিবুকে। আর কি চাই? এটা উনি টের পেয়েই ভেবেছেন, তাঁর কয়েক পুরুষের কল্যাণে নির্ঘাত আমি মারাত্মক কোন হুকুম জারির তাকদ রাখি।

উনার আরজটাও অদ্ভুত–'তেরা দুয়ারে খাড়া এক যোগী'–এয়সা মাফিক। না, তার চেয়েও এক ডিগ্রী উপরে। উনি সোনা-চাঁদি চান না, দেবীর দরশনও চান না। উনি চান শান্তি। ঠ্যালা সামলান!

BARD & Boighar

শুনে চমকেই উঠলাম। আমি তো ঐ শান্তি নামক পদার্থের কোন 'এল এস্ ডি'র ও. সি. নই। শুনেছি, শান্তি ব্লিস্ বস্তুটি বিধাতাই নাকি বগলদাবা করে রেখেছেন ঐ জগতের জন্যে, এই জগৎকে দেননি। আমি পাবো কোথায়?

লোকটার মগজের কোন কসুর আছে কি না ভেবে দেখার চেষ্টা করতেই উনি শুরু করলেন বিলাপ। প্রলাপও বলা যায়। অনেকক্ষণ শুনার পর বুঝলাম, না, বিশুদ্ধ ব্লিস বস্তুটির বায়না উনি ধরেননি। বসবাসের স্বাভাবিক একটা বঙ্গবাসী পরিবেশ চান। বর্তমানের বায়োনিক পরিবেশটা উনি পরিপাক করতে পারছেন না। ডাইনের দিকে হাম, বাঁয়ের দিকে হালুম, সামনে-পিছে, উপরে-নিচে সব দিকেই ফোঁসফাঁস, দুরুম-দারুম, হাউ-মাউ-খাউ। পা ফেলতেই চিৎপটাং, পাশ ফিরতেই চিচিং ফাঁক। একটা ধূলায় অন্ধকার পরিবেশ। উনার পাকযন্তের পরিপন্থি।

www.boighar.com

তার বক্তব্যের সারমর্ম ঃ শাসনযন্ত্রে জং ধরেছে, বিচার-আচার গোল্লায় গেছে। চুরি-জোচ্চুরি আর জালিম–জুলুমে ভরে গেছে দেশটা । তাঁর বক্তব্য অনুসারে, আপনি-আমিসহ তামাম বিশ্ববাসী এর জন্যে দায়ী, একমাত্র উনি নন। তার অভিযোগের বিষয়বস্তু দুইটি চুরি আর ছুরি। ছুরি ধরেছে দুর্বৃত্তেরা, চুরি হয়েছে পথের গম। অর্থাৎ পথ নির্মাণের নিমিত্তে হরিলুটের অনুদান-এর বিহিত কিছু হচ্ছে না। তার আসামী আবার চুরি করা চোরও নয়, ছুরি ধরা দুর্বৃত্তও নয়। আসামী তার জনৈক জননেতা। জনগণের জনৈক নির্বাচিত খাদেম।

শকুনমারীর শুকুর আলী সবিলাপে বললেন—'আমরাই তোকে ভোট দিয়ে নেতা বানালাম আমাদের, আর সেই নেতা হয়ে তুই মাথা ভাঙ্গিস আমাদেরই? বেঈমান! বেঈমান!'

আমি অবাক হয়ে বললাম—'তো এতে ঐ মিয়া সাহেবের দোষ কি হলো? উনি তো আর চুরি করেননি গম?'

এতক্ষণ একতরফা বকছিলেন। সায় পেয়ে হাউ হাউ করে উঠলেন। কণ্ঠের তেজ কয়েকগুণে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন— 'উনিই, উনিই। অন্যের দ্বারা করালেও আসল চোর ঐ মিয়া সাহেবই। ওকে আমরা চিনি না? ভেঙ্গে যাওয়া রাস্তাটায় মানুষের কি দুর্ভোগ! বর্ষাকালে ভদ্র-শূদ্র সব লোকেরই পাছার কাপড় মাথায় বাঁধা ছাড়া আর গত্যান্তর থাকে না। মেয়েদের তো কথাই নেই, শাড়ি তুলে সাঁতার! সেই রাস্তা পড়ে রইলো আমান, আর গমগুলো রাতারাতি গায়েব? কতবড় জোচ্চোর এবার ভাবুন!'

ঃ জোচ্চোর?

ঃ জোচ্চোর বলে জোচ্চোর? এক নম্বরের বাটপার। পরের মাথায় বাড়ি দিয়ে খাওয়াই ওর জন্মগত পেশা।

BABD & Boighar

ঃ তাই নাকি?

ঃ তাই নাকি মানে? দেশের লোক সবাই জানে ওর মতো বাটপার দুইটি নেই দুনিয়ায়। একদম গাড়িকাটা চোর। এই শালার ভোটভাট যে কেন আসে দেশে?

শুকুর আলীর কণ্ঠস্বরে আক্ষেপ। আমার উপলব্ধিতে অপরিসীম বিস্ময়। বললাম—'ভোট! ভোটের আবার দোষটা হলো কি?'

ঃ হলো না? ভোট না পেলে চুরি করতে পারতো সে?

পাল্টা প্রশ্ন করলাম—'ভোট পেলেই কি চুরি করে সব মানুষ?'

হোঁচট খেলেন মাতুব্বর সাহেব। বললেন— 'না মানে তা করবেন কেন? যারা ভাল মানুষ তারা কি আর নোংরামী করে? রহমত মিয়া, গোলাপ মিয়া, মাসুম খাঁ– ওরাও তো ভোট পেয়েছে, কিন্তু কত সুনাম ওদের!'

ঃ তবে?

ঃ তবে আবার কি? এটাকে তো আগে থেকেই জানি আমরা। এটা একটা এক নম্বরের জালিয়াত।

ঃ এতই যদি জানেন, তাহলে আর তাকে ভোট দিলেন কেন?

একটু থেমে গেলেন শুকুর আলী মাতুব্বর। পরে ধীরে ধীরে বললেন—'এ্যাঁ! তাকে ভোট দিলাম কেন?'

ঃ হ্যাঁ, তাকে কেন দিলেন?

ঃ তো কাকে দেবো?

ঃ কেন, কোন ভাল লোক নেই আপনাদের এলাকায়?

ঃ ভাল লোক?

ঃ হ্যাঁ, ভাল লোক।

ঃ আছে, অনেকই আছে।

ঃ দাঁড়ান না তাঁরা ভোটে?

ঃ হ্যাঁ, দাঁড়ায়। আগে তারা অনেকেই দাঁড়াতো। কিন্তু লোকজন আর বোকা নেই দেখে হাল ছেড়ে দিয়েছে প্রায় সকলেই। যাদের লাজ হতে এখনও বাকি আছে, তারাই দু'একজন এখনও দাঁড়ায়।

ঃ মানে ?

ঃ মানে খালি হাতে হাতি কিনতে আসে ওরা। বিনি পয়সায় চান্স্ নিতে চায়।

ঃ বিনি পয়সায় চান্স্।

ঃ একেবারেই মফুত। পান-বিড়ির পয়সাটাও ওরা খরচ করতে নারাজ। শুধু মুখের কথায় চিড়া ভেজাতে আসে।

BABD & Boighar

ঃ আচ্ছা।

ঃ কে ওদের ভোট দেবে? খালি হাতে তালী ফোটে?

ঃ তা পান-বিড়ি না খেয়ে কি ভোট দেয়া যায় না?

ঃ এত আমাদের ঠেকা? এ বাজারে লা খরচা কাজ পাওয়া যায় কোথাও? তাছাড়া.....।

ঃ তা ছাড়া?

ঃ হাত পাতলেই যেখানে হাত ভরে যায় পয়সায়, সেখানে সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেয় কোন, বেকুব?

ঃ ও! খরচ তাহলে করতেই হবে?

ঃ শুধু করতেই হবে নয়, খরচের কমপিটিশনে ফাস্টো হতে হবে। ভোট পাওয়া সস্তা কথা নয়।

ঃ আচ্ছা। তাহলে ঐ মিয়াসাহেব খুব খরচ করেছেন, না? মানে একেবারে ফাস্টো?

উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো মাতুব্বরের মুখমণ্ডল। আহলাদে গদ গদ হয়ে তিনি বললেন— 'তা বাপু সেদিক দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, একটা বাপের ব্যাটা ঐ মিয়া সাহেব। এতবড় দরাজ হাত ও তল্লাটে কোন ব্যাটারই নাই। ভোটের সময় টাকাকে টাকা গোণেনি সে।'

ঃ তাই নাকি?

ঃ সব ব্যাটাকে টেক্কা মেরে সে গাঁয়ে গাঁয়ে টাকার একদম বস্তা খুলে দিয়েছিল। ধর্মস্থানে মোটা টাকা দেয়ার পরও মাথাপ্রতি গুণে গুণে টাকা ঢেলেছে ব্যাটাচ্ছেলে! বেঈমানী করবো না, ইলেকশানের পরও আমাদের অনেকেরই মাস কয়েক ঐ টাকাতেই চলেছে।

তৃপ্তিতে দুলতে লাগলেন মাতুব্বর। তার ভাব দেখে মনে হলো, সামনে পেলে এখনই আবার ছুটে গিয়ে কদমবুচি করেন ঐ মিয়া সাহেবের।

বললাম—'বাঃ! তাহলে তো সত্যিই তার হাতখানা বড় দরাজ।'

অতীত বর্তমান ভুলে গিয়ে মাতুব্বর এবার নেচে উঠলেন উল্লাসে। পঞ্চ মুখে শুরু করলেন মিয়া সাহেবের প্রশংসা। বললেন—'তবে আর বলছি কি? সেই জন্যেই তো বারে বারেই পাস করে ইলেকশানে। একেবারে বাঘের বাচ্ছা। ওকে হারাবে এমন মরদ আজ অবধি জন্মেনি।'

ঃ বটে!

ঃ শুধু কি তাই? আরো গুণ আছে ওর। ঘাট-অপরাধ যা-ই করুন, তার কাছে একবার গিয়ে দাঁড়ালেই ব্যাস্! আর আপনার চিন্তা নাই। দুটো পয়সা-কড়ি লাগলেও একেবারেই নিরাপদ আশ্রয় পাবেন আপনি।

BABD & Boighar

জ্বলে উঠলো অন্তর। মনের ভাব গোপন করে বললাম—'বলেন কি!'

বললেন—'হ্যাঁ। এই জন্যেই তো সবাই বলে ঐসব ভাল লোকদের ভোট দিয়ে লাভ নেই। ওসব মাল অচল। ওরা ইদংমিদংও বোঝে না, ঝড়-ঝাপটায় আশ্রয়ও ওরা দেবে না। ঐ মিয়া সাহেবকেই চাই আমরা।'

ঃ তাই তাকে ভোট দিয়েছেন?

ঃ হ্যাঁ, তাই তো। তাকে ছাড়া আর দেবো কাকে?

ঃ বটেই তো।

ঃ ছিঃ!

ঃ আচ্ছা, কি কাজ করার জন্যে আপনাদের ভোট নিলেন ঐ মিয়া সাহেব?

এখানে জ্ঞান তার তীক্ষ্ণ। বললেন—'কেন, দশজনের খেদমত করার জন্যে।'

ঃ খেদমত করা মানে তো বেগার খাটা, তাই নয়?

ঃ হ্যাঁ, তা বেগার বৈকি! পয়সা নিলে কি আর খেদমত করা বলে?

ঃ আপনাকে যদি দশজনের কাজের জন্যে বেগার দিতে বলি, কয়দিন তা পারবেন?

ঃ আমি! কেন? আমি তা দিতে যাবো কেন?

ঃ আহ্ হা, মানুষের খেদমত করা তো খারাপ কাজ নয়, পুণ্যের কাজ। সওয়ারের কাজ। আপনাকে যদি তা করতে অনুরোধ করে সকলে, কয়দিন তা পারবেন?

ঃ একান্তই না ছাড়লে বড়জোর দু'একদিন।

ঃ মাত্তর দু'একদিন? বেশি নয় কেন?

ঃ বাঃ! ঘর-সংসার নেই আমার?

ঃ ও, তাই তো। আচ্ছা যদি এমন বলা হয়, একদিন বেগার দেয়ার জন্যে একশো টাকা এক কালীন বিলিয়ে দিতে হবে। এই হারে যে যত টাকা বিলিয়ে দিতে পারবে, তাকে ততদিন বেগার দেয়ার সুযোগ দেয়া হবে; তাহলে বলুন তো, ক'দিনের জন্যে বেগার দিতে চাইবেন আপনি?

মাতুব্বর সাহেব এ কথায় ভয়ানক রেগে গেলেন। বললেন—'তার মানে! টাকা খরচ করে বেগার দেয়া? ঘর-সংসার ফেলে কষ্ট করে বেগার দেবো, তার উপর আবার ঐ বেগার দেয়ার সুযোগ নেয়ার জন্যে ঘরের টাকা বিলিয়ে দিতে যাবো? মারাও দেবো, আবার তার ভাড়াটাও দেবো? মশকরা করার জায়গা পেলেন না? আপনি আমাকে পাগল পেয়েছেন নাকি, এ্যাঁ?'

সঙ্গে সঙ্গে তেমনি কণ্ঠে আমিও বললাম— 'তাহলে ঐ মিয়া সাহেবকেও কি পাগল মনে করেন নাকি, এ্যাঁ! তাঁর ঘর-সংসারই ফেলে রেখে নয়, বস্তা বস্তা

BABD & Boighar

টাকা খরচ করে সেই কষ্ট এই যে পাঁচ পাঁচটি বছর ধরে করতে এলেন, উনি কি তবে পাগল?'

কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে ঢোক গিললেন শুকুর আলী শেখ।

আমি ধমক দিয়ে বললাম—'বলুন পাগল, উনি?'

আমতা আমতা করে মাতুব্বর সাহেব বললেন—'না, মানে পাগল তো নয়।'

ঃ ঠিক জানেন?

www.boighar.com

ঃ হ্যাঁ, ঠিকই জানি।

ঃ বেগার দেয়ার জন্যে কেউ ঘরের টাকা বিলিয়ে দেয় না, এটাও তো ঠিক?

ঃ হ্যাঁ, তা তো ঠিকই।

ঃ উনি পাগলও নন, আবার ঘরের টাকা বিলিয়েও দিলেন। তাহলে এর মানেটা কি?

ঃ তাই তো!

শুকুর আলী শেখ আর জবাব খুঁজে পেলেন না। কোণঠাসা হয়ে তিনি ঘামতে লাগলেন বসে বসে। কিন্তু 'মরে গঙ্গা বহে তার ধারা'—ক্ষণিকের তরে উক্তিহীন হলেও যুক্তিহীন ব্যক্তি তিনি নন। যুক্তি-তর্কে বেহিসাব শক্তি থাকার দরুন তাকে পীরের মতো ভক্তি করে পাঁচ গায়ের লোক। খানিক পরেই নত মাথা তড়াক করে খাড়া করলেন শুকুর আলী, দাঁড় করালেন শক্ত একটা যুক্তি। বললেন—'বেগার দেয়ার জন্যে হবে কেন? ইলেকশানে জিতলে মান-সম্মান কত, সেটা দেখতে হবে তো? সখে কি আর টাকা ঢেলেছে সে?'

শুনে মুচকি হেসে বললাম— 'শুধু মান-সম্মানের জন্যেই যদি বস্তা বস্তা টাকা ঢালার খাহেশ হয় কারো, তাহলে আর ইলেকশানের ঝুট-ঝামেলা কেন? সে টাকা সৎকাজে ব্যয় করলে আর দীন-দুঃখীদের দান করলেও তো তারচেয়ে ঢের বেশি মান-সম্মান পাওয়া যায়। দানশীল ব্যক্তিরা শুধু দানের জন্যেই চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ইলেকশান করতে যাননি।'

মাতুব্বর বললেন— 'এ্যাঁ।'

ঃ সে যুগের হাতেমতায়ীকে আজও সবার মনে আছে। ইলেকশানে বা সিলেকশানে কে জয়লাভ করেছিলেন, সে কথা কেউ মনে রাখেনি।

ঃ তাহলে ঐ সম্মানীর জন্যে। ইলেকশানে জিতলে তো সম্মানী একটা মাস মাস পাওয়া যায়? ঐ সম্মানীর জন্যে টাকা ঢেলেছে সে।

ঃ সেটা কি ঐ বস্তা বস্তা? তা দিয়ে কি আর খরচের টাকা ওঠে?

এইবার মাতুব্বরের মাতবরীটা খতম হলো। নিভে গেল মুখের আলো। হতাশ কণ্ঠে বললেন—'সে-ও তো একটা কথা। যে পরিমাণ খরচ, তার

BABD & Boighar

সিকিটাও তো এইভাবে ওঠে না? তাজ্জব! তাহলে কিসের জন্যে টাকা ঢাললো সে?'

ঃ ঢাললো নয়, বলুন ইনভেস্ট করলো। এক পয়সা খরচ করে দশ পয়সা ধরার জন্যে ইনভেস্ট করলো। যারা ইনভেস্ট করতে চান না, তারা এক পয়সাও ঢালেন না। পান-বিড়ির পয়সাটা খরচ করাও তাদের কাছে অপব্যয়।

ঃ মানে?

ঃ আর মানে আমার কাছে নেই। বাড়িতে গিয়ে বসে বসে ভাবুন গে।

আমি উঠে পড়ার উদ্যোগ করতেই উনি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন—'আরে আরে, ওঠেন কেন? আমার কথা যে শেষ হয়নি এখনও।'

বললাম—'আর কি কথা আপনার?'

ঃ তাহলে আমাদের রাস্তাটা ।

ঃ নিজেরাই এখন টুকরী-কোদাল নিয়ে গিয়ে বাঁধুনগে সে রাস্তা। রাস্তা নেয়ার জন্যে তো ভোট দেননি আপনারা। ভোট দিয়েছেন টাকার লোভে। টাকা নিয়ে যা বেচে দিয়েছেন একবার, তা আবার ফেরত চান কোন্ আক্কেলে? পিঠা খান, ফোঁড় গুণেন না পিঠার?

কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকার পর মাতুব্বর ফের বললেন—'তাহলে ঐ দুর্বৃত্তদের বিহিতটা? কথায় কথায় বুকের উপর ছুরি ধরে ওরা। তার হাত পড়াতেই তো বিহিত হচ্ছে না ওদের! টাকা নিয়েছি, গম নিক। কিন্তু ওদের বিহিতটা হতে দেবে না কেন?' www.boighar.com

ঃ বিহিত তো চাননি কেউ? আপনারা চেয়েছেন আশ্রয়। অপমকর্ম করার পর নিরাপদ আশ্রয়। ভাল লোকেরা এই আশ্রয়টা দেবে না বলেই ভোট দেননি তাদের। যারা ছুরি ধরেছে তারাও এই আশ্রয়টা পাবে জেনেই ধরেছে। মিয়া সাহেবও ঈমানের সাথে সেই আশ্রয়টা দিচ্ছেন। একবিন্দু বেঈমানী করছেন না।

ঃ এ্যাঁ! তা মানে ...!

ঃ আপনিও কাল ছুরি ধরুন কারো বুকে, কিংবা আপনারই বুকে ছুরি ধরুক আবার কেউ, কিছু পয়সাপাতি ঢাললেই ইনশাআল্লাহ আশ্রয় পাবেন আপনারাও। যেটার আশায় ভোট দিয়েছেন তাকে, সেটা তিনি পূরণ করবেন ষোল আনাই। আপনাদের মতো চাইবেন একটা নিবেন আর একটা এ ধরনের মোনাফেকী করবে না। আপনার কথা শুনেই বুঝতে পারছি রীতিমতো ঈমানদার লোক উনি।

বাঘের মতো গর্জে উঠলেন মিয়া সাহেব—'কি বললেন? ঈমানদার? তার মতো জোচ্চোর যদি ঈমানদার, তাহলে আমরা কি?'

বললাম— 'বেঈমান।'

আর উনি ছায়া মাড়ান না আমার।

BABD & Boighar

রুচির পাহাড়

বাহরা–বাহবা, নন্দলাল!

— হুঁশে বলিনি। বেহুঁশেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে কথাটা।

শরবতী পোলাও আমার সকাল বেলার ফলার। ওটা আগলে নিয়ে বসে আছেন ঘরের উনি। আমার এককালের প্রিয়তমা বর্তমানের তর্জনী। শরবতী পোলাও কোন পলমিশ্রিত অন্ন নয়। নির্ভেজাল পানিমিশ্রিত ভাত। সারারাত ডুবিয়ে রাখা অন্ন। এ অন্ন আমার জন্যেই অপেক্ষমাণ। গরমের দিনে এটাই আমি হরহামেশা চালাই। ভাজি-রুটির পাশে এই পানিমিশ্রিত ভাতই আমার সারাবছরের বরাদ্দ। সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা। রুচি বদলটা আনুষ্ঠানিক। মাঝে মধ্যে হয়।

এই চিরস্থায়ী ব্রেকফাস্টে শরিক হতে যাবো যাবো করতেই এক প্রতিবেশীর ঝি এসে জানালো, তার সাহেব আমার সাক্ষাৎ চান। কাল থেকে চরকির মতো চক্কর দিচ্ছেন ভদ্রলোক। আমার দরশনে ব্যর্থ হয়ে পেরেশানে আছেন। এক্ষুনি ফের আসতে চান।

ভাবলাম জরুর কিছু ব্রেকফেলের ব্যাপার-স্যাপার। তাই ব্রেকফাস্ট বাদ দিয়ে এ্যাট্‌ফাস্ট এই দিকেই ছুটলাম। নিজেই গিয়ে হাজির হলেম ভদ্রলোকের বাড়িতে। কিন্তু ব্যাপারটা বাজারদর। জরুরী বা আচানক কিছু নয়।

ঢাকায় যাচ্ছেন ভদ্রলোক। হেড অফিসে কাজ নিয়ে। আমার এক বন্ধু আছেন ঢাকায়। তিনি আবার ভদ্রলোকের বড় সাহেরে বন্ধু। এই গন্ধ পেয়েই অন্ধ হয়ে আমার এত সন্ধান করছেন তিনি। থোরা সুপারিশ চান। পদটা তার ছোট। কিন্তু তার অধীনে খামারটা খুব বড়। এই খামার আরো জোরদার করার সুপারিশ।

বন্ধু আমার বেরসিক, সুপারিশে অনাসক্ত—এসব কথা ব্যক্ত করা সত্ত্বেও ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। কিছুটা ত্যক্তবিরক্ত হয়েই শেষে লিখে দিলাম দু'কথা। অতঃপর কথোপকথন খাটো করে উঠে পড়ার চেষ্টা করতেই সামনে এলো নাস্তা। বিশেষ আপত্তি তোলার পরও ভদ্রলোকের সবিশেষ অনুরোধে উঠে আসতে পারলাম না। ভদ্রতার খাতিরে বসতেই হলো নাস্তায়। নাস্তাও খাস্তা। আস্ত একটা ফলার। হরেক রকম আইটেমের জমকালো জলযোগ।

ভদ্রলোক উঠে গিয়ে ব্যস্ত হলেন আয়োজনে। করিৎকর্মা ভদ্রলোক। বিশ্বকর্মার রেস্তেদার। আমার সুপারিশটাই তার ইরাদা হাসিলের একমাত্র

BABD & Boighar

দাওয়াই নয়। দাঁড়ের পাশে ছোট্ট একটা হাতবৈঠা মাত্র। যতদূর আমি জানি, হেড অফিসের অনেককেই উনি 'ইন্-ল' জাতীয় আত্মীয়তায় ইতিমধ্যে নিজের সাথে গেঁথে ফেলেছেন শক্ত করে। ভূমিকা তার শ্যালকের। এতগুলো বোনের বাড়ি রিক্ত হস্তে যান না উনি কোনদিন। আজও তা যাচ্ছেন না। সারি সারি হাঁড়ি-ঝুড়ি খামারের প্রহরীরা বাড়ির বাইরে নিচ্ছে। সারা বাজার বাছাই করে কেনা মাল। পক-পকালী, আম-লিচু, মাছ-মিষ্টি। সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে ভাবলাম, এই বৃষ্টির পর আর সেচাপানির দরকার পড়ে কিছু? মাসের শেষে এমন প্রাপ্তি তৃপ্তির কারণ কার না হবে?

আমার নাস্তার মাঝে সেই ঝিটা এসে এক ফাঁকে দুঃখ করে বললো— 'এরই নাম বরাত। কত আজে-বাজে লোক আইসা রাজভোগ খায়্যা যাচ্ছে। আর আপনার মুতোন মানুষকে কিছুই দিবার পারল্যাম না। না দু'ড্যা মিঠাই। সায়েব আমাদের ঢাকায় যাচ্ছেন সেইজন্যে বাজারে আজ লোক পাঠানই হয়নি।'

ঝিটা আমার পাড়ার মেয়ে। আমার বাড়িতে প্রায়ই আসে। বাড়ির সবাই তাকে ভালবাসে। আমার সব খবরই রাখে সে। শুনে হাসি মুখে বললাম—'ঠাট্টা করছো? এত যোগাড়-যন্ত্রর করে নাস্তা দেয়ার পরও বলছো কিছুই দিতে পারলাম না?'

সে অবাক হলো। বললো—'যোগাড়-যন্তর! যোগাড়-যন্তর দেখলেন কুন্ঠে? এ বাড়িত তিরিশ দিন যে নাস্তা হয়, তাই তো আপনি পেলেন না!'

বললাম—' তিরিশ দিন মানে? তিরিশ দিন এরচেয়েও ভাল নাস্তা হয়?'

গালে হাত দিয়ে মেয়েটা বললো—'ওমা! ভাল নাস্তা মানে? পরোটার সাথে গোস্ত-মিঠাই না থাকলে এ বাড়ির কেউ মুখে তোলে নাস্তা?'

ঃ বলো কি! দৈনিক মানে তিরিশ দিন এত খরচের নাস্তা খায় এরা?

ঃ তিরিশ দিনই। আর কি খালি এই বাড়ির মানুষ খায়? পত্তেকদিন পাঁচ/সাত জন বাইরের মানুষ থাকেই।

ঃ তাজ্জব! আমার সংসারের একটা গোটা দিনের জন্যেও তো এত খরচ করতে পারিনে আমি?

ঃ সব আমি জানি। আপনি মস্তবড় মানুষ ঠিকই। আমার সায়েবের চেয়ে ডবল-ত্যাডবল মাইনে পান। কিন্তুক তাহলে কি হয়! আমার সায়েবের মুতোন তো এতবড় খামার নাই আপনার। আমার সায়েবের খামার এই আজ্যি-রাজ্যি জুড়ে। খরচের তার ভয় কি?

www.boighar.com

ঃ ঠিকই বলেছো। এখানেই আমি খাটো।

ঃ আপনার কোন খামার নাই ক্যান? এতবড় চাকরি, একটা ছোটখাটো খামার থাকলেও তো ভালমন্দ খেতে পারতেন দৈনিক?

BABD & Boighar

হাসিমুখে বললাম—'খামার থাকলেই কি সব মানুষ ভালমন্দ খেতে পারে? সেজন্যে আলাদা হিম্মত লাগে।'

না বুঝেই সে বললো—'তাই? তাহলে আপনার তা নাই ক্যান্? আপনার নাস্তার কথা শুনে আমার সায়েব কি বলে জানেন? বলে, যার যে রকম রুচি। বড় পদে উঠলেই কি মানুষের রুচি বদল হয়? রুচি যার খাটো সে আজেবাজে খাবেই।'

ঃ বলো কি!

ঃ আপনি উসব খাওয়া ছাড়েন তো! ইসব কথা শুনলে আমার বড় কষ্ট হয়!

কষ্ট আমারও হলো। অতিকষ্টে অল্পকিছু গলধঃকরণ করে ও বাড়ি থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম।

কিন্তু দিনটাই আজ আমার জন্যে দুর্দিন। বাড়ি ফিরতেই পথে দেখি, অন্য আর এক করিৎকর্মার ছেলের সাথে আমার ছোট ছেলেটা এক খোলা বারান্দায় খেলা করছে। দু'জনেই নাবালক। সাত/আট বছর বয়স। এই ব্যক্তিটি খামারওয়ালা নন। তবে হাজার হাজার মণ সামথিং-এর সংগ্রাহক ও রক্ষক।

পাশ দিয়েই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তাদের কথোপকথন কানে পড়ায় থমকে একটু দাঁড়ালাম। অন্য ছেলেটি বললো—'রুটির সাথে কেবলই ভাজি? তাই তুই খাস্? গোস্ত না হলে নাস্তাই আমি করি না।'

আমার ছেলেটি আফসোস করে বললো—'আমার আব্বা গোস্তই কেনে না। খালি এক-আধদিন একটুখানি কেনে।'

না বুঝে ঐ ছেলেটিও সঙ্গে সঙ্গে বললো— 'আমার আব্বাও গোস্ত কেনে না। তালবেড়ের হাট থেকে প্রত্যেক হাটেই খালি একটা করে খাসী আনে।'

হাসিও পেলো, ছেলের আফসোস্ দেখে নিজের অক্ষমতার উপর ধিক্কারও এলো। মুখ লুকানোর ঠাঁই না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে পথ ধরলাম।

এই অক্ষমতার দরুন আমাকে বাড়িতেও দু'চার কথা প্রায়ই শুনতে হয়। পাঁচগিন্নির গতিক দেখে নিজ গিন্নী গুমরে উঠেন মাঝে মাঝে।

বাড়ি ফিরেও স্বস্তি খুঁজে পেলাম না। খুঁটিনাটি টক্‌ঝক্ নিয়ে সারাদিনটা বিষণ্নভাবেই গেল। মানসিক আরোগ্য লাভের উম্মিদে সন্ধ্যার পর ঘুরতে ঘুরতে হাজির হলেম শহরের এক ক্লাবে।

জমজমাট পরিবেশ। ফিটফাট পোশাকের হরেক রকম চেনা-অচেনা রথী-মহারথীর সমাবেশ। ক্লাবটি তখন সরগরম। কেউ তাস পিটছেন হৃষ্টচিত্তে। নিবিষ্টদীলে কেরাম ঠুকছেন কেউ কেউ। কেউবা আবার পিংপং-এর কচ্ছপ ডিম্ব ব্যাক করতে ব্যর্থ হয়ে আওয়াজ দিচ্ছেন আহাজারীর।

BABD & Boighar

চেনাজানা কয়েকজন ভদ্রলোক আমাকে দেখে সরব কণ্ঠে খোশ প্রকাশ করলেন এবং একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। তাসের টেবিলের পাশে সেই খালি চেয়ারটায় হাসিমুখে বসতেই আমার এক সুহৃদ অচেনাদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

পরিচয় কারে দেখলাম, আমি না চিনলেও এঁরা অনেকেই আমাকে চেনেন। অনেকেই আবার না দেখলেও আমার নাম শুনেছেন আগেই। ফলে এখানে এসে নিজেকে খুব ফ্রিবোধ করলাম। অল্পক্ষণে অনেকেই বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। শুধু এক ব্যক্তিই ফাঁকে রাখলেন নিজেকে। কোন কিছুই ভ্রূক্ষেপ না করে এ ব্যক্তিটি ভারিক্কি চালে তাস পিটে চললেন। পরিচয়কালে তিনি তেমন চোখ তুলেই চাইলেন না।

অলক্ষ্যে পরিচয় নিয়ে জানলাম, ইনিও একজন করিৎকর্মা। পদটা তার তৃতীয় শ্রেণীর। কিন্তু সেলামীপ্রাপ্তির স্কোপটা তার মাত্রাহীন। ফলে নিজের উপরওয়ালা ছাড়া উনি পরোয়া করেন না কাউকেই। ভদ্রতার জন্যেও নয়।

পাঁচশো পঞ্চান্নর প্যাকেট একটা পাশে রেখে তাস পিটছেন ভদ্রলোক। হাতের কাঠি ফেলে দিয়ে একটু পরেই প্যাকেট খুলে আর একটা কাঠিই পেলেন তিনি। ওটাতে আগুন দিয়ে ক্লাবের বেয়ারাকে তলব দিলেন।

বেয়ারা এসে দাঁড়াতেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মোটা মানিব্যাগ মেলে ধরলেন ভদ্রলোক। দেখলাম, একশো আর পাঁচশো টাকার নোটে মানিব্যাগটা ভর্তি। সেখান থেকে একশো টাকার নোট একখান তাচ্ছিল্যের সাথে ফিঁকে দিয়ে বেয়ারাকে বললেন— 'এক প্যাকেট ফাইভ্ ফাইভ্। কুইক!'

কুইক্‌লীই বিদেয় হলো বেয়ারা। কিন্তু ওয়াপস্‌টা কুইকলী আর এলো না। খেলার মাঝেই অপর একজন প্যাকেট হাতড়িয়ে বললেন—'এহ্‌হে, আমারটাও তো এমপ্‌টি। ব্যাটা বেয়ারাটা সেই যে গেল আর আসে না কেন এতক্ষণ?' অতঃপর তিনি নিরুদ্দেশ্যেই বললেন— 'এটা সিগ্‌রেট প্লীজ!'

ইনি আমার পরিচিত। ইতিমধ্যেই আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে টানছি। তার আহবানে কাউকেই সাড়া দিতে না দেখে বললাম—'আমার ব্যান্ড তো জানেন আপনি। আপত্তি না থাকলে দিতে পারি।'

উনি তাসের মধ্যে মগ্ন ছিলেন। ঐভাবেই বললেন—'অগত্যা তাই সই। দিন একটা।'

আমার ব্রিস্টলের প্যাকেট থেকে একটা কাঠি উনার দিকে বাড়িয়ে ধরতেই উনি সেটা যেভাবে লুফে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করলেন তাতে বুঝলাম, এই মুহূর্তে একটা বিড়ি দিলেও উনি তাতে আগুন দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না (অবশ্য নেশাখোরদের নেশা উঠলে এমন অবস্থাই হয়)।

BABD & Boighar

বেয়ারাটা ফিরে আসেনি তখনও। সেই ভারিক্কী চালের ভদ্রলোকও উস্‌খুশ্‌ করতে লাগলেন। একটু পরেই অপর একজন পাঁচশো পঞ্চান্নপায়ীর কাছে সিগারেট চাইলেন উনি। কিন্তু সে ভদ্রলোক খেয়াল না করে প্যাকেট হাতে চলে গেলেন অন্যত্র।

এ ভদ্রলোক মুষড়ে পড়লেন। তার উস্‌খুশানী বৃদ্ধি পাওয়ায় নিজেই আমি বিব্রতবোধ করলাম। দিলাম এক কাঠি একজনকে। এ ভদ্রলোক হয়তো শরম করেই চাইছেন না। তাই উপযাচক হয়ে বললাম— 'আমার একটা দেবো?'

বলার পরই বুঝলাম, বেয়াকুফিটা বলে কাকে! নাসিকা কুঞ্চিত করে ভদ্রলোক এর জবাবে বললেন—'ঐ সিগারেট! ওসব আমি জীবনেও মুখে দেই না।'

ভদ্রলোক তার মুখের আকৃতি এমন করলেন, যেন নর্দমার কোন কিছু তুলে এনে আমি তার মুখে দিতে চেয়েছি। আমার মাথা কাটা গেল! অপ্রস্তুত হয়ে বললাম— 'সরি!'

ভদ্রলোক যদি থেমে যেতেন তবু কিছুটা সইতো। কিন্তু উনি থামলেন না। পরক্ষণেই বললেন— 'আপনি তো শুনলাম বেশদ উঁচুরের লোক। মানুষের মধ্যে এসব আপনি খান কি করে?'

অন্তর জ্বলে উঠলো। তবু কোনমতে উত্তর দিলাম—'কি করবো বলুন, সংসার চালাতেই হিমশিম খাচ্ছি। এর বেশি সঙ্গতিতে কুলোয় না যে! বদভ্যাসটা ছাড়তে পারলেই বাঁচতাম।'

উনি সঙ্গে সঙ্গেই ঠেস্‌ দিয়ে বললেন—'ওসব স্রেফ বাজে দোহাই। সবই হলো রুচির ব্যাপার। রুচিটা উন্নত হলে সঙ্গতিতে ঠেকে না। রুচির পয়সা ভূতে যোগায়।'

পায়ের তালু থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। এর জবাবে কি বলবো কিছুই খুঁজে পেলাম না। হালাল পয়সার মধ্য দিয়ে চলার নাম রুচিহীনতা। আর মাসের শেষেও ভূতের পয়সায় মানিব্যাগ ফুলিয়ে রেখে ফাইভ ফাইভ ফোঁকার নাম রুচিশীলতা। রুচির এ ব্যাখ্যা আমি রাখি কোথায়?

তার এই কথা শুনে আমার পরিচিতজনেরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। এরা আমাকে জানেন। এতে নিশ্চয়ই আমি গর্জে উঠবো বাঘের মতো, যৎপরনাস্তি ভর্ৎসনা করবো ভদ্রলোককে—এই আশংকায় সকলেই তারা দম বন্ধ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

কিন্তু তখন আমি দিশেহারা। একেবারেই হতবুদ্ধি। তাই ওসব কিছুই করলাম না। শুধু অস্ফুটকণ্ঠে আওয়াজ দিলাম—'বাহবা বাহবা, 'নন্দলাল!'

সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করলেন—'কি বললেন?'

বললাম— 'কিছু না।'

BABD & Boighar

লাস্কীর প্রক্সী

কিংবদন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্যের 'তাল' ও 'বেতাল' নামক দুইটি ভৃত্য ছিল। এরা নাকি গোত্রে ছিল ভূত, চরিত্রে ভাঁড় আর কৃতিত্বে ভয়ংকর। এই ভৃত্যদ্বয় পথ চলতো নৃত্যের ভঙ্গিতে, ভেলকি নাচ নাচাতো পথের মানুষকে, বিভ্রান্ত করে বেড়াতো বিভিন্ন পড়শীদের। 'বেতাল' বরাবরই তালকানা থাকায় বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে তেমন অবদান রাখতে পারেনি। কিন্তু তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা 'তাল' সবদিকে তাল দিয়ে তলে তলে অসংখ্য ঘর বেঁধেছে তালগাছে, শেওড়াতলার পেত্নীদের বে' করেছে বেধড়ক, আর আমাদের জন্যে রেখে গেছে বেশুমার বংশধর। এইসব শ্রীমানদের সংখ্যা ও ইতিহাস সঠিকভাবে বলতে পারবেন হিউয়েন সাঙ্-এর নাতিরা। আমার যা জানা তা হচ্ছে আমাদের দাঁতাল-মাতাল-খাতালরা ঐ তাল মিয়ারই উত্তর পুরুষ। এরা তিষ্ট হয় না নিজেরা, অতিষ্ঠ করে সবাইকে। বাদ্যযন্ত্র করতালও ঐ একই ঝাড়ের বাঁশ। কর্ণভেদী শব্দে এদের জব্দ হয় না, এমন মানুষ বিরল। সবচেয়ে বাজখাঁই বস্তু হলো 'হরতাল'। নেতাদের এই সবেধন নীলমণি 'হরতাল' তাল মিয়ার একেবারেই ডাইরেক্ট ডিসেন্ড্যান্ট্। এর নাম শুনলেই আঁতকে ওঠে শান্তিপ্রিয় আত্মা। গণকল্যাণের নামে জনগণকে জব্দ করার এমন গণতান্ত্রিক পন্থা ঐ তালবংশের পেত্নী ছাড়া অন্য কেউই প্রসব করতে পারতো না।

এমনই এক হরতালের দিনে হারম্যাজেস্টি হাজির হলেন হাঁড়ি হাতে। জানালেন, ভণ্ডুল নাস্তি। খাশা খবর! আণ্ডাবাচ্চা নিয়ে গণ্ডাপাঁচেক পোষ্য আছে ঘাড়ে, ভাণ্ডারে শস্য নেই একদানা, বাইরে দোকানপাট আন্ডার লক্ এ্যান্ড কী। এর কাছে কোথায় লাগে পতেঙ্গার বেপরিমাণ বিপদ সঙ্কেত।

খাদ্য-প্রশ্ন সেরা প্রশ্ন। তাই বেরুতেই হলো বাধ্য হয়ে। কিন্তু যা ভেবেছি তাই। বাজারে পৌঁছে দেখি, রক্তঝরা রণাঙ্গন। মুক্তদার দোকানীর পিঠে শক্ত শক্ত কিল ফেলছে হরতালের ভক্তেরা। হতভম্ভ বোচারীরা বেচাকেনা বাদ দিয়ে দুয়ারে খিল দিচ্ছে জানের তাগিদে। মস্তবড় সমস্যা। দোকান খোলা রাখলে ওরা মরে মার খেয়ে, না রাখলে আমরা মরি না খেয়ে। মরতে ওরা রাজি নয়, তাই বন্ধ করছে দুয়ার। আমি রাজি থাকলেও আমার উনি আর আমাকে মরতে দিতে রাজি নন। কারণ, ইট ইজ টুউ লেট্।

মাথা হেঁট করে হটে এলাম। ছুটে এলাম ফাঁকা মাঠে। এবার আর দোকান নয়। দোকানীর মকান বা গোপন কোন আস্তানা। সস্তা-আক্রা যা-ই হোক, বস্তাখানেক চাউল আমার চাই-ই।

অকস্মাৎ খেয়াল হলো চেলামিয়ার কথা। চৌকির পাড়ের চেলামিয়া। এককালের চেনাজানা আদমী। ধান-চাউলের চৌকষ কারবারী। ভেবেচিন্তে তার মকানের দিকেই বাড়িয়ে দিলাম চরণযুগল। খুঁজেপেতে বের করলাম মহলখানা। নয়নযুগল জুড়িয়ে গেল তার বহির্দৃশ্য দেখেই। কোন বাস্তুবাটি নয়, আস্ত একটা এল, এস, ডি। গদিঘরই বৈঠকখানা। বুঝলাম, একমাত্র রূপা ছাড়া রুচির প্রতি লক্ষ্য নেই এই লক্ষপতি চেলামিয়ার। www.boighar.com

ধীরে ধীরে তার আলো-বাতাস বিবর্জিত গদিঘরে ঢুকে দেখি, কারফিউ। তেলচিটে গদির উপর ঝুঁটিবাঁধা এক আড়াইমুণে বস্তা ছাড়া জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই চারপাশে। এগুবো না পিছাবো ভাবতেই আঁতকে উঠে ছিটকে এলাম কয়েক কদম পেছনে। বুকের মধ্যে ছুটতে লাগলো উত্তরা এক্সপ্রেস। বস্তাটা ঘুরছে! জীবন্ত জীবের মতো নড়ছে। www.boighar.com

বিস্ফারিত নেত্রে লক্ষ্য করে দেখি, বস্তা নয়, মানুষ। আরো দেখি, মানুষ নয়, চেলামিয়া। ঐ ঝুঁটিটাই মাথা। একটা পুরুষ্টু চাল কুমড়ার উপর পেপার ওয়েট রাখার মতো মাথা। ভুঁড়িটার জুড়ি নেই। ডায়ামিটার হাত চারেক। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে একাকার চেলামিয়া এক চটমার্কা কম্বল গায়ে জড়িয়ে বস্তা মাফিক বসে আছেন গদির উপর। হাতের উপর ভর দিয়ে আমার দিকে ঘুরছেন অনেকটা কসরত করে। নিজের চোখে না দেখলে কাঁকলাস মার্কা চেলামিয়ার এই কুমড়ো মার্কা চেহারা মাথায় মুগুর মেরেও কেউ আমাকে সম্‌ঝিয়ে দিতে পারতো না। বুঝলাম, কাঁচা পয়সার কুয়ৎ বড়ি কুওত্ হ্যায়।

আমাকে চিনতে পেরেই সোচ্চার হলেন চেলামিয়া। ব্যস্ত হাতে গদির পাশের হাতল ভাঙ্গা চেয়ারটা আমার পাশে টেনে দিলেন। গৃহিনীকে হাঁক দিয়ে চায়ের কথা বলেই তার কাঁচি মার্কা সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরলেন সামনে। দীর্ঘদিনের শিক্ষক আমি। গুটিকয়েক গুণী আর গুদামে কয়েক বখাটেদের মাস্টার। গণতন্ত্রের পোস্টার আর ডাণ্ডা এখন আমার ঐ পাণ্ডাপ্রতিম বৎসদের হাতে। এরপর এই সমাদরের উৎসটা আর না খুঁজলেও চলে।

দু'চার কথার পরেই আমি আসল কথায় এলাম। যেমূল্যেই হোক, কিছু চাউল আমার চাই। শুনে উনি জানালেন, স্টোর রুমের চাবি নিয়ে শ্রীমান তাঁর চাউল বেচতে গেছে। সে ফিরে এলেই আমার উম্মিদ পূরণ করবেন তিনি।

শুনে আমি শিউরে উঠলাম। যে কাণ্ড দেখে এলাম বাজারে, তাতে চাউল বেচার বদলে সে জিন্দেগীর কেনাবেচাটাই খতম করে বসে আছে কি না তা কে জানে।

বাজার যে বন্ধ এ কথা বলতেই চেলামিয়া মুচ্‌কি হেসে বললেন—'মাস্টার, বাজার বন্ধ আছে ঠিকই কিন্তু ভাগাড় তো আর বন্ধ নেই? চাউলের গন্ধ পেলে অভুক্ত মানুষ জাহান্নামে যেতেও হরওয়াক্ত রাজি, ভাগাড় তো তারচেয়ে বেহতর জায়গা।'

BABD & Boighar

গুম হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। পরে হরতালের ঝুটঝামেলা নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করতেই উনি হৈ হৈ করে বললেন— 'হরতালের হুজুগে বাজারটা মাঝে মধ্যে গোলমেলে না হলে আমরা দুটো বাড়তি পয়সা পাই কিসে বলুন! সব সময় শান্ত থাকলে ফট্‌কা মারা যায়?'

খট্‌কা লাগলো মনে। ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন উনি। বললেন— 'অন্যলোক হলে আমি বলতাম না। আপনি নিজের লোক বলেই সব বলছি। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের কারবার আমরা যারা করি, তারা এতে একটুও বেজার নই মাস্টার। কারণ এতে আমাদের তিন তরফা লাভ। হরতালের আগে-পিছে বেচাকেনার হিড়িক। মাঝখানে ফটকা মারার মট্‌কাসরেস্ মওকা। ভাগে-ভগগরে পড়লে সারা বছরের কামাইটা একদিনেই গুছিয়ে নিন না, আটকাচ্ছে কে? শুধু যা দরকার তাহলো সাহস। তিন টাকার মালের দাম তিরিশ টাকা হাঁকার মতো সাহস। ব্যাস্!'

আহলাদে গড়িয়ে পড়লেন চেলা মিয়া। আমার আক্কেলগুড়ুম্! ভাবতে লাগলাম, সাহসের উপযুক্ত সৎকারই বটে! রণক্ষেত্রে সাহস চাই জীবন-মরণ পণ ধরে শত্রুকে হটাবার, কেনাবেচায় সাহস চাই ক্রেতাকে ঘাড় ধরে বানপ্রস্থে পাঠাবার। ধন্যের না হোক, শেষেরটা পুণ্যের কাজ তো বটেই!

এরপরেই প্রলয়। জনৈক খবর দিলো, ডোমপাড়ার পেছনে মনোপোলী মার্কেট পাওয়া সত্ত্বেও চেলা মিয়ার পোলাটা মনের মতো ফট্‌কা মারতে পারছে না চক্ষুলজ্জার কারণে। বাজারদরের চেয়ে মণপ্রতি বেশি নিচ্ছে মাত্তর বিশ টাকা।

ব্যাস্! সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ! ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে চেলা মিয়া গড়িয়ে পড়লেন গদি থেকে। হামাগুড়ি অবস্থাতেই শুরু করলেন গালি বর্ষণ। সন্তানের অযোগ্যতা প্রমাণে তিনি অশ্লীল ভাষায় যেসব কথা বললেন আর তার জন্মঘটিত ব্যাপারে যে সমস্ত জানোয়ারের নাম উচ্চারণ করলেন, তাতে সন্তানটি সত্যি সত্যি তাদের বাচ্চা হলে আচ্ছামতো সামাজিক কেচাল বাঁধে তার নিজের মনুষত্ব ও তার স্ত্রীর সতীত্ব নিয়ে। কিন্তু তখন তিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে। উড়তি পয়সা ফসকে যাওয়ায় তখন বিশ্বটাই তার কাছে অর্থহীন। তাই তিনি ঝট্‌কা মেরে বেরিয়ে পড়লেন ডোমপাড়ার উদ্দেশ্যে, গড়িয়ে গড়িয়ে ছুটতে লাগলেন ফট্‌কা মারার নেশায়।

আমার দফা রফা। না ঘরকা না ঘাট্‌কা মাফিক বসে রইলাম কিছুক্ষণ। পরে চেলা মিয়ার চেহলাম তক্ অপেক্ষা করে থাকলেও চাউল পাওয়ার সম্ভাবনা কম বুঝে পুনরায় পথে নামলাম মাওলার নাম সম্বল করে।

ফাগুন মাসের শেষের দিক। সকালের শীতটুকু শুষে নিয়ে দ্বিপ্রহরের দিবাকর তার খয়রাতী আগুন যদেচ্ছা ছুড়ে মারছে মাথার উপর। পেটের মধ্যে অগ্নিকাণ্ডের তামাম আনযাম সমাপ্ত। তণ্ডুল প্রাপ্তির ব্যর্থতা আর কিছুক্ষণ স্টিক করলেই গুষ্ঠিসমেত শিককাবাব। তাই রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলাম ডোমপাড়ায়। ছুটতে লাগলাম সেই টেম্পোরারী মার্কেটটা টার্গেট করে। কিন্তু বদনসীব! নিজেই পথে

BABD & Boighar

আটকে গেলাম টগড়া মিয়ার টার্গেটে। রিকসাচালক টগড়া। চোখ দুটো কোটরে। গিন্নীর সাথে ঝগড়া করে বেরিয়েছে কুঠার হাতে। রিকসা আজ চলছে না। কেউ কাঠ ফেঁড়েও নিচ্ছে না। তার চুলাও তাই জ্বলছে না। জ্বলছে শুধু পেট। টগড়া এর সমাধান চায়।

খুঁজতে হলো সমাধান, আর পেয়েও গেলাম সাথে সাথে। গাঁটে পয়সা-কড়ি থাকতেও যে গুষ্ঠিসমেত উপবাসী, তার পক্ষে ফি ছাবিলিল্লাহ বলে টগড়াটাকে আল্লাহর হাতে সপে দিয়ে সটকে পড়াই সর্বোত্তম সমাধান। বলা যায় না, পেটের আগুন মাথায় উঠলে হাতের কুঠার কোথায় পড়ে, কে বলতে পারে? তাই তার দৃষ্টিটা তার মস্তকের ধূলোর প্রতি টানলাম। সে ঝাড়তে লাগলো ধূলো। আমি ছোঁ করে কেটে পড়লাম সেই ফাঁকে।

ছুটছি আর ছুটছি। হঠাৎ দেখি সামনে দেশের বর্ডার। কোন একটা সীমান্ত এলাকা। অসংখ্য রিফিউজি। নারী-পুরুষ-শিশু, ব্যাগ, ঝুড়ি, পোটলা, মাল, মনুষ্য সবই জটলা করে গড়াচ্ছে ধূলোবালির গালিচায়। শিশুর চিৎকার, নারীর কান্না, বৃদ্ধের বিলাপ—বীভৎস কাণ্ড! থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে খেয়াল করতেই দেখি, বর্ডার নয়, বাসস্ট্যান্ড। এরা বাস্তুহারা স্ট্রেঞ্জার নয়, আটকে পড়া প্যাসেঞ্জার। কেউ হরতালের খোঁজ জানেই না, কেউবা জানলেও এই পুণ্যস্থান ছাড়া অন্যস্থানে অবস্থানের ট্যাঁকে আর সংস্থান নেই।

অন্নসংস্থান হাসিল করা ফরজ কাম। ইয়ানফ্সীর বাজারে নিজে বাঁচলে বাপের নাম। তাই অন্যদিকে নজর দেয়ার খাহেশখানা খাটো করে চমকে উঠে ছুটতে লাগলাম পুনরায়। কিন্তু ছুটতে চাইলেই নন্ স্টপেজ ছুটার মওকা কোথায়? চারদিকে বায়োস্কোপ। একক্সবিশ্যান। হিট ছবি। একদিকে জনাকয়েকের ফটকা মারার লুটপিট অন্যটিদিকে হাজার জনের ফিট লাগা হালত। কারো মামলা খারিজ, কারো চাকরি নট, রাস্তাই কারো হাসপাতাল, কারো বাচ্চার দুধ নেই, কারো নেই কোরামাইন, কারো আবার খড়িও নেই ঘরে, খুদও নেই আমার মতো। দেখবো কত পদে পদে। নোটিসে-বেনোটিসে হরদম হরতাল। ঘণ্টার বাহাসে কোনটা চব্বিশ, কোনটা আটচল্লিশ, কোনটা বাহাত্তর। তাল রাখে সাধ্য কার?

ডোমপাড়ায় পৌঁছেও চোখ আমার চড়কগাছ! বেচাকেনা খতম। হরতালের তাস এসে এখানেও ধপাধপ পড়তে শুরু করায় 'পিঠে তুই দাঁত ছাড়' বলে মালমাত্তা গুটিয়ে নিয়ে কেটে পড়েছে সবাই, জান নিয়ে ছুটে গেছে বালবাচ্চার মায়ের কাছে।

www.boighar.com

ধপ্ করে বসে পড়লাম ওখানেই। শরীর অবসন্ন, মাথায়-পেটে আগুন, সাত সাগরের তৃষ্ণায় কণ্ঠনালী কাঠ। হার্টফেলের সফেদ আলামত। কিন্তু রাখে আল্লাহ মারে কে? হঠাৎ করে মরুর মধ্যে মরুদ্যানের মতোই একটা টিস্টলের খোঁজ পেলাম চোরাগলির মোড়ে। ব্যাকডোরে যাতায়াত। হাফ কাপ এক টাকা।

BABD & Boighar

টাকা দিয়ে জান রাখা নির্বুদ্ধিতা নয়। ছুটে গেলাম স্টলে। ঢুকে দেখি, চাঁদের বাজার। হরতালবিদ্রুত আরো অনেক হতভাগাই। তাদের হার্ট মেরামত করে নিচ্ছে প্রাথমিক এই হাসপাতালে।

আমি বসে পড়লাম এক চেনালোকের পাশে। কিছুক্ষণ যাবত চা-পানির পরিচর্যায় বাড়িয়ে নিলাম প্রাণটার টেনিওর। এরপর শূন্য পেয়ালাটা টেবিলে রাখতেই পাশের লোকটি বললেন—'এ তো আর সয় নারে ভাই? কথায় কথায় হরতালে তো টেকা যায় না সংসারে।'

বললাম—কাকে কি বলি বলুন? গণতান্ত্রিক মেজার। আপত্তি করলেই তো বেজার হবেন বন্ধুরা।'

উষ্ণ হলেন ভদ্রলোক। রুক্ষকণ্ঠে বললেন—'ধুত্তোর গণতান্ত্রিক মেজার! গণতন্ত্র কি এতই এতিম যে, হরতাল ছাড়া আর তার টিকে থাকার সম্বল নেই?'

দুঃখের মধ্যে হাসি পেলো। ঈষৎ হেসে বললাম—'এর জবাব দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পিওরলী পলিটিক্যাল সায়েন্স। একমাত্র হ্যারোল্ড লাস্কীই পারতেন এর সঠিক জবাব দিতে। কিন্তু তাঁকে আর এখানে পাচ্ছি কোথায়?'

ঃ আপনার হাতের কাছেই উপস্থিত। বলুন, কিসের জবাব চাই?

বলতে বলতে এক ব্যক্তি স্টলের মধ্যে ঢুকলেন। পরনে তার তালি দেয়া প্যান্ট, গায়ে ইন্দুরকাটা কোট, মাথায় এক ছেঁড়াফাটা হ্যাট। বরণে তিনি আবলুস, তার আবরণে বিশ্বের আবর্জনা। আমি হা করে চেয়ে রইলাম বিস্ময়ে! হ্যারোল্ড লাস্কী না হলেও ইনি তাঁর প্রেতাত্মা না হয়েই পারেন না। মাটির তলে অনেক দিন চাপা পড়ে থাকলে বরণ আর আবরণ এই রকমই হয়।

পাশ ফিরে চাইতেই বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। দেখি আমার পাশের ভদ্রলোকটি পরম আগ্রহে বলছেন—'এই যে লাস্কী সাহেব এসেছেন! আচ্ছা বলুন তো, গণতন্ত্রের সৃষ্টিকর্তা হরতালটা কেন পাঠালেন বিশ্বে?'

লাস্কী সাহেব ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন—'যে কারণে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রফেটকে পাঠিয়েছেন, ঠিক সেই কারণেই। প্রফেটদের ডিউটি যেমন হিউম্যানিটিকে সেভ করা, হরতালের ডিউটিও তেমনি ডেমোক্র্যাসীকে সেফগার্ড করা। অন্য কথায়, টু ডু মোর গুড্ টু দিন পিউপল।'

ঃ গুড কোথায়? চারদিকে তো দেখছি কেবলই ব্যাড, কেবলই দুঃখ আর দুর্ভোগ।

ঃ অধিক দুঃখ এড়াতে কিছু অল্প দুঃখ ভোগ করতে হয় বৈকি? হরতালের মাধ্যমে গণস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ না করলে জনগণকে ঢের ঢের বেশি দুঃখ ভোগ করতে হয়।

ঃ তাই বলে কথায় কথায় হরতাল? নোটিসে. বিনানোটিসে, আংশিক, সামগ্রিক, দেশভিত্তিক, জেলাভিত্তিক, থানাভিত্তিক, যানবাহন, অফিস-আদালত, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক হরতাল ত্রিশ দিন লেগেই থাকবে?

BABD & Boighar

ঃ নো নো, তা থাকবে কেন? হরতাল একটা ওষুধ, দৈনন্দিন খাদ্য নয়।

ঃ ক্ষুদ্রাকারে, বৃহদাকারে তবে যে চলছে প্রায় দৈনিক-ই।

ঃ এটা তোমার দেশে চলে, অন্যদেশে নয়। আমার দেশে কালেভদ্রে এক-আধ বার হরতালের মেজার নেয়া হয়। স্বৈরাচারের উৎপাদন যেমন সব দেশেই আছে, তেমনি জনমত গড়ে তোলার মিডিয়াও আছে হাজারটা। শুধু হরতালই সব সময়ে সামনে আসবে কেন?

ঃ আমার দেশে কেন আসে?

ঃ ওটা জন্মঘটিত ব্যাপার।

ঃ জন্মঘটিত!

ঃ ইয়েস। গণতন্ত্রের গড্ গণতন্ত্রকে সেফগার্ড করার জন্যে একসঙ্গে অনেকগুলো হরতালের জার্ম, আইমিন বীজ বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে দেন। এক একটা জার্ম এক এক দেশে এক একজন রমণীর গর্ভে প্রবেশ করে এবং হরতালরূপে জন্মগ্রহণ করে। মাদাম তুসো, মাদামকুরী, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল মাফিক কল্যাণময়ী রমণীর উদরে যেসব হরতাল জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের কার্যকলাপ সবই কল্যাণমুখী, আচরণেও তারা শান্ত ও সংযত।

ঃ তাহলে আমার দেশে কার পেটে জন্ম নিয়েছে হরতাল?

লাক্কী সাহেব প্রত্যয়ের সাথে বললেন—'পেত্নীর পেটে।'

প্রশ্নকারী ফের প্রশ্ন করলেন—'পেত্নীর পেটে? কেন, মানুষের পেট পায়নি?'

ঃ কি করে পাবে? খেয়ে-দেয়ে তোমাদের তো কাজের মধ্যে কাজ শুধু একটাই, সন্তানের জন্ম দেয়া। তোমাদের দেশটা কি আর সাধেই ওভার পোপুলেটেড হয়েছে? হরতালের জার্ম যখন তোমাদের দেশে এলো, তখন সে দেখে, গর্ভধারণযোগ্য সকল রমণীর উদয়রই বুকড্। একটাও খালি নেই। খালির মধ্যে খালি আছে শুধু শেওড়াতলার এক পেত্নীর পেট। নিরুপায় হয়ে বেচারা জার্ম ঢুকে পড়লো সেখানেই। দশ মাস দশ দিন পরে হরতালরূপে বেরিয়ে এলো তোমাদের সমাজে। পেত্নীর পেটে জন্ম যার সে তো এমন উচ্ছৃঙ্খল হবেই।

হঠাৎ কি মনে হওয়ায় শশব্যাস্তে বেরিয়ে গেলেন লাক্কী সাহেব। আমি সবিস্ময়ে পাশের ভদ্রলোকটির মুখের দিকে চাইতেই তিনি বললেন—'হায়দর আলী লস্কর। এই পাড়াতেই বাড়ি। আগে অধ্যাপক ছিলেন পলিটিক্যাল সায়েন্সের। মেন্টাল হসপিটালের দেয়াল টপকানোর পর থেকেই হায়দর আলী লস্কর নিজেকে হ্যারোল্ড লাক্কী বলে জাহির করে বেড়াচ্ছে।'

মিনিট কয়েক পর আমি খেয়াল করে দেখি, আমি তখনও হা করেই আছি।

BABD & Boighar

বেশ বিন্যাস

গড়নটা আল্লাহর হাতে। বরণটাও তাঁরই দান। আয়-উপার্জন, জীবন-মরণ এসবেরও তিনিই একমাত্র নিয়ন্ত্রক। কিন্তু আবরণটা বিলকুলই ইনসানের এক্তিয়ারে। ব্যক্তিগত ব্যাপার বোধেই এখানে বোধ হয় হাত দেননি সৃষ্টিকর্তা। ধর্মীয় কিছু বিধান ছাড়া এখানে তিনি নীরব। অতএব, ড্রেস এ্যাজ ইউ লাইক। অর্থাৎ যেমন খুশি তেমন সাজো। www.boighar.com

গড়ন-বরণ গণমনিষ্যির নিয়ন্ত্রণের বাইরে বলে এসব নিয়ে কারো যেমন ফোঁড়নকাটা ঠিক নয়, তেমনি আবার আমরণ স্মরণ রাখার মতো যেসব উদ্ভট আবরণ চলতে-ফিরতে চোখে পড়ে হরওয়াজ, তার কিছু বিবরণ সভ্যতার চরণ মূলে পেশ করাও পাপ নয়। সভ্যতাকে জন্ম দেয় আগুন, তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে রুচি নামক গুণ। উলঙ্গ মানুষের অঙ্গ ঢাকার প্রসঙ্গ জোরদার করে রুচি আর সর্বাঙ্গ আচ্ছাদনের প্রশস্ত প্রক্রিয়া শেষ অবধি সাঙ্গো হয় মুচির কাছে পৌঁছে।

রুচি থেকে জন্ম নেয় লজ্জা। আর এই লজ্জা নিবারণের অনিবার্য তাগিদেই মূলতঃ সাজসজ্জার উদ্ভব। এর পরিমাণ নির্ধারণে অতঃপর শীতাতপের খানিকটা হস্তক্ষেপ থাকলেও সাজসজ্জার ধরন-গড়ন পুরোটাই রুচির উপর ন্যাস্ত। রুচির তাড়নাতেই সাজসজ্জা চলে আসে পাতা থেকে সূতায়, সূতা থেকে সিনথেটিকে। দেশভেদে ভেদ আছে রুচির। প্রতিদেশেই রুচির একটা রূপ আছে নিজস্ব। বাংলাদেশেও এর আছে এক একান্তই নিজস্ব ইমেজ। সৌম্যের ও মাধুর্যের প্রতিমূর্তিরূপে সে ইমেজ সমাহিত হয়ে আছে বাংলাদেশের মানুষের মেদ-মজ্জায়। কিন্তু ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশী সাজসজ্জা কালক্রমে যে লালিত্য অর্জন করে, তার অপমৃত্যু দেখে আজ লজ্জায় আর বাঁচি না। নিবারণের পরিবর্তে লজ্জাবৃদ্ধির জীবন-মরণ পণ নিয়ে এদেশের অত্যাধুনিক দোপেয়েরা আজ যেহারে রুচির নিকুচি করে চলেছে, তাতে আশরাফুল মখলুকাতের এই আজব চিড়িয়াকুল যে দেশবাসীকে অচিরেই সার্কাসের ক্লাউন বানিয়ে ছাড়বে এবং নিজের মুখের কাছী দিয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মুখ বীভৎস করে তুলবে, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

স্বাধীনভাবে চোখ মেলে চলাফেরা করবেন? পারবেন না। চোখ আপনার ফুটো হয়ে যাবে। বসন-ব্যাসন-ফ্যাশানের ফ্যান্টাস্টিক ফ্রি স্টাইল ট্যাটার মতো

BABD & Boighar

গুঁতো মারবে চোখে। পথ চলতে চোখ নামিয়ে না চললে সৃষ্টির সেরা জীবের ইতর মূর্তি দেখে নিজেই আপনি মুখ ঢাকবেন শরমে।

ঘর থেকে বেরিয়ে চোখ তুললেই দেখবেন আপনার চারপাশে পোশাক-আশাক–আবরণের আহামরি বাহার। ছেলেগুলো 'হিপ্পি' গ্রীক অর্থে 'ঘোড়া'। মেয়েগুলো 'হিপ্পে শব্দার্থ' 'জলহস্তি'। হিপোপোটেমাস। ব্যতিক্রমের সংখ্যা অতি নগণ্য। দেখবেন, এদের সাথে কিছু বুড়োরাও মা'শাআল্লাহ ঐ একই বিমারের বিমারী। প্রশ্ন করে ফায়দা নেই। কারণ এরাই নাকি প্রগতির ধারক বাহক। প্রগেসিভ জনগোষ্ঠী। প্রগতির পোস্টার এদের সারাঅঙ্গে ভাস্বর। নিজস্ব জাতিধর্ম, তাহজিব আর তমুদ্দুনের সাথে তামাম সম্পর্ক মুছে ফেলেছে প্রগতির এই পুত্রেরা। মুছে ফেলেছে পুত্রীরাও। দোপেয়ে জীব ছাড়া এদের আর নিজস্ব পরিচয় কিছু নেই।

এদের বেশের কথা বলবো কি? এদের সর্বাঙ্গ জরিপ করে দেখলে লা-জবাব হতে হয়। ব্যক্ত করার যোগ্য জবান খুঁজে পাওয়া যায় না। এই হিপ্পীদের অনেকেই ক্যাপ পরেন অকারণেই। ধর্মীয় বা জাতীয় ক্যাপ নয়, কামসকাটকার খোট্টা কাটিং ক্যাপ। এতে এদের মাথার কাটিং ক্যাট-কাঁকলাশ-ক্যাঙ্গারু যে কিসিমের হোক না কেন, তা নিয়ে পরোয়া নেই প্রগতির এই ব্রিলিয়ান্ট চ্যাপদের। ক্যাপগুলোর বাহারও বড় বাজখাঁই। খালুই মাকা, পলুই মার্কা, কোনটা আবার ঝাঁকাঝুড়ি-চাঙ্গারী মার্কা। ভিনদেশে কয়লাখনির কুলিরা এসব ক্যাপ পরে ময়লা থেকে মাথাটা মুক্ত রাখার জন্যে। এদেশের বাবু সাবরা এসব পরেন পারসোন্যালিটি পোক্ত করার জন্যে। এরচেয়ে সরষের তেলের ডিববার মধ্যে বারকয়েক ডাইভ দিলেই কি পাকা বাঁশের লাঠির মতো পোক্ত হয় না পারসোন্যালিটি।

এরপর দেখবেন মাথার চুল। তার ব্যাখ্যায় বসলেই কিন্তু ভুল করবেন আপনি। কুল-কিনারা না পেয়ে হয়তো মশ্‌গুল হয়ে লিখে ফেলবেন আর একখানা থাউজ্যান্ড এ্যান্ড ওয়ান নাইট। এদের চুল দেখলেই বোঝা যায়, স্বাধীনতার অনুভূতি এদের দীলে দেদীপ্যমান। পরাধীনতার ব্যথা এদের শূলসম বিঁধে। তাই প্রতিবেশীর স্বাধীনতার মূল উৎপাটন করলেও চুলগুলোকে ফুল লিবার্টি খোশহালেই দিয়েছে। 'ফি ছাবি লিল্লাহ' বলে ছেড়ে দিয়েছে চুলগুলোকে। যদেচ্ছা বেড়ে চলেছে চুল। চলুক তাতে আমার-আপনার কি? একটু দৃষ্টিকটু বইতো নয়? বরং এতে একটা রঙ্গ জমেছে জমজমাট। অনেকখানি সেফ হয়েছে মেয়েরা আর মারা পড়ছে ছেলেরা নিজেরাই। মেয়ে ভেবে পেছন থেকে টিজ কাটতে গিয়ে এক ছেলে থাপ্পড় খাচ্ছে অন্য ছেলের হাতে। 'বেশ' দেখে তো আজকাল আর মেয়ে-পুরুষ চেনার উপায় নেই। কেশটাই ছিল সর্বশেষ

BABD & Boighar

সাইনবোর্ড। ওটাও কমন হওয়ায় জমে উঠেছে নাটক। গড ফরবিড্স্, এরপর টেল্ তুলে আইডেন্টিফাই করতে হলেই কর্ম কারবার।

এদের গামলা মার্কা গগলস্ আর গামছা মার্কা গলার ফাঁস, আইমিন টাইটাকে এরা ছিনতাইকারীর ভাইবেরাদর বোধেই না হয় দেখেও দেখলেন না। কিন্তু জামাটা? এটা আপনার চোখ এড়াবে কি করে? জামাটা তো জামা নয়, যাত্রাদলের জংলীর ড্রেস। না, তারচেয়েও চটকদার। যেমনই রং-বর্ণ তেমনই হাজারটা কটনমিলের যৌথ প্রদর্শনী। যাত্রাদলেও ড্রেসের মধ্যে একটা আভিজাত্য আছে। রাজার ড্রেস, জংলীর ড্রেস আলাদা। কিন্তু এদের বেলায় সমাজতন্ত্র। একই অঙ্গে রাজা-জংলীর সমভাবে অবস্থান। বাইকালার-ট্রাইকালার নয়, পুরোদস্তর মাল্টিকালার জামা। পকেট-কলার, বুক-পিঠ আর হাতা-আস্তিন ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রখণ্ডে নির্মিত। এক দোকানের কাপড় দিয়ে এসব জামা হয় না। দরজির ঘর ঝাঁট দিয়ে হরেক রঙ্গের ছিট কাপড়ের ছাঁট নিয়ে এসব জামা তৈরি হয়। ছোট ছোট বাচ্চারা এসব রং-বেরঙের ছাঁট কুড়োয় পুতুল সাজাবার জন্যে। বাচ্চার বাবারাও যে এসব দিয়ে সঙ সাজবেন তা কি চিন্তার মধ্যে আনা যায়? অভাবী হলে কথা ছিল না, কিন্তু স্বভাবই যাদের এই তাদের নিয়ে কথা বলবে না কেটা বলুন? এর উপর আবার বুকে-পিঠে শেয়াল- কুত্তার ছবি এঁটে নিজের স্বভাব জানান দেয়ার মাহাত্ম্যটাও না খুঁজে কি পারবেন আপনি?

জামার নিচে ফুলপ্যান্টের কায়দার কথা বলে অবশ্য ফায়দা নেই, কারণ এখানে ওরা নিরুপায়। পুরুষত্বের পোট্লা স্পষ্ট হয়ে না উঠলে এবং পরস্পর পরস্পরকে তা জাহির করে না দেখালে ওরা পুরুষ না মেয়ে অন্যেরা তা বুঝতে পারবে কেমন করে? প্যান্ট যে এখন প্রগতির মেয়ে-পুরুষের কমন ড্রেস। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, অন্যেরা দেখে দেখুক, কিন্তু বাপ-মা তো জানেন, সন্তান তাদের ছেলে না মেয়ে? তবু ছেলের পৌরষের পুরুষ্টু চিহ্ন সবেরা শাম নজরে না পড়লে কি মা-বাপের চিত্তপূর্তি হয় না, না চিত্ত পুরে না প্রগ্রেসিভ্ পোলাদের? দশের সামনে নেংটি পরে কিংবা বিলকুল দিগম্বর হয়ে নারী-পুরুষ একসাথে সমুদ্রতটে গড়াতে রুচিতে যাদের বাঁধে না, সেই ভিনদেশী রুচি এনে দেশী রুচি মিসমার করার সোল এজেন্সি কে দিয়েকে এদের?

এরপরও কারো কারো প্ল্যাটফরম সাইজ জুতোর বিল্ডিং সাইজ হিল দেখলে বুকে-পিঠে খিল ধরে হাসতে হাসতে। ওটা পায়ে দিয়ে খাল-বিল পার হওয়া যায় অনায়াসে। অতীতে দূরের কিছু দেখার জন্যে গাছে চড়তো মানুষ। গাছের গোটা গুঁড়িটাই এখন জুতার নিচে জুড়ে নিয়েছে এরা। ওটার উপর সওয়ার হয়ে এরা এখন পাবনা থেকে পাহাড় দেখে পঞ্চগড়ের উপর দিয়ে।

এই তো গেল মর্দানার হাল। অসূর্যস্পশ্যা পর্দানশীন জেনানারাও প্রগতির পরশে কম যান না প্রতিযোগিতায়। সূঁচের মতো হিল্ পরে যখন মোজাইক করা

BABD & Boighar

মেঝের উপর খটাখট্ কুঁদে বেড়ান তাঁরা, তখন চশমা মুছে দেখতে হয়, সত্যিই এরা বঙ্গবালা নাকি কোন ফ্রাংকো জার্মান, ইঙ্গ-মার্কিন বিমানবালা? সঙ্গে সঙ্গেই চোখের পানি মুছে ফের বলতে হয়—'হে বঙ্গজননী, বিলকুলই কি বিলাতি মাল বানাইলা মা, দেশীয় স্পেসিমেন একটাও কি রাখোনি?" www.boighar.com

রমণীরা বাইরে আসবে আসুক, নিষ্ক্রিয় হয়ে ঘরের কোণে না থেকে বাইরে এসে সক্রিয় হয়ে কাজ করবে করুক। তলোয়ার হাতে রণাঙ্গনে নামলেও তাদের আমি তারিফই করবো শ্রদ্ধাভরে, বদনামী কিছু করবো না। কিন্তু পর্দা-আব্রু-স্বকীয়তা তামামই ছেড়ে দিয়ে ফ্রিস্টাইল সাঁতার কাটবে মর্দানার সমুদ্রে তবু কি বলবো আমি, কাটুক। বব্‌কাটিং চুল আর বেলবটমের বাহারে বয়ফ্রেন্ড বগলে চেপে এরা যখন চাটুম চুটুম পদক্ষেপে চাইনিজ খেতে যায়, পর্দার প্রশ্ন পড়ে মরুক, তখন কে বলবে এদের মা-বাপ বাংলাদেশী? বা সে পরিচয়ে পরিচিত হতে আদৌ এরা আগ্রহী? এদের কাছে এসবই নাকি এ্যারিস্টোক্র্যাসী। কে এদের বোঝাবে। এরিস্টোক্র্যাসীর অভিব্যক্তি বার-ব্যালে, বেলবটস আর চাইনীজ দিয়ে হয় না? সেজন্যে প্রয়োজন মার্জিত রুচি, সৎ সংযত আচরণ, নির্মল ব্যক্তিত্ব আর নির্ভেজাল স্বকীয়তা।

যারা বেলবটম ধরেননি, শাড়ি পরে চলেন, তাদের নিয়ে আর এক ফ্যাসাদ। সে শাড়িগুলোতে সূতা এত অপ্রতুল যে, মাকড়সার জালও তার কাছে নাবালক। তা হোক, তবু যদি সে শাড়িটা এঁরা সারাঅঙ্গ ঢেকেঢুকে পরতেন, তবু কথা ছিল। কিন্তু এঁরা সেটুকুও করেন না। নাভীর নিচে শাড়ি পরে ইঞ্চিখানিক ব্লাউজিং দ্বারা অসংযত পীনস্থল গোপন করার ক্ষীণ একটা মহড়া দিয়ে গোটা পেটটাই উন্মুক্ত রাখেন সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য। অতীতের সৌন্দর্যচর্চার তামাম প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে আধুনিক রমণীকুল নিছক পেট দেখানোর মধ্যেই সৌন্দর্যকে সীমাবদ্ধ করেছেন। এই পেট প্রক্রিয়ার নিগূঢ় অর্থ প্রণিধান করার প্রয়াস পেলেই লজ্জায় মাথামুণ্ডু হেঁট্ হয়ে আসে।

আরো যা করুণ তাহলো, শস্য শ্যামল বাংলাদেশের শ্যাম সুন্দর অঙ্গে কেউ কেউ থাবা থাবা এলামাটি লেপন করে মেম সাজার নামে যে মূর্তি ধারণ করে তার উপমা একমাত্র নিষিদ্ধ এলাকা ছাড়া খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। শুধু তরুণীদের ব্যাপার হলেও কিছুটা গায়ে সয়। কিন্তু বিগত যৌবনা বৃদ্ধারাও যখন আলকাতরা মার্কা মুখের উপর বালতিখানেক আলতা ঢেলে আগুনে পোড়া ঘায়ের মতো মুখশ্রী বানিয়ে মেদবহুল পেটখানার পাবলিসিটিসহ 'সখী আমায় ধরো ধরো' ভঙ্গিতে পাব্‌লিক্‌লী ঢলে ঢলে পড়ে, তখন কোন রুচিবানের অন্তরাত্মা ডাক ছেড়ে না বলবে— 'হে আল্লাহ, শিগগির আমায় তুলে নাও, স্নায়ুর উপর এত চাপ আর সহ্য করতে পারছিনে!'

সভ্যতা এক জায়গায় থাকবে না, এগিয়ে যাবে—এটা ঠিক। কিন্তু এগিয়ে ভাগাড়ে যাবে, তবু এটা ঠিক? বলুন ঠিক এটা?

BABD & Boighar

শেষ জামানার সিয়াম

'পবিত্র রমজান মাস সিয়াম বা সংযমের মাস। সিয়াম ইসলামের পবিত্র বিধান। প্রতিটি মুসলমানের জন্যে এ মাসে সিয়াম পালন করা ফরজ।'

মাইকের মুখে মস্‌লা দিলেন মৌলভী সাহেব। ম্যাজিকের মতো পাল্টে গেল মৎ-গৃহের পরিবেশ। কিঞ্চিৎ মার্জনা ভিক্ষে করে পরিবারের সজ্জনেরা ইষ্ট অর্জনের মহতি উদ্দেশ্যে হৃষ্টচিত্তে বর্জন করলেন গতানুগতিক আচরণ। স্ব স্ব সুবিধেমতো সংযমের ক্ষেত্র নির্ণয় করে নিয়ে সাড়ম্বরে লিপ্ত হলেন সিয়ামের সাধনায়।

আমার হাল আমলের নওকর বিপুল উদর আতর আলী ভাতের হাঁড়ি ফতুর করে এসে কাতরকণ্ঠে জানালো, সে আর গতর খাটাতে রাজি নয়। এ মাস সংযমের মাস। পাথর ভাংতে বললেও পরের মাসে আপত্তি নেই। সংযম পালনের পবিত্র প্রয়াসে এ মাসে সে শরীরটাকে আজাব দিতে নারাজ। এক কথায়, খায়খাটুনী খাটো করে পরকালের পিটুনী থেকে পিঠ বাঁচাতে চায় সে।

কন্যারত্ন সযত্নে বই-পুস্তক বাক্সবন্দী করে এসে বিনীত কণ্ঠে বললো, অধ্যয়নে তার আপাততঃ ইস্তফা। নীরব পঠনে সে অনভ্যস্ত। সরবে পড়তে গেলে বকতে হয় বিস্তর। অতিরিক্ত বাক্যালাপে মুখের সিয়াম নষ্ট হয়। এ পাপ সে করবে না।

সবেধন পুত্রধন বন বন করে হকিস্টিক ঘুরিয়ে হন হন করে হাঁটা দিলো বাইরে। মন-প্রাণ ঢেলে সে সংযমী হতে চায়। ঘরে থাকলে বোনের সাথে রণ বাঁধে অনুক্ষণ। তাই সিয়ামের প্র্যাকটিস্ করতে পুত্রধন পথে নামলো হকিস্টিক হাতে নিয়ে।

পুত্র-কন্যা, ঝি-চাকরের উদ্দেশ্যে বোমাবর্ষণ করছিলেন আমার বর্ষীয়সী বেগম। যৌবন তার তিরোহিত হয়েছে বত্রিশ বছর আগেই। বিশেষ কারণে তাকে একটু স্মরণ করতেই উনি সরোষে জানালেন, এই একমাস তিনি আমার ধারে-কাছেও আসবেন না। কারণ পতিদর্শনে তার মন-মতির সিয়াম চুল পরিমাণ হলেও ক্ষুণ্ন হতে পারে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক, এই পঞ্চইন্দ্রিয় এবং কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য এই ষড়রিপু দমনের এক দুর্নিবার ব্রত নিয়েছেন উনি। পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে প্রাণান্ত হলেও উনি হাত বাড়িয়ে আমাকে তুলে বসাতে পারবেন না। স্পর্শে তো বটেই, চোখে চোখ

BanglaBook.org

পড়লেও সিয়াম তাঁর মকরুহ হবে কি না, সঠিক মসলা কোথায় পাবেন তিনি? সারকথা, এ মাসে তার ছুটি চাই।

'দারা-পুত্র-পরিবার, তুমি কার, কে তোমার' বলে নিষেধ সত্ত্বেও ক্রন্দনের উদ্রেক হচ্ছিল। এই সময় কাজের মেয়ে নেড়ির মাকে সামনে আসতে দেখেই আমি হাতজোড় করে দাঁড়ালাম। অন্ততঃ বাড়ির যদি একজনও ব্রতমুক্ত না থাকেন, তাহলে যে আমাকে সংসার ছেড়ে দেশান্তরী হতে হয়। মেরীমাতা নেড়িমাতার কল্যাণ করুন। সিয়ামের কোনো উনি বাহানা উপস্থাপন করলেন না। তার বদলে সামনে দিলেন বাজারের এক দীর্ঘকায় ফর্দ। নজর দিয়েই দেখলাম, সিয়ামের বালাই নেই ফর্দে। সঙ্গে সঙ্গে হাত দিলাম পকেটে। হাত দিয়েই বুঝলাম, সিয়াম সেখানে সগৌরবে বিদ্যমান। পেটে পিঠে ঠেকে আছে পকেটটা। অর্ধাঙ্গিনীর ইস্তেহার। বিস্তর চিন্তা-ভাবনা করে দেখলাম, নিস্তারের পথ নেই। যেতেই হবে বাজারে। 'কাট ইওর কোট একোডিং টু ইওর ক্লথ, আই মিন, কাট ইওর ফর্দ একোডিং টু ইওর পকেট'— এইমন্ত্র এস্তেমাল করতে করতে খাড়া হলেম থলে হাতে।

আতর আলী গতর খাটানোর ভয়ে ঘরের ভেতর বসে বসে সূতোর কাজ করছিলো। দীলে তার কিঞ্চিত বোধ হয় দয়ার পরশ লাগলো। সে বেরিয়ে এসে হাতে নিলো থলেটা।

বাড়ি থেকে বাজারটা অনেকখানি দূরে। একটা রিকসা ধরে ভাড়ার কথা বলতেই রিকসাওয়ালা ব্যস্তকণ্ঠে বললো— 'দরাদরি করবো না স্যার। একভাড়া ছয় টাকা।'

চমকে উঠে বললাম— 'সে কি! বরাবর তো তিন টাকায় যাচ্চি-আসছি।'

জবাবে সে সংগে সংগে বললো— 'হ্যাঁ, আবারও তাই যাবেন-আসবেন। কিন্তু এখন নয়। আমি তো মোটে ছয় টাকা চাইলাম। অন্যের দেখবেন, সাত-আট টাকাও চাইবে।'

ঃ কেন, অত চাইবেন কেন?

ঃ আরে! আপনি কোন দ্যাশের লোক স্যার? রমজান এসে গেছে না? এখন যদি দুই পয়সা না কামাই, তবে কামাবো কখন?

রিকসাকে সালাম দিয়ে চরণে সওয়ার হলাম। দূর থেকেই দুরমার একটা আওয়াজ ভেসে আসছিল। বাজারে পৌঁছে দেখি প্রচণ্ড প্রলয়। এক্‌জিবিশান, বারোয়ারী বা গরুর হাটও নয়। শহরের এ অঞ্চলটা এখন একটা 'ওয়াটার-লু' বা জংগে কারবালার ধূলাচ্ছন্ন প্রান্তর। ক্রেতা-বিক্রেতা, বাহন-বাহক-দালাল-ফোড়েল মিলে তুলকালাম লড়াই জুড়ে দিয়েছে।

BABD & Boighar

ঠেলাঠেলি আর ধাক্কাধাক্কির চোটে চ্যাপ্টা হতে হতে মস্তবড় এক দোকানের কাছে এলাম। কিন্তু দোকানের সামনে চীনের প্রাচীর। ইট-পাথরের নয়, মানুষের। ওটা ভেদ করে দোকানের কাছে ভিড়ে কে? কুওৎ আর তাকতের প্রতিযোগিতায় প্রাচীরটি মহাপসাগরের ঊর্মিবৎ দুলছে আর ফুলছে। মাওলার নাম স্মরণ করে সাহস সঞ্চয় করলাম। অতঃপর ইনজেক্‌শনের সূঁচের মতো তাক করে মাথাটা ক্যাঁক করে ঢুকিয়ে দিলাম প্রাচীরের অভ্যন্তরে। পাঁচজনের বগলের তল দিয়ে মাথাটা আমার প্রাচীরের ওপারে কিঞ্চিৎ বেরিয়ে এলো। দেখলাম, দোকানটা বিশাল। মালপত্র প্রচুর। দোকানীটি পলিতকেশ। কপালে কড়া, মাথায় টুপি, হাতে তসবিহ। বোঝা গেল রোজাদারও বটেন। হাতে উনি তসবিহ টিপছেন অবিরাম আর ক্রেতার টাপে প্রাণান্তর কর্মচারীদের প্রাণপাতে দ্বিধা দেখে মুখে উনি গাল পাড়ছেন অনর্গল। ভাষা অশ্রাব্য। www.boighar.com

এখানে কল্‌কে পাওয়ার আশা নেহাতই কম দেখে সুড়ুৎ করে টেনে নিলাম মাথাটা। এরপর জনস্রোত সাঁতরিয়ে দূরে এসে পৌঁছলাম এক আলু-বেগুনের দোকানে। বেগুনগুলো পোকাকাটা, আলুগুলো কালচে। দোকানদার একা মানুষ। মাল বেচায় মহাব্যস্ত। বারকয়েক দর জিজ্ঞাসা করার পর একবার উনি সংক্ষেপে জবাব দিলেন, দশ টাকা কেজি।

শুনেই একজন আঁতকে উঠে বললেন— 'হ্যাঁ জ্বি, কি কহিছেন? পোকাবেগুন দছটাকা? এই ছেদিনও তো চার টাকা দরে কেহু হামরা ঠুকিনি?'

কাজের মাঝেই দোকানদার তিরিক্কে কণ্ঠে বললেন— 'সেদিন এদিন সমান? এটা রোজার মাস নয়?'

আমি বললাম— 'সেই জন্যেই তো কম নেবে দাম। পুণ্যের মাস এটা।'

এবার হাতের কাজ রেখে উনি আমার দিকে চেয়ে বিরক্তির সাথে বললেন— 'আপনি আবার কোন্ আসমান থেকে নেমে এলেন মিয়া? এই সময় কেউ কম নেয় জিনিসের দাম? এই একটা মাসের উপরই হলো সারা বছরের ব্যবসা।'

ঃ কিন্তু এটা তো সিয়ামের মাস? মানে, সংযমের মাস?

মুখ বাঁকা করে নিজের কাজে মন দিলেন দোকানদার। কাজের মাঝেই বললেন— 'আরে রাখেন আপনার সিয়াম। পোষায় বেগুন নেন, না পোষায় কেটে পড়েন। রোজা থেকে বেশি বকবক করতে পারবো না। রোজাদারের অধিক কথা বলা নিষেধ তা জানেন না?'

বললাম— 'কিন্তু অধিক দাম নেয়াটা...?'

কথা শেষ করতে না দিয়ে উনি সক্রোধে বললেন— 'আহ! ওসব কেতাবী কথা কে শুনতে চায়? যান যান। কামাইয়ের মাসে কামাই না করে কি বউ-বাচ্চা বর্গা দেবো?'

BABD & Boighar

আরো অনেক দোকানপাট ঘুরলাম। সর্বত্রই জিনিসের দাম আগুন। রমজানের আগের চেয়ে দেড়-দুইগুণ বেশি। মাছ-গোশতের দোকানের কাছে ভিড়তেই পারলাম না। মণি-মুক্তার চেয়ে ওসব মহামূল্যবান এখন! এখন মাছ-গোশতওয়ালারা কেউ বড় লাট, কেউ ছোট লাট। মেজাজ বেজায় টং। ক্ষুদে ক্রেতার পক্ষে এখন তাদের সাথে কথা বলাও এক ঝকমারী। তাচ্ছিল্যের সাথে হয়তো এমন কথাই বলবে যা বল্লমের মতো বিঁধে যাবে কলজেয়। অথচ এদেরও অনেকেই রোজাদার।

ধাক্কা খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক মোড়ে এসে দেখি, পাড়ার ছেলে বেদারউদ্দীন বুলেট কলাদলা, ফলমূল আর ইফতারীর মস্ত এক দোকান ফেঁদে বসে আছে। বুলেট মিয়া বাউণ্ডেলে। মস্ত এক মস্তান। তাকে আজ এই দোকানদারী করতে দেখে জিজ্ঞেস্ করলাম— 'আরে বুলেট মিয়া, তুমি আবার দোকান করলে কবে?'

সে হাসতে হাসতে বললো— 'এই রমজান মাসের পয়লা তারিখ থেকে চাচা। বছরে এই মাসটাতেই দোকানদারী করি।'

বললাম— 'এই মাসটাতেই?'

পুনরায় সে হাসতে হাসতে জবাব দিলো— 'হ্যাঁ। এই মাসটাই তো পয়সা খিঁচার মাস। এই একমাসে লুটেপুটে যা কামাই, আপনাদের দোয়ায় তা দিয়েই কয়েকমাস বেশ মৌজ করে কাটাতে পারি।'

চমৎকৃত হলাম। ভেবে দেখলাম মিথ্যা বলেনি বেদার উদ্দীন বুলেট। সবাই তো লুটতরাজে লিপ্ত। নামকাওয়াস্তে একটা কিছু হাতে দিয়ে পকেটের সব পয়সা ঢেলে ঝেড়ে বের করে নিতে ব্যতিব্যস্ত সকলেই। সিয়ামের নামে এই মাসটাকে নিয়ে আমাদের মতো এমন মশকরা অন্য কোনো দেশের লোক করে কি না, এটা জানার বড় খাহেশ হলো।

এক বন্ধুকে সামনে পেয়ে বললাম— 'আরে ভাই, সংযমের মাস এটা। কিন্তু বাজারে তো সংযমের কোনো চিহ্ন কোথাও দেখছিনে?'

বন্ধুটি টিপপনী কেটে বললেন— 'কে বললে সংযমের মাস এটা? এটা হলো সংযমী হওয়ার প্রস্তুতির মাস। আপনার ট্যাকে-গ্যাঁটে যা আছে তা সবাই মিলে এই মাসে এমনভাবে চুষে নেবে যে, এই একমাসের ধকল সামাল দিতে বাদ বাকি এগার মাস সংযমী হতে বাধ্য হবেন আপনি।'

বললাম— 'ঠিকই, জিনিসপত্রের দাম যেহারে বাড়িয়ে দিয়েছে...।'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উনি ফের বললেন—'জিনিসপত্রের দাম মানে? লোভ বলুন, লোভ। রমজান আসার সাথে সাথে মানুষের লোভ-লালসার

BABD & Boighar

একেবারে পাখা গজিয়ে গেছে। যা কিছুর কাছেই আপনি যাবেন, বলবে রমজানের মাস, বেশি লাগবে। কেন বেশি লাগবে, তার অন্যকোন যুক্তি নেই। যুক্তি ঐ একটাই, এটা রমজান মাস! শুনুন কথা!'

কার কথাইবা শুনি আর দোষইবা দেই কাকে? পাশেই দেখি আমার এক প্রতিবেশী বাজার করে বাড়ি যাচ্ছেন। তাঁর দুই হাতে দুই ব্যাগ আর তার চাকরের ঘাড়ের উপর মস্তবড় এক বস্তা। তামামগুলো বাজার ভর্তি। মাছ-গোশত, দই-মিষ্টি, ফলমূল, তরিতরকারী মানে একটা গোটা মাসের বাজার।

জিজ্ঞেস করলাম— 'কি ভাই, এত বাজার! বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান নাকি?'

ভদ্রলোক হেসে বললেন— 'আরে কিযে বলেন? অনুষ্ঠান আবার কিসের? সিয়ামের মাস এটা। রোজাটা রাখতেই হয়। রাতে দুটো ভালমন্দ না খেলে এতবড় দিনটা ক্যামনে কাটে বলুন? তাছাড়া ভাল করে ইফতারী করাটাও একটা সওয়াবের কাজ। এর ফজিলত অনেক।'

দেখলাম, শুধু এই প্রতিবেশীই নন, সঙ্গতিপূর্ণ প্রায় সকল মুসলমান ভাইয়েরাই এই বাড়তি সওয়াবের উদ্দেশ্যে আর রাতে দুটো ভালমন্দ খাওয়ার অজুহাতে এগার মাসে যা বাজার খরচ হয় তাঁদের প্রায় তার অর্ধেকটা খরচ এই একমাসে করতে কেউ কুণ্ঠাবোধ করছেন না। দামের পরয়া না করে জিনিস পেলেই তা কাড়াকাড়ি করে ব্যাগভর্তি করার জেহাদে সর্বত্র সব ক্রেতারাই মহাব্যস্ত। দাঁত বুঝে ঘা মারছে দোকানীরাও। দোষটা দেই কাকে?

ভাব দেখে মনে হলো, এদেশে গরীব মানুষ বলে আর কেউ কোথাও নেই। থাকলে এই আমার মতো বদনসীব যা দু'চারজন আছে। ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে ভাবতে লাগলাম, এরই নাম সিয়াম! এই একমাসে আমার অধিকাংশ বেরাদারানে ইসলাম যত অর্থ ব্যয় আর যে পরিমাণ খানাপিনা গ্রহণ করেন, বোধ করি অন্যমাসে তার সিকিটাও করেন না।

অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে অল্প-স্বল্প যা-ই পারলাম কোনোমতে কিনেকেটে আতর আলীকে বললাম— 'চলো ব্রাদার, এই তুফান থেকে যত শিগগির সরে পড়া যায়, ততই কল্যাণ।'

বাজার থেকে বাড়ি যাচ্ছি। রাস্তার পাশে ভয়ানক এক হৈচৈ শুনে চেয়ে দেখি তরুণদের তো কথাই নেই, কিছু মুরুব্বী কিসিমের লোকও কি না কি এক ব্যাপার নিয়ে অন্য একদল লোকের সাথে রীতিমতো হাতাহাতি শুরু করার উপক্রম করছেন।

ভিড়ের মধ্যে কে একজন বলে উঠলো—'হবে না? রোজা রেখে সবারই এখন মন-মেজাজ তিরিক্কে। বেসামাল কথা বললে ছেড়ে দেয় কেউ কাউকে?'

BABD & Boighar

অর্থাৎ কাম-ক্রোধ-লাভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য এই ষড়রিপুর তাড়না পূর্বে যা ছিল তারচেয়ে অনেক বেশি বেড়ে গেছে, তিরিক্কে হয়ে উঠেছে। সিয়ামের প্রভাবে শান্ত হয়নি, পোষ মানেনি।

যাচ্ছি আর দেখছি, মস্তান-পালক দুই পাড়ার মধ্যে লাঠালাঠির আনযাম, রাজনৈতিক সোনামণিদের ধাওয়াধায়ীর সংগ্রাম, দুই মকানের দুই মহিলার গগনভেদী বাকযুদ্ধ এবং হেথাহোথা গিন্নীর পিঠে গাট্টা মারার গর্জন। এর সাথে বিদ্যমান শহরজুড়ে সর্বত্রই মাইকের মাস্তানপনা। এন্তার চিৎকার। ডাইনে চিৎকার—'সুখবর-সুখবর!' বামে চিৎকার-'যোগদিন যোগদিন!' সামনে হুংকার—'বৃথা যেতে দেবো না!' পেছন দিকে সিয়ামের দীল পাংচার করা ঝংকার—'ছাইয়া দীল্‌মে আনারে/আঁখি ফিরনা যানা রে, ছম্ ছমাছম ছম...।' এর সাথে বুলন্দ কণ্ঠে ঘোষণা—'শাবানা, উজ্জল, জাম্বু, জছিম, টেলিসামাদ, ববিতা ও বীরঙ্গনা অলিভিয়া। আসুন-দেখুন ...!'

দেখবো কত? হাসাহাসি, ঢলাঢলি, রং-তামাসা, নারী-পুরুষের মিশ্রস্রোত তাবৎ পথ দেখছি আর যাচ্ছি। রমজান মাস বলে বিভিন্ন সৌখিন ও শপিং স্টোরে শপিং করার নামে নারী-পুরুষের রংবাজী কমেনি বরং বেড়েছে। রোজা-ঈদে ভিন জাতির ভিড় জমে না কেনাকাটায়। এঁরা প্রায় সকলে আমারই কওমী ব্রাদার, কওমী সিস্টার। ঈদ নিয়েও এদেরই মাতামাতি সর্বাধিক। না বললে গুনাহ্ হবে, এদের আবার কেউ কেউ রোজাদারও। এক কথায়, রোজাদার কমবেশি প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান। কিন্তু সিয়ামের আকালটা সর্বত্রই প্রকট।

চোখের জ্বালা না বাড়িয়ে চোখ নামিয়ে এগুতেই দেখি আমার চোখের সামনে কলিমুদ্দীন। কাঙ্গালের অধিক কাঙ্গাল এক সম্বলহীন ব্যক্তি। আমার পাড়ার এক বাসিন্দা। থুবড়ে পড়া চালাঘরে বউবাচ্চা নিয়ে কলিমুদ্দীনের বাস। দিনমজুরীই একমাত্র তার পেশা। একখান হাত ভাঙ্গা বলে সবদিন তার কাজকামও জোটে না। যেদিন জোটে সেদিন খায়। না জুটলে সপরিবারে উপবাস। মজুরী যা পায় তাই দিয়েই চাল-ডাল, তরি-তরকারী সব কিছুই কিনতে হয় তাকে। এ যাবত তাই দিয়েই সে সবকিছুই কিছুকিঞ্চিৎ কিনছিলো। রমজান এসেই কেড়ে নিয়েছে তার সামর্থ্য। সে কাজ পায়নি আজ। গতকালের মজুরী নিয়ে বাজার করতে এসেছিল। জিনিসের দাম গগনচুম্বি হওয়ায় অন্য কিছুই কিনতে পারেনি সে। এক বেলার চাল, এক ঠোংগা লবণ আর একমুঠো ডাঁটার পাতা কিনতেই তার ফুরিয়ে গেছে সব পয়সা। ব্যাগ হাতে টলতে টলতে ফিরে যাচ্ছে বাড়িতে।

মায়া হলো। বাড়ির গেটে পৌঁছেই ব্যাগ থেকে কিছু তরিতরকারী, পেঁয়াজ-মরিচ তুলে নিয়ে আতর আলীর গামছায় দিয়ে বললাম—'একটু দাঁড়া এখানে। আমি ব্যাগটা বাড়ির মধ্যে রেখেই আসছি।'

BABD & Boighar

ব্যাগহাতে বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই বালবাচ্চারা ভালমন্দ কিছু পাওয়ার আশায় কলরবে ছুটে এলো। ব্যাগের উদর ক্ষীণ দেখে দূর থেকেই ঝামটা মেরে সরে গেলেন আমার মেদবহুল অর্ধাঙ্গিনী। নেড়ির আম্মা ব্যাগটা খানিক নাড়াচাড়া করে ঠোঁট উল্টিয়ে বললো—'ওম্মা! এইটুকুন বাজার দিয়ে এ রাত আর সেহেরী কেমন করে চলবে-গা?'

আমি কোনোদিকে কর্ণপাত না করে বেরিয়ে এলাম তৎক্ষণাৎ। আতর আলীর হাত থেকে গামছার পোটলাটা একটানে কেড়ে নিয়ে দ্রুত পদে হাজির হলাম কলিমুদ্দীনের মকানে।

কলিমুদ্দীন মকানে এসে সবেমাত্র পৌঁছলো তখন। অনাহারক্লিষ্ট বউটা তার এগিয়ে এসে ব্যাগটা নিয়ে নীরবে রান্নাঘরে ঢুকলো। তার ক্ষুধার্ত সন্তানেরা বারান্দায় বসেছিল বাজার থেকে চাল আসার এন্তেজারে। চালের ব্যাগ দেখে কিঞ্চিৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো বালবাচ্চার মুখমণ্ডল। কিন্তু যেমন ছিল তেমনিভাবেই বসে রইলো তারা। ভালমন্দ পাবার আশায় হৈহৈ করে ছুটে কেউ এলো না। ঢনঢনে ব্যাগ দেখে বউটা তার ঝামটা মেরে উঠলো না। এক বেলার চাল দিয়ে এত লোকের দুই দুইটি দিন কেমন করে চলবে—এ মন্তব্যও কেউ কোথাও করলো না। হাড্ডিসার স্বামী-স্ত্রী, কংকালসার বালবাচ্চা। সকলেরই চোখ দু'টি কোটরাগত, পেট-পিঠ একাকার, বাকযন্ত্র নির্জীব। সংযমের নির্মম পেষণে এদের চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহবা-ত্বক সব কিছুই মুর্ছাহত।

কলিমুদ্দীনের দেউটিতে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে অস্ফুটকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলাম— 'হায়রে শেষ জামানার সিয়াম! এ মাসেও অন্য কোথাও ঠাঁই খুঁজে পেলিনে? হররোজ যার রোজা, তার ঘাড়েই ভর করলে পবিত্র এ মাসেও?'

BABD & Boighar

দিল্লাগী

বাংলা নামের বঙ্গদেশে রাজনীতির অঙ্গনে এত রঙ্গ আছে যে, তা এক মুখে বয়ান করে সাঙ্গো করার সাধ্য নেই। বিশ্বাস-আদি ভঙ্গ করে, পরস্পর জঙ্গো করে, তেড়ে-ধেয়ে উলঙ্গ করে, সাঙ্গোপাঙ্গো সহকারে মাঠ-ময়দান চাঙ্গা করে তোলাটা সেরেফ হাজার রঙ্গের একটি রঙ্গ মাত্র। অসংখ্য নাফরমানী আর বিবেক-ঈমান কুরবানীর এই করতালীময় উৎসবে মহৎ বাণী আউড়ানোর রেওয়াজ আছে যেমন, আছে তেমনি তোয়াজ আর তসরুফের রকমারী কায়দা ও স্বদলীয় সজ্জনকে ল্যাং মারার ওপেন সিক্রেট ম্যান্ডেট। ফায়দা লোটার ধূলায় আঁধার পরিবেশে কার গীত কার কাছে যে কে কখন গায়, কার জালে যে কে কখন নিজে নিজেই জড়ায়— এর যেমন তাল-মান কিছুই নেই, নেই তেমনি এ বাণিজ্যে হায়া-লজ্জার বালাই। বলতে আমার লজ্জা নেই, মালাই খাওয়ার জাররা আর ধোলাই হওয়ার জব্বর সম্ভাবনার এই খেলায় হাল আমলে আমিও এসে যোগ দিয়েছি হাউসে বা বাতিকে এবং পালাই পালাই না করে হাল ধরে টিকে থাকার কোশেশ করছি সাধ্যে কুলোয় যদ্দিন। 'ভিক্ষে চাইনে, কুত্তা সামলা'— এই ধরনের চরম দশা হলে আপন দীলই বলে দেবে আমার কি করণীয়।

দলের সাথে সারাবেলা সমানে গেঁজিয়ে বাসে চড়ে বাইরে যাচ্ছি জরুরী এক কাজে। পথের মাঝে বাস স্ট্যান্ড। প্রচণ্ড ঝাঁঝের পর মৃদুমন্দ মলয়। নানা সাজে নানাভাঁজে নানাজনের যাতায়াত জানালা দিয়ে দেখছি আর পেছনের আসনের কিছু আধোলাজে কথার্বাতা কানপেতে শুনছি। অকস্মাৎ রসভঙ্গ। এরই মাঝে মশলামুখে পাশে এসে বসলো এক স্বদলীয় লোক, স্বল্পজানা ব্যক্তি। আমার উপর চোখ পড়তেই তার সর্বপ্রথম উক্তি হলো—'একেই বলে এ পৃথিবী ডাব্বার মতো গোলাকার। দীলের টান তাজা থাকলে ঘুরতে ফিরতে দলের লোক সর্বত্রই পাওয়া যায়, না কি বলেন ব্রাদার? সরি, দলীয় ভাই?'

নিতান্তই নবীন এই ইনসানের এহেন বাক্যালাপে আমার মতো পঞ্চাশোত্তর প্রবীণের হোঁচট খাওয়ার কথা। তা খেলাম না। কারণ বাপবেটা একসাথে একনেতাকে 'ভাই' বলার রীতি রাজনীতির অন্যতম স্থিতিশীল প্র্যাকটিস। কাজেই বিব্রত না হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে বললাম— 'মানে?'

ইতিমধ্যেই বাসখানা চলতে শুরু করলো। নবীন এই আদমীটি আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো— 'আপনি কি আমাদের দলের লোক নন? হারুন ভাইয়ের সাথে আপনিও তো আমাদের দলের রাজনীতি করেন, তাই না?'

বললাম— 'হ্যাঁ।'

BABD & Boighar

ঃ সেই কথাই তো বলছি। ভালই হলো, আপনাকে সাথে পেয়ে জার্নিটা জমবে ভাল।

যদিও এলাচিদানা চিবোচ্ছিলো, তবু তার মুখ থেকে উৎকট এক ভটকা গন্ধ নাকে এসে বিঁধছিলো। বললাম—'আপনার নাম?'

ফিক করে হেসে সে বললো—'সমের আলী শেখ ওরফে সম্রাট। সম্রাট বলেই সবাই আমাকে জানে।'

বললাম—'বহুৎ খুব, আমিও জেনে ধন্য হলেম।'

নির্লজ্জের মতো তখনই আবার হেসে উঠে সে বললো—'হতেই হবে। আপনার মতো আমিও যে হারুন ভাইয়ের পক্ষের লোক। বরাবর তার সাথে রাজনীতি করছি।'

বললাম— 'বহুত্ আচ্ছা! বহুত্ আচ্ছা!'

আহলাদে গড়িয়ে পড়ে আরো খানিক কাছে এসে সে কানে কানে বললো—'রাজনীতিটা কিন্তু ভাই খুব একটা কায়দার জিনিস। নিজেদের হাত থেকে এটাকে বাইরে যেতে দিলেই কম্মকাবার।'

ঃ মানে?

ঃ মানে সৎ হোক, অসৎ হোক, দলের মাত্বরীটা যতদিন হারুন ভাইয়ের হাতে থাকে ততদিনই লাভ আমাদের। অন্য কোন ব্যাটা এসে মাথার উপর বসলে আমাদের ভবিষ্যৎ কিন্তু ঝরঝরে।

ঃ কি রকম ?

ঃ খোন্দকার শামসুদ্দীন নামের কে একজন আমাদের দলে এসে ঢুকেছে তা শুনেছেন তো?

একটু থমকে গেলাম। লহমাখানেক নীরব থেকে পরক্ষণেই উৎসাহভরে বললাম—'হ্যাঁ-হ্যাঁ শুনেছি।'

ঃ সামনাসামনি পরিচয় নেই। লোকটা নাকি মস্তবড় বিদ্বান। অনেক তার ডিগ্রী। অনেক বড় পদে চাকরি করে আসা লোক। এর উপর আবার শুনি, খুব নাকি সৎব্যক্তি, কড়া নীতির মানুষ।

জিজ্ঞেস করলাম—'কার কাছে শুনলেন?'

ঃ অনেকের কাছেই। এই নিয়েই তো এখন হরদম কথা হচ্ছে আমাদের মধ্যে।

বললাম—'যতটা শোনা ততটা হয়তো ঠিক নয়। তবে কিছু কিছু সত্যিই ঠিক।'

ঃ সাবধান ভাই, ও যেন কোনক্রমেই পাত্তা না পায় দলে। ওকে দল থেকে আউট করতে না পারলে আমাদেরকেই আউট হতে হবে কিন্তু।

ঃ কেন কেন?

ঃ বাঃ! ওসব লোকের হাতে নেতৃত্ব যদি যায়, তাহলে হারুন ভাই যেসব সুবিধে দেয়, উনি কি তা দেবেন?

ঃ হারুন ভাই কি সুবিধে দেয়? তেমন তো কিছু...।

সমের আলী সম্রাট মুডে উঠে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে বললো— 'কি সুবিধে মানে? এই যে দলের বিভিন্ন প্রোগামের নামে হরহামেশাই যেসব চাঁদা তোলা হয়, সে টাকা তো একাই উনি মারেন না। কিছু কিছু বখরা আমরাও পেয়ে থাকি।

ঃ হরমামেশাই চাঁদা। লোকেরা তা দেয়?

ঃ বাপ বাপ করে দেয়। বাঘ মার্কা আমরা ক'জন পেছনে গিয়ে দাঁড়ালে না দিয়ে যাবে কই? জানের ডর নেই তাদের?

ঃ আচ্ছা।

ঃ এ ছাড়া উনাকে আমরা সব কাজেই সাথে পাই। ফূর্তিফার্তা, নেশা-মৌজ সব আমরা একসাথে করি। নরম-গরম সব কিছুই। খরচ সব হারুন ভাইয়ের। ঐ লোককে কি পাবেন এসব কাজে?

ঃ না! তা অবশ্যই পাওয়া যাবে না। কিন্তু চাঁদা তুলেই এত খরচ যোগান উনি?

ঃ কেন, রাস্তাঘাট আর রিলিফের কাজগুলোও তো তাফালিং করে বাগিয়ে নেন হারুন ভাই। অল্প একটু কাজ করে বাকি গম বাজারে দিলে কত পয়সা। পয়সার অভাব আছে তার? দলের কেউ তার কাছে হাত পেতে কি ফেরত আসে কোনদিন? বলুন, আপনিও কি কোনদিন এসেছেন?

ঃ না, আমি তো হাত পাতিনি কোনোদিন, ওসব জানবো কি করে?

ঃ পেতে দেখবেন, ফেরত আসবেন না। মৌজ করার পয়সা সব সময়ই তার কাছে মওজুদ। দলের আর কাউকে পাত্তা না দিয়ে সবসময় তাকেই নেতা বলে সমর্থন দিতে থাকুন। এরপর সুবিধে যদি না পান, তখন আমাকে বলবেন। আরে, হারুন ভাইয়ের পক্ষের লোক জানলে বাজারে কি কারো সাধ্য আছে চড়া গলায় কথা বলে আপনার সাথে?

ঃ কিন্তু এতে তো দলের সুনাম নষ্ট হয়। পাবলিকের সমর্থন না থাকলে ঐ হারুন ভাই তো কোনোদিনই ক্ষমতায় যেতে পারবেন না।

ঃ পড়ে মরুক দল। হারুন ভাই যেতে পারবেন না বলেই তো এই দল থেকে এখানে কেউ ক্ষমতায় যাক, সেটা আমরা চাইনে।

ঃ পার্টি তো চাইবে। মানে কেন্দ্রীয় নেতারা...।

ঃ আরে রাখেন কেন্দ্রীয় নেতা। হারুন ভাই ছাড়া এখানে আর কোনো যোগ্য লোক আছে, আমরা এটা তাদের বুঝতে দিলে তো? কেন্দ্রের সাথে আমাদের লাইন করা আছে। হারুন ভাই ছাড়া এ দল যে এখানে চলবে না, কেন্দ্রকে তা আগে থেকেই সমঝে দেয়া আছে। মুগুর মারলেও এর নড়চড় আর হবে না।

BABD & Boighar

ঃ তাতে লাভ কি? আমাদের দলের কোনো ভাল লোক ক্ষমতায় গেলে আমরা তো এরচেয়েও বেশি সুবিধে পেতে পারি।

ঃ বেশি সুবিধে মানে?

ঃ মানে ফূর্তিফার্তার জন্যে মাঝে মধ্যে কিছু পয়সা পাওয়াই তো জীবনের বড় পাওয়া নয়? ভাল লোক ক্ষমতায় গেলে তিনি অবশ্যই কর্মীদের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবেন। যোগ্যতা অনুসারে চাকরি-নকরির ব্যবস্থা করবেন, সৎভাবে ব্যবসা করার সুযোগ দেবেন। এ ছাড়া রাজনীতিতে যারা থাকতে চায়, তাদের আদর্শ নেতারূপে গড়ে তুলবেন। কর্মীদের এসব দিকই তো আসল দিক।

এ কথায় হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো সমের আলী সম্রাট। বললো—'আরে মিয়াভাই, নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতা শূন্য থাক। ওসব বেয়াকুফী করতে কাউকে বলবেন না, আর আপনিও তা কখনো করবেন না। দলের সুনাম আর ঐ বড় বড় স্বপ্নের কথা বাদ দেন। যা বলি, তাই শুনুন। রাজনীতি যে কয়দিন করেন, কোলের ভাত ঝোল দিয়ে ভিজিয়ে যান। বড় স্বপ্ন দেখেছেন তো মরেছেন। হারুন ভাইয়ের কথা, ঐ খোন্দকার শামসুদ্দীনের মতো লোক ক্ষমতায় গেলে আমাদের ভাত চাউল। জেনে-শুনে নিজের পায়ে নিজে কেন কুড়োল মারবেন, বলুন?'

ঃ কিন্তু...?

ঃ না না, কোনো কিন্তু নয় ভাই। হারুন ভাই বলেছেন, ঐ ব্যাটা খোন্দকার শামসুদ্দীনকে সব সময়ই কোণঠাসা করে রাখতে হবে। কেউ যেন ওকে সামনে বাড়ার সুযোগ না দেয়। কোনো পদে যেন আসতে না পারে। আমরা সবাই এ ব্যাপারে মরিয়া। আপনিও আপনার চেনাজানা এদলের সবাইকে একথাটা বোঝাবেন, বুঝেছেন?

ঃ বুঝেছি।

গাড়ি আমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছলে আমি নামার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। তখনও সে আর একবার খোন্দকার শামসুদ্দীনকে আউট করার যুক্তিবুদ্ধি বাতলিয়ে দিলো আমাকে।

www.boighar.com

আমি এগিয়ে এসে গাড়ির পাদানে পা রাখতেই সে ছুটে এসে বললো—'ওহো ভাই, আপনার নামটা তো জানা হলো না। আপনার নামটা যেন কি?'

নামতে নামতে বললাম— 'খোন্দকার শামসুদ্দীন।'

একবিংশের বায়োস্কোপ

'হাসির তোড়া' নামক হাস্যরসে ভরপুর এক কিতাবে একদিন পড়েছিলাম—

"সুখ কিসে হয় ধরাতলে,
আপনভাবে মত্ত সবাই, আসল কথা কেউ না বলে।
জামাই বলে, বড় সুখময় অর্ধাঙ্গিনীর পিতৃ আলয়,
সুখের উপর পোয়াবারো, শালী যদি কানটি মলে।
আল্‌সে বলে— বলছো বৃথা, সুখ কি মেলে যথাতথা?
সুখটি থাকে শীতের দিনে সকালবেলা লেপের তলে।

এমনিধারা অনেক কথা। সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই দীল্ আমার সুখপ্রবাহে প্লাবিত হয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে এই কিসিমের সুখ তত্ত্বের দরিয়া আমার চোখের সামনে উথাল-পাথাল করতে লাগলো। আজ সকালে আচানকভাবে আমার অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল। খেয়াল করে দেখি, হায় আল্লাহ! কি অফুরন্ত সুখের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছি আমরা এই যুগে! বুঝতে না পেরে খামাখাই যুগযন্ত্রণার আজগুবী আতংকে জিন্দেগী ভর কাতরিয়েছি। কিন্তু কই, যন্ত্রণা কোথায়? কেবলই তো চারদিকে সুখের সরোবর। ভাবছি আর তাজ্জব হচ্ছি। কি বিস্ময়! এত সুখ! এত্‌না খোশ্ হায় আল্লাহ, মরজানা।

ঘুম ভাঙতেই আনন্দের আধিক্যে লাফিয়ে উঠলাম। কোনমতে ফজরের নামাজ আদায় করে অমনি আবার খাটের উপর চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম এবং কাব্য করে অর্ধাঙ্গিনীকে আহবান করলাম— 'কই গো, কোথায় তুমি প্রিয়া? প্রাণের স্পন্দনে একটু সাড়া দাও সখি!'

ডাক শুনেই ছুটে এলেন আমার কর্মরতা প্রিয়তমা। আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে সবিস্ময়ে বললেন— 'কি হলো? গোঙ্গাচ্ছো কেন? এই সকালবেলাতেও খোয়াব দেখছো?'

আমি সবিনয়ে বললাম— 'না না, খোয়াব নয়। আমি তোমাকেই স্মরণ করেছি প্রিয়া।'

উনি মুখ ঝাম্‌টা মেরে বললেন— 'মানে?'

ঃ ঐ যে সেদিন বলেছিলাম—'সুখটি থাকে শীতের দিনে সকালবেলা লেপের তলে? হোক না গ্রীষ্ম, হোক না চাদর। একা একা চাদরের তলে সুখটাকে তেমন তাতিয়ে তুলতে পারছিনে ডার্লিং! যদি মেহেরবানী করে তুমিও এসে সুখটাতে একটু তা দিতে...!'

BABD & Boighar

আর যায় কই ? তার দুইচোখে দপ দপ করে জ্বলে উঠলো আগুন। কটমট করে চেয়ে উনি প্রস্থানোদ্যোগ করতেই আমি হাতজোড় করে বললাম—'প্রগতির দোহাই, রোখ যাও প্রিয়া। এই অধমকে একটু অনুধাবন করার কোশেশ করো। আল্লাহ যখন একালে আমাদের এত সুখে রেখেছেন, তখন সুখটাকে লুটেপুটে ভোগ করতে দাও দয়াময়ী। পরে যারা পাবে না, তাদের কথা আলাদা। আমরা পেয়েও যদি ভোগ করে না যাই, পরবর্তী জেনারেশান নিতান্তই নাদান বলবে আমাদের।'

গৃহিনী এবার যারপরনেই বিস্মিত হলেন। চোখমুখ বিবর্ণ করে বললেন—'মরণ আমার! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে। মাথা তোমার বিগড়েই গেছে নাকি?'

ঃ না না, বিগড়ায়নি বিগড়ায়নি। বাস্তবিকই এযুগে আমরা চরম সুখে আছি। সীমাহীন সুখ। ওঃ! এত সুখ যে আনন্দে তোমাকে আমার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হচ্ছে।

ঃ ফের ?

ঃ সরি! দাঁত থাকতে কেউ যেমন দাঁতের মর্ম বোঝে না, তেমনি আমরা না চাইতেই অফুরন্ত সুখ-শান্তি পেয়েছি বলে তুমি এটাকে মূল্যায়ন করতে পারছো না।

ফের উনি মুখ ঝামটা মারলেন। বললেন— 'আহা, শুনে কলজেটা জুড়িয়ে গেল। সীমাহীন যন্ত্রণায় জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেলাম, আর উনি অফুরন্ত সুখের খোয়াব দেখছেন। কোথায় দেখলে এত সুখ?

ঃ এই তো আমাদের চারপাশে। চারদিকেই তো অনন্ত সুখের ঢেউ খেলানো সরোবর!

ঃ কি রকম?

ঃ দুটো কিলগুঁতো খেলেও এখনও আমরা বাজার করছি, অফিস করছি, দু'একজন দৈবাৎ খুন-জখম হলেও এখনও আমরা ঘরে ফিরতে পারছি, ঘর বলে এখনও একটা আস্তানা বা ঠিকানা আমাদের আছে, কিছু নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি, এক কথায় বিধ্বস্ত হলেও কিছুটা সোস্যাল নর্মস্ আমাদের এখনও টিকে আছে —এটা কি কম কথা? এটাকে খাটো করে দেখছো কেন?

ঃ খাটো করে দেখছি মানে?

ঃ ঐ যে কবিতাটা— 'একদিন তথা দেখি পদ নাহি তার; অমনি জুতার খেদ ঘুচিল আমার?' একজ্যাকটলী এই ব্যাপার। এই কিছুক্ষণ আগে ঐ পদহীনকে দেখে আমি আঁতকে উঠলাম। ঘুম ভাঙতেই ব্যস্তভাবে হাত্ড়ে দেখি, আমার

BABD & Boighar

পা'টা আছে। বলো, এরপরও কি আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া আদায় না করে আমি পারি?

মন্ত্রমুগ্ধের মতো গৃহিনী এবার সুড় সুড় করে আমার পাশে এসে বসলেন এবং আব্দারের সুরে বললেন— 'এত হেঁয়ালী করছো কেন গো? খুলেই বলো না শুনি!'

প্রিয়াকে আগ্রহী দেখে আমি আমার স্বপ্নে দেখা অভিজ্ঞতাটা বয়ান করে শুনাতে লাগলাম। সুশীলা বালিকাবৎ উনি নীরবে শুনতে লাগলেন। আপনারাও শুনতে পারেন। তবে নো এ্যাডমিশান। কাইন্ডলী বাইরে থেকে শুনুন ।

ঘুম ধরে না—ঘুম ধরে না, মাথাটা ধুয়ে আসার পর অনেক রাতে ঘুম ধরলো। ঘুমিয়ে গিয়েই দেখলাম, আমি আমার অফিসে চলে এসেছি। অফিসে এসেই দেখলাম, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের লালিত ও মদদপুষ্ট পেশীশক্তি ওরফে মস্তান বাহিনী অফিসে ঢুকে সবাইকে ঘাড় ধরে অফিস থেকে বের করে দিয়েছে এবং নিজেরাই পেশীর জোরে তামাম পদ দখল করে নিয়ে চেয়ারে চেয়ারে বসে গেছে। কিলের মুখে বড় সাহেব তাদের প্রত্যেককেই নিয়োগপত্র লিখে দিয়েছেন। আমাদের চাকরি নট।

অফিসে ঢুকতে পারলাম না। মনের দুঃখে অফিস থেকে অনেকখানি দূরে কচি একটা বৃক্ষের গোড়ায় এসে থপ করে বসে পড়লাম। এরপর কিছুক্ষণ আর কিছুই মনে নেই। ঘুমের মধ্যেই ছিলাম বলে তখনই আবার ঘুমিয়ে গেলাম। এই ডবল ঘুমের পর ঘুম ভাঙতেই দেখি আমি 'রিপ্‌ভ্যান উয়িংক্‌ল'। ঠিক কতদিন জানিনে, তবে অনেকদিন ইতিমধ্যেই গড়িয়ে গেছে। অবাক হয়ে দেখি, আমার মাথার উপরের কচি গাছটি অনেক বড় হয়েছে, পথঘাট পাল্টে গেছে, বদলে গেছে অনেক কিছু। আরো দেখি, কি আশ্চর্য! বদলাইনি নিজে আমি একটুও। যেমন ছিলাম তেমনি আছি। হাতদেড়েক দাড়িও গজায়নি। মাথার চুলও পাকেনি, পোশাকও পচেনি।

চমকে উঠে দাঁড়ালাম। একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস্ করলাম—'ভাই, এটা কোন্ সাল আর কোন্ শতাব্দি?'

আমার দিকে তাজ্জব হয়ে চেয়ে থেকে উনি স্বগতোক্তি করলেন— 'যা-ব্বাবা! এযে দেখছি প্রগতির আসলী পুত্। কিছুই জানে না!'

বলালাম— 'জ্বি?'

উনি উষ্ণকণ্ঠে বললেন— 'অত সাল-সন মনে রাখতে যায় কে? বিংশ শতক অনেক আগেই শেষ হয়েছে। এটা একবিংশ শতক, এইটুকুই বলতে পারি।'

চমকে উঠে বললাম— 'সে কি!'

উনি পরিহাস করে বললেন— 'প্রগতির মান রেখেছো তুমি বাবা। তুমিই হলে নির্ভেজাল প্রগতির পুত্র। এই শতাব্দির নিখুঁত মাল!'

BABD & Boighar

হকচকিয়ে গিয়ে বললাম— 'কি রকম?'

উনি খেঁকিয়ে উঠে বললেন—'আব্বেশালা চোপ্! পি-এইচ. ডি. ডি-লিট্–সব ডিগ্রীই তো করেছো।'

করি না করি, ভয়ে ভয়ে বললাম– 'জ্বি জ্বি।'

ঃ তবে? শালা আমরাও তো সবাই পি. এইচ, ডি. বা ডি লিট। তোমার মতোই কিছু না শিখলেও। দায়ে পড়ে নিজের নাম, এই শহরের নাম, এই শতাব্দির নাম– এসব জ্ঞানের কিছুটা ভেজাল কষ্ট করে আমাদের রপ্ত করতে হয়েছে। তুমি শালা তা-ও না করে যতটা বয়স খোশহালে পাড়ি দিয়ে এসেছো? শতাব্দির নামটাও না জেনে পি.এইচ. ডি? সাব্বাস! এই কালের সব শালার মাথার মণি তুমি বাবা। প্রগতির জলন্ত প্রদীপ।

গটগট করে চলে গেলেন পথচারী। তার কথার আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। লহমাখানেক হা করে চেয়ে থাকতেই খেয়াল হলো গিন্নীর কথা। জানের মধ্যে ছ্যাৎ করে উঠলো। হায়-হায়-হায়! প্রিয়তমা আমার নির্ঘাত বুঝি বুড়িয়ে অথর্ব হয়ে গেছে। www.boighar.com

দৌড় দিলাম বাড়ির দিকে। মনে মনে বলতে লাগলাম—হে অন্তর্যামী, আর কিছু চাইনে। আমার প্রিয়াকে তুমি আমার মতোই যৌবনবতী রেখো।'

বাড়িতে এসে দেখি, বাড়ি আমার বেদখল। এইকালের এক দল নব্য পেশীওয়ালা ওটা দখল করে বসে আছে আর মৌজের মৌতাতে কড়া তা দিচ্ছে। 'এই বাড়ি আমার'—এ কথা বলতেই তেড়ে এলেন ঐ মস্তানদের কয়েকজন। চেহারার বর্ণনা দিয়ে রচনা দীর্ঘায়িত করবো না। আমাদের নব্বই দশকের সার্কাসের সেরা ক্লাউনদেরও সাধ্য ছিল না এমন আজব সাজ কল্পনা করে। তেড়ে এসেই ওদের একজন বললেন–'তোমার বাড়ি? বাড়িতে তোমার সীল মারা আছে?'

সাগ্রহে বললাম— 'আছে আছে। কাগজপত্রে...।'

বক্তাটি তেড়িংগে হয়ে বললো— 'আরে অমুকের পো! কাগজ কি, কাগজ কি? কাগজ দিয়ে বাড়ি হয়? ভাগ শালা!'

'অমুকের পো' মানে উনি মানবী দেহের এক বিশেষ অঙ্গের নাম করলেন। এরপরেই পেশী ফুলিয়ে বাহুতে একটা থাপ্পড় মেরে বললেন—'বাড়ির মালিক হতে হলে হিম্মত লাগে, হিম্মত।'

ঃ তার মানে ?

ঃ তবেরে অমুকের পো!

উনি ঘুষি বাগিয়ে নিয়ে এগিয়ে এলেন। আমি ছিটকে কয়েক কদম পেছনে এসে দুই হাত জোড়া করে বললাম— 'দোহাই বাপ! বাড়ি চাইনে। আমার বউটা আমাকে দাও।'

BABD & Boighar

ঃ বউ!

ঃ জ্বি, আমার বউ। এই বাড়িতেই ছিল।

সবাই আকাশ থেকে পড়লেন। পরে আমাকে পাগল ঠাউড়িয়ে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে একজন বললেন— 'আরে এই ব্যাটা উল্লুক, বউ বলে একালে কারো নির্দিষ্ট কেউ আছে নাকি? আজ যে তোমার বউ, কাল সে আমার বউ, পরশু আর একজনের।'

ঃ মানে !

ঃ আরে গিদ্ধর, আওয়ারা তো বিলকুলই আওয়ারা। নারী স্বাধীনতার যুগ নয় এটা? আন্দোলনের মাধ্যমে নারী স্বাধীনতার সাথে ওরা ওদের সর্বাঙ্গ-ব্যবহারের ফুল লিবার্টি কবে হাসিল করে নিয়েছে। এসব তামাই গুলে খেয়ে বসে আছো?

ঃ জ্বি?

ঃ এখন ওদের নির্দিষ্ট আর একক কোন স্বামী আছে নাকি কেউ? এক নারীর একশো স্বামী বা তারও অধিক এখন। যাকে মনে ধরলো তার সাথেই দিনকয়েক ঘর করলো। ব্যাস! তারপরেই কাট। তুমি এমন কোন্ চাঁদমণি যে, একাই তুমি একজনকে বউ বলে দাবি করবে?

ঃ না-না, আমার বউ তেমন নয়। আমি ডাক দিলেই...।

প্রথম বক্তা ধমকে উঠে বললো—'চুপ যা শালা রেল্লির ছা! এই যে আমাদের এই মোকামে এখন পার্টটাইম বউ আছে পাঁচ/সাতটা। নয়া সোয়াদ পেলেই আবার কাট মারবে এরা। ডেকে ফেরাতে পারবো না।'

ঃ না মানে...!

ঃ আরে শালা কুত্তার...!

লোহার রড হাতে তেড়ে এলো তিন/ চারজন। আঁতকে উঠে দৌড় দিয়ে পেছনে খানিক ছুটতেই পাশের বাড়ির দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়ে একটা মস্তবড় ড্রেনের মধ্যে শাটপাট হয়ে পড়ে গেলাম। বুকে পিঠে শক্ত আঘাত লাগায় তখনই আর উঠার সাধ্য রইলো না। নসীবগুণে ড্রেনটা শুকনো ছিল। হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ঐভাবেই কিছুক্ষণ পড়ে রইলাম।

এরপরেই আর এক শো। ঘাবটি মেরে ওখানেই পড়ে থেকে দেখলাম, আরো অধিক তেজী আরেকদল পেশী শক্তি এসে কড়া কয়েকটা গাট্টা মেরে পূর্ববর্তী দখলকারীদের ঘাড় ধরে নামিয়ে দিলো এবং ওরাই আবার আমার বাড়ি দখল করে নিলো। শুয়ে শুয়ে বুঝলাম, বাড়ির মালিক হতে গেলে সত্যিই হিম্মত লাগে! সেইসাথে দেখলাম বেরিয়ে যাবার কালে পূর্ববর্তী মস্তানেরা তাদের পার্টটাইম পত্নীদের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে আবেদন জানালো।

BABD & Boighar

প্রত্যুত্তরের পত্নীদের একজন ছুটে এসে বললো— 'ওরে আমার নাগররে! নয়া মৌজের সোয়াদ ছেড়ে তোদের ঐ বাসী পিরীতের দুর্গন্ধ শুঁকতে যাবো? ছোঃ...!' বলেই সে তাদের দিকে এক রাশ থুথু ছুড়ে মারলো।

নয়া দলটি সায় দিয়ে সোল্লাসে বললো— 'জরুর জরুর। ভাগ শালা ইয়ে মারানীর পুতেরা...!'

ভেড়ির বাচ্চার মতো পুরনো দল মাথা গুঁজে বেরিয়ে গেল। প্রতিশোধের তৃপ্তিতে আমি চোখ বুজে আরো কিছুক্ষণ পড়ে রইলাম। এরপর ড্রেন থেকে উঠে টলতে টলতে সদর রাস্তায় এলাম। কিছুদূর এগুতেই আর এক দৃশ্য দেখে পুনরায় এককোণে চুপ করে বসে পড়লাম। দেখলাম, এক প্রৌঢ়া রমণী এক পৌঢ় ভদ্রলোকের হাতে-পায়ে ধরছেন আর বলছেন— 'ওগো, কয়দিনের জন্যে হলেও তুমি আমার এক স্বামী। আমাকে তোমার ঘরে নাও। আমাকে আশ্রয় দাও।'

ভদ্রলোকটি বিরক্তির সাথে বললেন— 'ঘর! আমার দালানকোঠা মস্তানেরা রেখেছে? আমি এক কুঁড়ে ঘরে থাকি।'

ঃ ওখানেই আমাকে ঠাঁই দাও। ওতেই আমি বর্তে যাবো।

ঃ আরে দূর! আমার কাছে এসেছিস ক্যান্? তোর তো আরো শতাধিক খসম আছে। তাদের কাছে যা।

ঃ সবাই এ একই কথা বলছে। কেউ ঘরে তুলে নিচ্ছে না। আমি এখন থাকি কোথায়, খাই কি? বাজারে তো কোনো চাহিদাই নাই আমার এখন। এই বৃদ্ধ বয়সে কারো ঘরে আশ্রয় তো দরকার একটা?

ঃ আরে জ্বালা! আশ্রয় তো চাসনি তোরা? তোরা চেয়েছিস্ বন্ধনমুক্ত পশুর মতো স্বাধীনতা। স্বাধীনতা চেয়েছিস, স্বাধীনতা পেয়েছিস। ব্যাস। এখন ঐ নিয়েই থাক।

ভদ্রলোক রওনা হতে গেলেন। বৃদ্ধটি ফের সামনে এসে অনুনয় করে বললো— 'দোহাই তোমার! আমার অবস্থাটা একটু চিন্তা করে দেখো। বাপের ঠিকানা না থাকায় ছেলে-মেয়েরা পথে জন্মে পথেই হারিয়ে গেছে। আমি এখন যাই কই?'

ঃ গো-ভাগাড়ে যা। একজনকে নিয়ে তো তোরা ঘর বাঁধতে চাসনি। কতকগুলো নষ্টা মেয়ের পাল্লায় পড়ে তোরা ঘর ভেঙ্গে বেরিয়ে এলি স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করতে। আল্লাহ তায়ালার বিধানটাকে পাত্তাই কিছু দিলি না। এখন থাক, স্বাধীন হয়েই থাক। মানুষে না ঠুকে, পথে-পগাড়ে হ্যাংলা কুকুরের অভাব কি? নাগর বলে ওদেরই একটার গলা ধরে ঝুলে পড়গে।

দ্রুতপথে সরে গেলেন ভদ্রলোক। আমিও উঠে পথ ধরলাম। দীর্ঘ সময় ধরে শহরের অলিগলি ঘুরারকালে এমন দৃশ্য আরো অনেক দেখলাম। আরো অনেক শুনলাম বিগত যৌবনা রমণীকুলের এই কিসিমের আকুতি।

BABD & Boighar

উদাসীনভাবে ঘুরছি। ঘুরতে ঘুরতে কখন যে কাঁচাবাজারে ঢুকে গেছি খেয়াল নেই। খেয়াল হলো দমাদ্দম কিলের শব্দে আর নিদারুণ আর্তনাদে। দেখলাম, বিগত যুগের পেশীওয়ালাদের পেশী এখন শিথিল হয়ে গেছে। নয়াযুগের নয়াপেশীর পিটনে শহরের সুখ-স্বত্ব হারিয়ে তারা পল্লীতে গিয়ে চাষাবাদের কাজ নিয়েছে। কাঁচামাল বেচার জন্যে তারাই এখানে এসেছে এবং মাল দিয়ে দাম চেয়ে কিল খাচ্ছে।

শুকনো বাজারে ঢুকে দেখি ওখানেও ঐ একই হালত। এককালে এন্তার যারা কিলিয়েছে, আজ তাদের আরো অধিক কিলিয়ে মালমাত্তা হাত করছে নয়া যুগের বাপজানেরা। প্রগতির প্রমোশনে ক্ষীণ প্রতিবাদটুকুও আজ কোথাও নেই। সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে। ভাগাড়েই হোক, যেখানেই হোক! নিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ।

গতিক ভালো নয় দেখে যেদিকে ভিড় নেই সেইদিকে ছুটলাম। ইতিমধ্যেই আমার উপর দিয়েও কয়েকবার ছিনতাই হয়ে গেল। নেংটির মতো একখণ্ড বস্ত্রছাড়া প্রগতির পোলারা কিছুই আমার রাখেনি। ভিড়ের মধ্যে থাকলে নেংটিটুকুও যাবে ভয়ে দৌড় দিলাম ঊর্ধ্বশ্বাসে।

ফাঁকা পথে ছুটতে ছুটতে যেখানে আমি এলাম, সেটা ভারসিটি। ডক্টরেট আর ডি. লিট্ দানের গ্রুয়েল-কিচেন। খানিকটা ভেতরে ঢুকেই ফের আঁতকে উঠে বেরিয়ে এলাম। কয়েকজন শিক্ষককে ধরে এন্তার পিটাচ্ছে একদল ছাত্র। কোন না কোন ছাত্রের বাড়িতে ডক্টরেট ডিগ্রীর সনদটা পৌঁছে দিয়ে আসতে দেরি করেছেন শিক্ষকেরা। সে নাকি বন্ধুমহলে অশিক্ষিত প্রতিপন্ন হয়েছে। সাধের লাউ...!

কেটে পড়লাম। সর্বত্রই নিরাপত্তার অভাব দেখে নিরাপত্তার আশায় থানাপাড়ায় এলাম। থানায় এসে দেখি আর এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। থানার শিথিল পেশী দারোগাবাবু সতেজ পেশী চোর-ডাকাতদের চা-পানি, পান-তামাক বয়-সার্ভেন্টের মতো বয়ে বয়ে খাওয়াচ্ছেন। চোর-ডাকাতেরা তাদের লুটে আনা স্তূপীকৃত নোটের গাদা থেকে দু'একটা নোট দারোগার দিকে ছুড়ে মারছেন। শক্তিহীন দারোগাবাবু গদ গদ হয়ে সেই নোট সেলাম দিয়ে কুড়িয়ে নিচ্ছেন আর কৃতজ্ঞতার সাথে তৃপ্তির হাসি হাসছেন। উপায় নেই। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় থানা-পুলিশ আগেই ওদের সামাল দিতে পারেনি, এখন তো আর কথাই নেই।

'সকলই গরল ভেল।' নিরাপত্তার আশায় থানাপাড়ায় এসেও নিরাপত্তা পেলাম না। আবার তাড়া খেলাম। নেংটি-পরা মানুষকে থানার চত্বরে ঘুরতে দেখেই চোর-ডাকু, দারোগা-সেপাই একসাথে আওয়াজ দিয়ে উঠলো— 'পাগল পাগল, ধর ব্যাটাকে। ধরে পাগলাগারদে নিয়ে যা।'

শুনেই আঁতকে উঠলাম। বাইরেই এই অবস্থা! পাগলাগারদের ভেতরের হালতটা যে আরো কত ভয়ংকর আল্লাহ মালুম। প্রাণের দায়ে জান ছেড়ে দৌড়

BABD & Boighar

দিলাম। পেছনে তাড়া, সামনে পথ। ছুট্ ছুট্ ছুট্! ছুটতে ছুটতে একদম রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের মহল্লায় চলে এলাম।

কিন্তু শান্তি নেই কোথাও। এসেই দেখি ঘোড়-দৌড়। ঘোড়ার নয়, মানুষের। বাঘে তাড়ানো দৌড়। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা, বিশেষ করে এম.পি, মন্ত্রী, উপ, প্রধান—সবগুলোই খালি পায়ে, খালি গায়ে পাগলের মতো অলিগলি দৌড়াচ্ছে আর 'এটা দাও, ওটা দাও' রবে তাঁদেরই লালিত বিশাল এক পেশীবাহিনী (যাদের ঘাড়ে ভর দিয়ে তাঁরা রাজনীতি করেন এবং করেছেন) তাঁদের তাড়া করে ফিরছে। www.boighar.com

নেতা-নেত্রীরা দৌড়াচ্ছেন আর বলছেন— 'বাছারা, দেবার মতো যা ছিল, সবই তোমাদের দিয়েছি। আর তো কিছু নেই!'

মস্তানেরা হুংকার দিয়ে বলছে—'তবেরে জালিয়াতের দল, নেই বললেই হলো? এ হেন কর্ম নেই যা তোমরা আমাদের দিয়ে করাওনি। এখন নেই বললেই শুনছি। যেখান থেকেই হোক, আমাদের চাহিদা মেটাও। নইলে কোনো শালা-শালীর পাছায় পাতলুন, পেটিকোট কিছুই আর রাখবো না।'

বিশাল ঝঞ্ঝা। বিপুল গর্জন। আমার প্রাণটাই আর বুঝি থাকে না ভেবে, প্রাচীর-দেয়াল টপকিয়ে একটানা ছুটে এসে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। আর মনুষ্য সমাজে নয়। এছাড়া সন্ধ্যা নেমে গেছে, আঁধার হয়ে আসছে। রাতের আঁধারে দলবলহীন একা সমাজে থাকলে আর রক্ষে নেই। পরনের এই নেংটিটুকুর জন্যেই যে কেউ আমাকে নির্দ্বিধায় খুন করবে। খুন করা তো এখন মশা মারার চেয়েও এক স্বাভাবিক কাজ। ইচ্ছে হলেই দিচ্ছে মেরে। পথে-প্রান্তরে, হেথায়-হোথায় কত লাশই যে দেখলাম! টাটকা, বাসী, পচা, হরেক রকম। কে কখন খুন হচ্ছে, কে কখন খুন করছে, কার লাশ কাক-কুকুরে ছিঁড়ছে কে তার খবর করে। তারচেয়ে এই জঙ্গলই বেহতর। বিশাল এক কৃষ্ণচূড়া গাছের পাশে এক ঝোপের মধ্যে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ঘুম ভাব হতেই কিছু লোকের চাপাকণ্ঠের আওয়াজে তড়াক করে উঠে বসলাম। মরেছিরে বাপ! বাঁচা নেই এখানেও ভেবে এদিক ওদিক চাইতেই যা দেখলাম তাতে আক্কেল গুড়ুম। এক মাঝ বয়সী ভদ্রলোক মোটা একটা পোটলা আর জনাতিনেক জোয়ান জোয়ান মেয়েসহ ঐ কৃষ্ণচূড়ার গাছের কাছে এলেন। মস্ত একটা মই এনে জনাদুই দারোয়ান মাফিক লোক ঐ গাছের সাথে লাগিয়ে দিলো। মই বেয়ে পোটলা ও তরুণী তিনজনসহ ভদ্রলোকটি কৃষ্ণচূড়া গাছের উপর উঠলেন। গাছের একদম উঁচু ডালে মেয়ে তিনটিকে বসিয়ে দিয়ে নিজেও আর এক উঁচু ডালে বসলেন।

দারোয়ানদ্বয় মই নিয়ে যাওয়ার কালে বললো— 'বাড়িতে খুঁজে না পেলে ওরা মাঠঘাট, বনজঙ্গল সবই খুঁজে বেড়াবে হুজুর। তাই চুপচাপ থাকবেন। কথা বলবেন না। সকালে এসেই নামিয়ে নিয়ে যাবো।'

BABD & Boighar

আর ভদ্রলোকটি বললেন— 'আর নেতা-নেত্রী ও মন্ত্রিরা কোথায় গেলেন, জানো কিছু ?'

দারোয়ানদ্বয় বললো— 'জ্বি হুজুর। আপনার মতো যেসব নেতা-মন্ত্রিদের বয়স্থা কন্যাভগ্নি আছে, টাকা-পয়সার পোটলাসহ তাদের নিয়ে সবাই তারা এই বনে বা ঐ বনে গাছে-গর্তে আশ্রয় নিয়েছেন। যাই হুজুর, আর দেরি করা ঠিক নয়। আপনারা ঘুমাবেন না।'

দারোয়ানেরা চলে গেল। অবস্থা দেখে আমার হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে গেল। বুঝলাম, সন্তানদের হাতে অস্ত্রতুলে দিতে দিতে এতটাই দিয়েছে যে, দারোয়ান, পুলিশ, সেপাই কেউ আর তাদের এঁটে উঠতে পারছে না। তাই ঘরও আর তাদের নিরাপদ নয়।

আমি এখন কি করি? আমার মাথার উপরে ঘটনা। ভেবে না পেয়ে চুপ্ করে রইলাম। কিন্তু নসীবে দুখ্ থাকলে চুপ থাকলে কি সারে? কিছু রাত না যেতেই মস্তানের বিরাট একটা দল কোলাহল করে ঢুকে পড়লো জঙ্গলে। হুংকার ছেড়ে বলতে লাগলো— 'পঁই পঁই করে খুঁজে দ্যাখ্, কোথায় আছে মন্ত্রিরা আর নেতারা। ডপ্‌কি ডপ্‌কি মালগুলো নিয়ে কোথায় লুকালো শালারা ?'

খুঁজতে খুঁজতে তারা এই কৃষ্ণচূড়া গাছের কাছে চলে এলো। এসেই এক মস্তান উল্লাস ভরে বলে উঠলো—'ইউরেকা ইউরেকা! ঐ দ্যাখ এক শালা এই গাছের উপর। ইশ! তিন তিনটে খাশা মাল সাথেরে! জ্যোৎস্নার আলো ওদের উপর ঠিকরে পড়ছে, ঐ দ্যাখ।'

মস্তানদের দলপতি এসে সগর্জনে বললো— 'জানে যদি বাঁচতে চান, ভালোয় ভালোয় গাছ থেকে নেমে আসুন সাহেব। নইলে মাথা আপনার রেখে যাবো না!'

মন্ত্রী সাহেব সবিনয়ে বললেন— 'বলেছিই তো বাপজানেরা, দেবার আর কিছুই নেই। টাকা-পয়সা গয়না গাঁটি ।'

দলপতি গর্জে উঠলো—'আরে দূর! টাকা-পয়সা কে চায়? ঐ মেয়ে তিনটেকে নামিয়ে দিন, নিয়ে চলে যাই।'

ঃ কেন বাপ? শহরের সব মেয়েকেই তো তোমাদের জন্যে ফ্রি করে দিয়েছি। এরপর আর আমাদের ইজ্জতের উপর হাত দিচ্ছো কেন?

ঃ দিচ্ছি কি আর সাধে? শহরের তামাম আউরাত বাসী হয়ে গেছে। টাটকা মাল চাই আমাদের। সে মাল আপনাদের ঘরে থাকতে কেন দেবেন না?

ঃ সে কি বাবারা! আমরা তোমাদের গুরুজন। আমাদের মেয়ের উপর নজর দেবে কেন? তোমাদের কি বিবেক বলে কিছুই নেই?

এ কথায় হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো মস্তানেরা। এদের একজন খিস্তি করে বললো— 'দ্যাখ দ্যাখ, হালায় চোরে আবার ধর্মের গীত গাওন ধরেছে দ্যাখ।'

BABD & Boighar

দলপতিটি মন্ত্রিকে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো— 'এই শালা, বিবেকের দোহাই তুমি পারছো কোন্ আক্কেলে? তোমরা যখন তোমাদের নেতাদের পাণ্ডা ছিলে, বিবেকের একতিল পরিচয়ও কি তখন তোমরা দিয়েছিলে? তোমরাই আমাদের বিবেকহীন করেছো, মস্তান বানিয়েছো। তোমরা যা যা করেছো, আমরাও তাই তাই করছি।'

ঃ না বাছারা! আমরা আমাদের নেতাদের ঘরে নজর দেইনি।

ঃ চুপ্ শালা আউট ডেটেড মূর্খ। আমরা প্রগতির পোলা। ওসব কুসংস্কারের ধার আমরা ধারিনে। দে-দে, নামিয়ে দে মাল তিনটে।

মস্তানেরা অধৈর্য হয়ে বললো— 'কি খামাখা সময় নষ্ট করছো ওস্তাদ? মুখের কথায় হবে না! হুকুম দাও, গাছটাই কেটে নামাই।'

দলপতি বললো— 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই করো।'

শুরু হলো গাছ কাটা। গাছের গোড়া ক্ষীণ হয়ে এলো। সভয়ে দেখলাম, গাছের যা গতি তাতে গাছটা এসে আমার উপরই পড়বে। কি করবো ভাবতেই মড় মড় মড়াৎ! গাছটা এসে আমার উপর পড়তে লাগলো। প্রাণের ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলাম। সেই চিৎকারেই ভেঙ্গে গেল ঘুম। দেখি জঙ্গল নয়, আমি আমার খাটের উপর শুয়ে আছি।

কথা শেষ করে চেয়ে দেখি, গৃহিনী আমার বিকট হা করে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

আমি মুচকি হেসে বললাম—'এবার মিলিয়ে নাও, সে তুলনায় আমরা এখন ঢের ঢের সুখে আছি কি না ?'

প্রবাহমান

আদ্য-মধ্য-বর্তমান, সর্বযুগেই বুজুর্গদের জাতগোত্র অনেক। পথ-মত পৃথক। কিন্তু সর্বাধিক ব্রিলিয়ান্ট্‌দের সর্বযুগেই এক বোধশক্তিই এ জীবনের একমাত্র সারবস্তু। সাধ্যি-সাধনা করতে হলে বিদ্যা-বৃদ্ধি নয়, শক্তি-সাধ্যের সাধনাই জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার মোদ্দা মন্তর। শক্তি-সাধ্য না থাকলে পুরাজীবন গদ্যময়। খাদ্যের আশা বাদ, একটা মেনিবিড়ালের বাচ্চাও তার বাধ্যগত থাকে না। নির্বিবাদে বধ্য হওয়াই সাধ্যহীনের জন্মলাভের প্রতিপাদ্য বিষয়।

অপর পক্ষে, শক্তি যার ভক্তি তার। ধন-সম্পদ-তৃপ্তি তার। জ্ঞান-গরিমা, যুক্তির কথা শক্তির সামনে মৃত সৈনিক।

এই অভিজ্ঞানের আলোকেই আদ্যিকালের অত্যধিক ধী-সম্পন্ন ব্যক্তিরা বিদ্যাপীঠে বসে বসে পিঠ আর বয়স মাটি করতেন না। তাঁরা বনবাদাড়ে গিয়ে দেরাখ্‌তলে বসতেন এবং প্রচণ্ড সাধনায় বদন মাটি করে অলৌকিক শক্তি হাসিল করতেন। অতঃপর একদিন টোটাভর্তি বন্ধুকসম কাঠির মতো দেহের মধ্যে ফোর ফোরটি ভোলটেজের শক্তি ভরে নিয়ে এসে অবাধ্যদের দরাদ্দর ভস্ম করে দিতেন। আতংকিত জনগোষ্ঠী দিশেহারা হয়ে ভক্তের দলে ভর্তি হতো রাতারাতি এবং আসক্তির আধ্যিক্যে ক্ষীর-তকতি-লাব্‌ড়িসহ ভক্তিভরে লুটিয়ে পড়তো শক্তিধরের পায়ের উপর। যুক্তকরে ভজন-পূজন করা ছাড়া দ্বিরুক্তির অবকাশ কোন ব্যাটার থাকতো না। বিত্তবান ব্যক্তিরা গায়ের রক্ত পানি করা মণি-মুক্তা নিয়ে এসে ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে যেতো ফোর ফোরটির সামনে। ফ্ল্যাটারীর ফোয়ারায় শক্তিপদ সিক্ত করে রিক্তহস্তে ফিরে যেতো মুক্তিলাভের আনন্দে।

মধ্যযুগের এই ধরনের বিশিষ্ট বোদ্ধারা যুদ্ধ শিখে যোদ্ধা হতেন। ফিউড্যাল লর্ড হওয়ার লোভে শিভালীর ডুয়েল লড়ে কিংবা রাইভ্যালেল বিরুদ্ধে ক্যাভাল্‌রী হাঁকিয়ে সারভাইভ্যালের যোগ্য করে গড়ে তুলতেন দেহটা। কুঁড়ের মতো বসে বসে কাড়ি কাড়ি যুক্তিতর্ক কপচানোর বিদ্যা হাসিল করতেন না।

বর্তমানের ঐ গোত্রীয় বোদ্ধাদেরও জীবনবোধ ঐ এক বিদ্যা-বুদ্ধি-যুক্তি নয়, শক্তি চাই। উপলব্ধিতে ফাঁক নেই, পদ্ধতিটা পৃথক। তীক্ষ্ণবুদ্ধির অভাবে অজ্ঞযুগের বুজুর্গরা জান-জীবন বাজী রেখে কুওৎ অর্জন করেছেন। বিজ্ঞানের আলোকে বর্তমানের ধীমানরা শক্তি হাসিলের পদ্ধতিকে আধুনিক প্রেমের মতো তরল করে নিয়েছে। তারা প্রমাণ করে ছেড়েছে—'শক্তি অর্জন করার জন্যে

BABD & Boighar

বনজঙ্গলে যেতে হয় না, গাধার মতো গা-গতরও পয়মাল করে দিতে হয় না। প্রাথমিকভাবে একটা ছেঁড়া-ফাটা-রাজনৈতিক ব্যানার, খানকয়েক হকিস্টিক আর জনাকয়েক জাতবখাটে হাত করতে পারলেই অপরিসীম শক্তির এল. এস. ডি হওয়া যায়। সেই পবিত্র কুওতের কিঞ্চিৎ পরশেই পড়শীদের নিরাপত্তা পানসে করে দেয়া যায় এবং তাদের এবং তাদের মালমাত্তা, মান-সম্মান অকশানে তুলে দিয়ে সেই শানে রাজার হালে চলা যায়।' বাঁশবাজারের বকুল মিয়াই বাজখাঁই প্রমাণ তার। বাঁশের দামও এদের জন্যেই এত অধিক বেড়েছে।

বাঘের বাচ্চা বকুল মিয়া। ফুলের নামে নাম। কুলের মাথার মণি। আজবগুলের ট্যাব্‌লেট। জেলেই যায় কদাচিৎ, শূলে দেয় সাধ্যি কার? কলেজ-স্কুলের প্রয়োজনটা ভুলেও সে অস্বীকার করে না। বরং শক্তিচর্চার ক্ষেত্ররূপে বনবাদাড়ের পরিবর্তে বিদ্যালয়ের চত্বরই তার সর্বাধিক পছন্দ। অশেষ আগ্রহ নিয়ে বিদ্যালয়ে গেছেও সে দীর্ঘদিন। তবে কৃৎপ্রত্যয় শিখতে গিয়ে থার্ড পণ্ডিতের বেত্রাঘাত হজম করার জন্যে নয়, বরং পণ্ডিতকেই পথে ধরে চিৎপ্রত্যয় করিয়ে (চিৎপটাং করে) এসে সতীর্থদের সাথে বসে সিদ্ধিপান করার জন্যে। বছর কয়েক বেধড়ক ডাণ্ডাগুলি মেরে, বিদ্যালয়ের বেড়া বাঁধন লণ্ডভণ্ড করে সে গণ্ডাবিশেক ষাঁড়ের গোবর জ্ঞানভাণ্ডারে তুলেছে এবং লাজলজ্জা-কাণ্ডজ্ঞান কানাগণ্ডায় বেচে দিয়ে গুণ্ডামীর দক্ষতায় বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ করে বঙ্গরেকর্ড করেছে।

www.boighar.com

এখানেই শেষ নয় তার কৃতিত্ব। বালামুসিবত উত্তরণের বিশ্বস্ত কবজ রাজনৈতিক শেলটারও হাসিল করে নিয়েছে। নীতির জোরে রাজনীতির রেওয়াজরীতি উবেই গেছে প্রায়। এখন লাঠির জোরে পার্টি। দেশে অনেক পার্টি আছে। বকুল মিয়ার লাঠি আছে। এর উপর আর কথা আছে? হটকেকের মতো কাড়াকাড়ি করে তাকে মাথায় তুলে নিয়েছেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং স্বদলীয় কর্মীর খাতায় নামধাম তুলে নিয়ে তার বুকে-পিঠে নিরাপত্তার বর্ম এঁটে দিয়েছেন। আর পরোয়া কি বকুল মিয়ার? এখন আপদ-বালাই আসতে গেলেই রাজনৈতিক ছত্রছায়া ত্রস্তপদে নেমে আসে বকুল মিয়ার মাথার উপর। স্বগোত্রীয় সঙ্গীর সাথে সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ স্মারকপত্র ছাড়তে থাকেন সমানে। দলের কর্মী আক্রান্ত হলে গণতন্ত্রের থাকে কি? গণতন্ত্রের এমন মৃত্যু সইবেন কেন বকুলগোত্রীয় নেতারা? ফলে গণতন্ত্র মরুক-বাঁচুক, বকুল মিয়া অমর।

অকুতোভয় বকুল মিয়ার একচ্ছত্র আধিপত্য বাঁশবাজারে। খুন-ধর্ষণ-লুট, লোপাট আষাঢ়ের বর্ষণ মাফিক বকুল মিয়ার অতি স্বাভাবিক প্রাত্যাহিক কর্মকাণ্ড। অতিষ্ঠ জনতা প্রতিকারের প্রচেষ্টায় পুনঃ পুনঃ পর্যুদস্ত হয়ে অবশেষে সে কাজে ইস্তফা দিয়েছে। তার বদলে নিজের ও পরিজনদের ইষ্ট চিন্তা করে তারা এখন বকুলকেই ইষ্ট করে নিয়েছে। মিষ্ট কথায় তাকে তারা তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে

BABD & Boighar

কষ্টেশিষ্টে কোনমতে কালাতিপাত করছে। বকুল মিয়ার মাথায় বজ্রপাতের অভিসম্পাৎ মর্মে তাদের মাথা কুটে মরছে। বাইরে তারা বাধ্য হয়েই বকুল মিয়ার নির্দেশমতো উঠছে আর বসছে। ব্যতিক্রমের সংখ্যা অতি অল্প। হাতেম আলীই তাদের মধ্যে প্রধান।

বিত্তশালী, নীতিবান ও সম্ভ্রান্ত লোক হাতেম আলী। বংশ পরম্পরায় এরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছেন। বকুল মিয়ার কাছে এই নির্লজ্জ নতি স্বীকার তিনি বরদাস্ত করতে পারছেন না। অন্তর্দাহে অস্থির হয়ে প্রতিকারের পথ খুঁজছেন। হঠাৎ-ই একদিন আমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি দুঃখ করে বললেন— 'এখন কি করি বলুন তো? এমন নিরাপত্তাহীনভাবে তো আর বাস করা যায় না।'

বললাম— 'প্রতিকারের পথ যখন পাচ্ছেন না, তখন সবাই যে পথ ধরেছে আপনিও সেই পথ ধরুন।'

ঃ সেটা কি একটা ধরার মতো পথ? কোনো বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি কি পারে ওভাবে চলতে?

ঃ কি করবেন, বলুন? কথায় বলে— 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।' দুনিয়াটাই শক্তের ভক্ত। শক্তি যার আছে, ভক্তি তো করতেই হবে তাকে?

ঃ ভক্তি করার পাত্র হলে তো এ প্রশ্ন তুলতাম না। কিন্তু সে তো একটা জানোয়ার। শূয়োরের শক্তি আছে বলেই কি শূয়োরকে ভক্তি করবে মানুষ? এর কি যুক্তি আছে? কোনো প্রতিকার নেই?

ঃ কি প্রতিকার থাকবে, আর কার প্রতিকার কে করবে, বলুন?

ঃ কেন, দেশের প্রশাসন নেই? এ ধরনের উৎপাত তো এই নতুন নয়। এ সমস্যা এখন প্রায় সর্বত্রই। এ ধরনের মস্তান প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান। এরা সবার চেনাজানাও বটে। এদেরকে ধরে ধরে ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠালেই তো চুকে যায় ল্যাঠা। নিরাপত্তা ফিরে আসে লোকালয়ে আর শান্তিতে [illegible]তে পারে মানুষ।

হেসে ফেললাম তাঁর কথায়। বললাম—'নেহাতই [illegible] লেমানুষের মতো কথা বললেন এবার। আইনগতভাবে অপরাধ প্রমাণ হওয়ার পূবে কাউকে শাস্তি দেয়ার অধিকার কোন সরকারেরই নেই। আদালতে অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হওয়ার পরই সে প্রশ্ন আসে।'

তিনিও তিক্ত হাসি হেসে বললেন—'হায়রে গ্যারাকল! প্রমাণ! এই একটা ফুটো দিয়েই দুনিয়ার তামাম শান্তি নিঃশেষে বেরিয়ে যাচ্ছে। চোখের উপর মেরে দিচ্ছে একটার পর একটা, তবু প্রমাণ চাই।'

ঃ কিন্তু ?

BABD & Boighar

ঃ আরে রাখেন ভাই। কে দেবেন প্রমাণ? এমন আহম্মক কে আছে, যে ওটা প্রমাণ করতে যাবে? ওদের হবে নাতো কিছুই। একআধজনের যদিওবা হয়, শতকরা নিরানব্বই জনই ঐ সেকেলে পদ্ধতির ফাঁক দিয়ে ঠিকই পিছনে বেরিয়ে আসবে। খামাখা সাক্ষ্য দিয়ে ওদের হাতে গুষ্ঠিসমেত সাফ হওয়ার দুর্বুদ্ধি কোন্ লোক করবে, বলুন?

কোণঠাসা হয়ে আমি জড়িয়ে পেঁচিয়ে বললাম—'এতটুকু সৎ সাহস না থাকলে চলবে কেন?'

ঃ ভুক্তভোগী হলে এই 'কেন'র জবাব আপনি নিজেই খুঁজে পেতেন। আসলে এদেরকেই 'ভাইয়ো আওর বহিনো' করে দেশ চলে যেখানে, সেখানে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এর প্রতিকার অন্যের কাছে চাইতে যাওয়া বৃথা।

ক্ষুব্ধভাবে বিদেয় হলেন হাতেম আলী। বেশ কিছুদিন কেটে গেছে এরপর। এরপরও আরো অনেক লোকের মুখে বকুল মিয়ার বেপরোয়া বজ্জাতির কথা পুনঃ পুনঃ শুনেছি। শুনেছি আর ভেবেছি। এ কোন্ আজব দেশে বাস করি আমরা? বকুল মিয়ার কুকীর্তির কথা দেশ জানে, প্রশাসন জানে, থানা-পুলিশ, নেতা-নেত্রীসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ জানে। তবু বুকুল মিয়া বজ্জাত কি না, তার প্রমাণ চাই। লাঠি মার্কা একটা সিঙ্গল ব্যারেল বন্ধুকের লাইসেন্স রিনিউ করতে দুদুণ্ড দেরি হলে ডবল সেলামী (জরিমানা) দিতে হয়, অথচ আইনের চোখের উপর শত শত স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র তাফালিং করে বেড়াচ্ছে, ঐ অস্ত্রের আক্রমণে আইনের লোকও খুন হচ্ছে। তবু প্রতিকারের প্রশ্ন উঠলেই প্রমাণ চাই। মসকরা আর বলে কাকে?

হঠাৎ একদিন শুনি, বকুলকে বেঁধে ফেলেছে পুলিশ। বিচারের জন্যে তাকে লালঘরে আটকে রাখা হয়েছে। শুনে বড়ই তৃপ্তি বোধ করলাম। ভাবলাম, এতদিনে মুখ তুলেছেন আল্লাহ্। বাঁশবাজারের বাসিন্দারা নিশ্চিন্ত হলেন এতদিনে। পরের দিন প্রত্যুষেই বাঁশবাজারে রওনা হলেম পুলকভরে। উদ্দেশ্য, সেখানকার জনগণের, বিশেষ করে হাতেম মিয়ার তৃপ্তিটা জরিপ করে আসা।

কিন্তু এ কি! বাঁশবাজারের কাছাকাছি পৌঁছতেই দেখি, প্রাচীর-দেয়াল, থাম-পিলার—কোনো কিছুতেই আর একটা বিন্দু বসানোর ফাঁক নেই। হরেক কিসিমের কালিতে লেপ্টে আছে সেগুলো। বিরাট বিরাট হরফে লেখার উপর লেখা— 'জননেতা বকুল ভাই জেলে কেন ? দেশদরদী বকুল ভাইয়ের মুক্তি চাই! বকুল ভাইয়ের সাধনা বৃথা যেতে দেবো না।'

ভাবতে লাগলাম, সত্যিকারের দেশবরেণ্য নেতারা কালেভদ্রে আটক হলে এমন স্লোগান প্রাচীর-পিলারে পড়ে, মানে পড়তো। কিন্তু একটা বেহেড বাঁদরের পেছনে জননেতার খেতাব এঁটে দিয়ে রাতারাতি এত লেখা লিখলো কে?

BABD & Boighar

স্বগোত্রীয় সাঙ্গাত আর স্বদলীয় মিত্রের পক্ষে একরাতে এতটা তো সম্ভব নয়? তবে কি ভাড়া করেও আনা হয়েছে লেখক?

ভাবতে ভাবতে বাঁশবাজারে ঢুকতেই আবার চোখ উঠলো কপালে। আর না হোক, হাজার লোকের মিছিল। মুখে মুখে স্লোগান —'বকুল ভাইয়ের মুক্তি চাই...!'

তবে কি এরাও ভাড়াটে? একজনকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন—'হ্যাঁ, ভাড়াটেও আছে কিছু, তবে অধিকাংশই বাঁশবাজারের বাসিন্দা।'

বলে কি! নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম। মিছিলটা এগিয়ে আসতেই দেখলাম, কথা ঠিক। বাঁশবাজারের বাসিন্দারাই বের করেছে মিছিল। চারদিক থেকে অবিরাম আসতেই আছে মানুষ, যোগ দিচ্ছে মিছিলে।

আমার হুঁশবুদ্ধি ক্রমশঃই লোপ পেতে লাগলো। যেটুকু তখনও অবশিষ্ট ছিল, সেটুকুও নিঃশেষে উবে গেল মিছিলের অগ্রভাগে ভালো করে নজর দিতেই। সবার আগে হাতেম আলী। ব্যানার হাতে গলা ফাঁটিয়ে সবার আগে স্লোগান দিচ্ছে হাতেম আলীই—'বকুল ভাইয়ের মুক্তি চাই। বকুল ভাইয়ের চরিত্র, ফুলের মতো পবিত্র।' অন্যেরা ধুয়া ধরছে তাঁর অনুকরণে!

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে থপ্ করে বসে পড়লাম ওখানেই। একটু পরে এক সুহৃদ এসে হাত রাখলেন পিঠে। বললেন—'তাজ্জব হবার কিছুই নেই। বর্তমান ব্যবস্থায় এছাড়া এদের আর পথ নেই পিঠ বাঁচানোর।'

কথা বলতে পারলাম না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

বন্ধুটি ফের বললেন—'এর কিছুদিন আগেও একবার ধরা পড়ে বকুল মিয়া। কিন্তু ঐ ধরাপড়া পর্যন্তই। কে কবে বেঁধে রাখতে পারছে এদের? তারপক্ষে না খেটে সে সময় যারা ঘরে বসে তৃপ্তিবোধ করেছে, ক'দিন পর ফিরে এসেই সদলবলে বকুল মিয়া তাদের গুষ্ঠিসমেত সবাইকে পথে বসিয়ে ছেড়েছে। ও আহম্মকী করে আর কেউ কখনো?'

আমার দৃষ্টিপথে হারিয়ে গেল বিশ্ব। নিঃস্ব ও উদাস নেত্রের সামনে উথাল-পাথাল করতে লাগলো রাশি রাশি সরষে ফুল!

BABD & Boighar

তাগ্‌ড়া দাওয়াই

'ছ্যুউ–আমদো ভূত্‌, মামদো ভূত্‌.....!'

গ্রামবাংলার ডাকের ওঝা মজাদীঘির হোজা মিয়া। হযরতুল্লাহ হালটদার। অশরীরি প্রেতাত্মার ডাকসাইটে চিকিৎসক। হরওয়াক্‌ত সমানে সে ভূত ছাড়িয়ে বেড়াতো। ভূতের ওঝা হওয়ায় তার ভাতের অভাব ছিল না। প্রেতাত্মা তাড়িয়ে সে প্রতিপত্তিও বাড়িয়েছিল বিপুল। আর শুধু প্রতিপত্তিই বলি কেন? হোজা মিয়া এককালে রাজাই ছিল চাল-চলনে। তাজা মাথা কেটে কাউকে সাজা দিতে না পারুক, গাঁজার কৃপায় মুখমণ্ডল পাঁপড়ভাজা বানিয়ে রাজা-গজার মেজাজেই সে হরদম হাঁক ছাড়তো— 'হক মাওলা!'

ডাকতে এসে কেউ কখনো হোজা মিয়ার সম্মুখে সোজা হয়ে দাঁড়াতো না। তারা কুজো হয়ে দাঁড়াতো আর বোঝা বোঝা ভেট ও পাঁজা পাঁজা ভিজিট এনে হোজার পায়ে ঢালতো। মজাছে কেটে যেতো হোজা মিয়ার দিনগুলি।

সেই হোজা মিয়ার আজ বড় দুর্দিন। ভাতই তার জোটে না। কারণ বাল-বাচ্চা. বউ-বিবি কাউকেই এখন আর ভূতে ধরে না। দু'একটি খিটিমিটি কেস দেখা দিলেই দেশসুদ্ধ সবাই বলে 'টিটেনাস'। ব্যাস! দেশবাসী সবাই এখন এম.বি.বি.এস ডেকে এনে পেশ করে বিবরণ, শেষ করে করণীয়। অতীত ব্যবস্থার রেশ আর কেউ টানে না। হোজা মিয়া ওঝাকে কেউ আর এখন খোঁজে না।

হোজা মিয়া হতবাক। হঠাৎ এ হলো কি? দু'একটা ভূতের কেসের দেশ তো এটা নয়? অধুনার অকুতোভয় মশককুলের মতই অগণিত ভূত্‌ মশাইরা এই সেদিনও তো ঝাঁকে ঝাঁকে ফিল্ডিং মেরে বেড়াতো? বেপরোয়া মশককুলের মতোই গজদণ্ড মশাইদের ভয়ডর ছিল না। তারা লাখো লাখো লোকের ঘাড়ে ভর করতো হরদম। বিশেষ করে শ্রীমতিদের প্রতি ছিল এই অশরীরি জাতির অসাধারণ প্রীতি, অপরিসীম আসক্তি। এয়োতী, যুবতী, আর গর্ভবতী জেনানারা ভূতের ডরে ভরদুপুরেই ঘর ছেড়ে বেরোতো না। রাতের তো কথাই নেই। রাতবিরাতে পথ চলতে মর্দানারাও তিথি-পুথি হাত্‌ড়াতো। সর্বাধিক দায় ছিল সদ্যজাত শিশু নিয়ে। এদের উপর মামদোদের লোভ ছিল দুর্নিবার। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে এদের উপর হামলা করতো কুল্লে বঙ্গের ভূতকুল। দশটা বাচ্চা প্রসব করে একটা বাচ্চা বাঁচানোই দুষ্কর ছিল দু'দিন আগে। কালেভদ্রে

দু'একটা আঁতুর ঘর পেরুলেও নাক-কান ফুঁড়ে দিয়ে, তাবিজ, পল্‌তে, শিকড়-বাকলায় সারাঅঙ্গ মুড়ে দিয়ে, আগে-পিছে গণ্ডা কয়েক ওঝা-কোবরেজ জুড়ে দিয়ে দুর্দান্ত এক সিকিউরিটির অভ্যন্তরে রাখতে হতো বাচ্চাকে। হোজা মিয়া ওঝার কত কদর ছিল সেদিন। বাচ্চা নিয়ে প্রসূতিরা ঘরের ভেতর কাঁপতো আর ঘরের বাইরে হোজা মিয়া সারারাত হাঁকাতো— www.boighar.com

"ছুউ-আমদোভূত মামদোভূত, শ্যাওড়াতলায় ক্যাওড়াভূত,
বারোভূতের তেরো চুলা, বাসী মড়ার মাথাগুলা,
যত পারিস তত খা, গ্রাম ছেড়ে চলে যা —ছুউ...!
শাকচুন্নী মাছচুন্নী, ব্যাম্মোদত্যি শশকো পেত্নী,
অমাবস্যার আঁধার রাতে, দেখা হলে আমার সাথে,
দেবো জোড়া পাঠার ছা, ছেড়ে চলে যা- ছুউ ...!"

হোজা মিয়ার ভাবনা—'এই যেখানে পরিস্থিতি, সেখানে ভূতকুলের হঠাৎ এই হরতালের কারণ কি? মন্ত্রী হতে চায় নাকি তারাও? নাকি সত্যি সত্যিই বাংলাছাড়া হলো তারা?'

হতবুদ্ধি হোজা মিয়া বদ্ধপাগল এখন। দেশে এত ভূত ছিল, তারা সব গেল কোথায়? ভূতের খোঁজে হোজা এখন হন্যে হয়ে ঘুরছে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভূত খুঁজে বেড়াচ্ছে। শ্মশান-মশান, গোরস্তান তন্ন তন্ন করার পর সে এখন বনবাদাড়ে ঢুঁড়ছে, কিন্তু সবই তার পণ্ডশ্রম। আসল ভূত দূরের কথা, কোনো জিঞ্জিরা-মেড ভূতেরও সন্ধান সে পাচ্ছে না। পাবেইবা কি করে? জিতেন্দ্রীয় ইনসানের ইনসাফের তুফানে ইস্তক বে-অফ-বেঙ্গল বিলকুল ফরসা। তাদের বুনিয়াদী তৎপরতায় বনবাদাড়ের বিলুপ্তি বহু আগেই কমপ্লীট। খানিক গেছে কাঠের কাজে অধিক গেছে ইটের পেটে। শ্যাওড়া-ক্যাওড়া, তাল-তেঁতুল তামাম বৃক্ষই আজ বৃদ্ধের দণ্ডের মতোই একান্ত বিরল। ভূতেরা আর থাকে কোথায়?

শ্রান্ত-ক্লান্ত হোজা মিয়া লাচার হয়ে এসে একদিন আছাড় খেয়ে পড়লো এক বিশীর্ণ বটতলায়। পাছার লেবাস খুলুখুলু, কাঁচার আশা সংকীর্ণ, খাঁচার বাঁধন কেটে তার প্রাণপাখি তখন উড়াল দেয়ার অপেক্ষায়। তবু হোজা মিয়ার একধ্যান, ভূতের খবর চাই-ই তার।

টান হয়ে কিছুক্ষণ পড়ে থাকার পর পুনরায় সে পুনরুদ্যমে উঠে খাড়া হতেই তার কানে এলো গানের কলি। বটগাছের মাথার উপর অদৃশ্য কে একজন সখেদে গাইছে—

"কানা চোরে চুরি করে, সিন্ কাটে পগাড়ে,
কানার ভাগ্যে ধন মেলে না ....।"

চমকে হোজা মিয়া আওয়াজ দিলো— 'কে ওখানে? ভূতের কোনো আণ্ডা-বাচ্চা নাকি বাছা ?'

BABD & Boighar

উত্তর এলো— 'না, ঠিক তা নয়। আমি এক ভিন্নজাতের অন্য চিজ।'

ঃ অন্য চিজ! ভূত নও?

ঃ ভূত নই। তবে ভূতের আমি গুরুদেব।

ঃ গুরুদেব। তোমার তাহলে জাতগোত্র কি বাছা?

ঃ জাতে আমি অনেক বড়। শয়তান গোত্রের সেকেন্ড-ইন কম্যান্ড। নৈকষ্য কুলীন। খোদ ইবলিসের খালাতো ভাই।

আশান্বিত হয়ে উঠে হোজা মিয়া খোশদীলে বললো— 'ব্যাস-ব্যাস, ওতেই হবে। আমাকে একটা সন্ধান দিতে পারো বাছা?'

ঃ সন্ধান! কিসের সন্ধান?

ঃ দেশে এতো ভূত ছিল, তারা সব গেলো কোথায় ?

ঃ আরে, বলে কি! আমি ওদের গুরুদেব। আমি তা পারবো না মানে? আমার বৃদ্ধির জোরেই তো ওরা এখন উপযুক্ত আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে।

ঃ উপযুক্ত আশ্রয়!

ঃ হ্যাঁ, আশ্রয়। মন্তর-মস্‌লা ঝেড়ে আর বনজঙ্গল কেটে তো তোমরা ওদের ভিটেছাড়া করেছো। ওদের অসহায় অবস্থা দেখে আমিই ওদের বুদ্ধি দিলাম। আমার বুদ্ধির শানেই ওরা আজও এদেশে খোশহালে টিকে আছে।

ঃ টিকে আছে? কই আমি তো খুঁজে কাউকেই পাচ্ছিনে?

ঃ জায়গা ছেড়ে অজায়গায় খুঁজলে কি আর পাওয়া যায়। ওরা তো আর বনবাদাড়ে নেই। ওরা এখন শহরে। শহর-নগর-বন্দরে।

ঃ সে কি! ওখানে কোথায় থাকে?

ঃ ইনসানদের কাঁধে কাঁধে। মর্ডান যুগের ইনসানেরা ওদের যেমন বাস্তুছাড়া করেছে, তেমনি তার শোধ নিতে ওরা এখন এক একজন এক একটা আলট্রা মর্ডান ইনসানের কাঁধের উপর ঘর বেঁধেছে। গাছের ডালে থাকতে যখন দিলি না, তখন ঠ্যালা সামলা। আজীবন ওদের এখন কাঁধে বয়ে বেড়া। হেঃ– হেঃ– হেঃ! বুদ্ধিটা অবশ্যি আমারই।

ঃ সে কি!

ঃ আর সে কি? মানুষের ঘাড়ে ভর করে মানুষকে ওরা ঘোড়া বানিয়ে মজাছে ছুটাচ্ছে আর আমার ভাই ইবলিসের কোটি বছরের বাজী এই এক কিস্তিতে মাৎ হয়ে যাচ্ছে। ওহঃ! কি যে আনন্দ হচ্ছে আমার! 'ঝিংনানা–তারারাম–পম–পম-পম...!'

পুনরায় গান ধরলো ইবলিসের খালাতো ভাই। কিন্তু হোজা মিয়ার মগজে এসব কিছুই খেললো না। অবিশ্বাসের সুরে সে প্রশ্ন করলো— 'তা কি করে হয়?

BABD & Boighar

এত ভূত মানুষের কাঁধে চড়ে থাকবে আর মানুষ তাদের নামিয়ে দিতে পারলো না? দেশে কি দাওয়াই-মন্তর, ওঝা-কোব্‌রেজ নেই? আমিও তো এমন একদিনে একশো ভূত নামিয়েছি।'

ঃ হেঃ–হেঃ–হেঃ। সেদিন হয়েছে বাসী! এখন ওদের নামায় আর সাধ্য কার? তেমন দাওয়াই, ওঝা–কোব্‌রেজ আজও পয়দা হয়নি।

হোজা মিয়ার সন্দেহ তবু গেল না। সে প্রতিবাদ করে বললো— 'অসম্ভব! এ তোমার বানানো কথা। মানুষের ঘাড়ে ভূত চড়ে দিনের পর দিন বসে আছে, না দেখলে এটা আমি বিশ্বাস করতে পারিনে।'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো ইবলিসের খালাতো ভাই। বললো— 'বেশ, চলো তাহলে তোমাকে দেখিয়েই আনি, চলো। একজন আদম সন্তানকে শরমিন্দা করতে পারাটাও আমাদের অনেক তৃপ্তির ব্যাপার।'

হোজা মিয়ার হাত ধরে সে শাঁই শাঁই উড়ে উঠলো আসমানে। হাজির হলো শহর-বন্দর-নগরে। সেখানে সে একটার পর একটা করে চলতি দৃশ্য দেখাতে লাগলো হোজাকে ঃ পপ সঙ্গীতের অঙ্গভঙ্গি, যাত্রামঞ্চের নেংটা নাচ। প্রিন্সেসদের দেহ প্রদর্শন, হেমায়েতপুরী ছায়াছবি, নায়ক-নায়িকার যৌনাবেদন, স্টেডিয়ামের কিলপ্রকরণ, স্কুল-কলেজের বায়োস্কোপ, ভারসিটির ভেল্কিবাজী, হল-হোস্টেলের হোলীখেলা, মাইক পটকার দৌরাত্ম, বন্দুকের বিস্ফোরণ, গণদরদী গলাবাজী, রাজনৈতিক তেলেস্‌মাতি, পদ-দল পাওয়ারের মল্লযুদ্ধ, মিছিল, মশাল-লাঠালাঠি, মাতাল-মস্তান ফাটাফাটি, বন্‌ধ্‌-স্ট্রাইক, হরতাল, ভোটভাট-লুটপাট, পথঘাটের হাল হকিকত খুন-জখম, যানজট এবং সেইসাথে আলট্রা মডার্ন আউরত আদমীর পোশাক-আশাক–আচরণ ও প্রেম-পিরীতের ওপেন শো এক এক করে দেখিয়ে দিল হোজাকে।

অতঃপর সে প্রশ্ন করলো— 'কিহে মিয়া, বুঝতে পারছো কিছু?'

হতভম্ব হোজা মিয়া হতাশ কণ্ঠে জবাবা দিল— 'জ্বি, পারছি।'

ঃ তাহলে এবার বলো দেখি, ভূতেরা এখন কোথায় আছে?

ঃ মানুষের ঘাড়ের উপর। দু'একটি দৃশ্য দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কথার সত্যতা। ভূতের আছর ছাড়া কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষে এধরনের বাঁদরামী করা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। তুমি বিলকুল ঠিক বলেছো, আমাদের প্রায় বারো আনা লোকের ঘাড়েই ভূত রয়েছে একটা করে। নিজের বিবেক-বুদ্ধির জোরে আর ওরা কেউ চলছে না। ভূত যেভাবে নাচাচ্ছে, সেইভাবেই নাচছে ওরা।

ঃ আছে কোনো শক্তি-সাধ্যি তোমাদের? পারবে তোমরা এই ভূতদের এখন নামাতে?

BABD & Boighar

ঃ এ্যাঁ!

ঃ ইবলিসের এই জয়যাত্রা পারবে কোনো আদম সন্তান ঠেকাতে? আছে কি এমন কোনো কোব্‌রেজ আর এমন কোনো দাওয়াই?

জানা যত মন্তর ছিল, প্রত্যেক দৃশ্য দেখার কালে হোজা মিয়া এক এক করে আউড়ে গেছে সবগুলো। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। এ প্রশ্নেয় সে কিছুক্ষণ দম ধরে থাকার পর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো— 'ঠিক দাওয়াই নেই এমন নয়। তবে কোব্‌বেজ নেই এটা ঠিক।'

ঃ মানে?

ঃ এই সব ভূত নামানোরও দাওয়াই একটা আছে। একেবারে তাগড়া দাওয়াই। ভূতের ওঝা আমি, আমি সব খবরই রাখি। কিন্তু সে দাওয়াইটা প্রয়োগ করারর উপযুক্ত কোব্‌রেজ নেই।

ঃ কোব্‌রেজ নেই?

ঃ একদম নেই।

ঃ তাহলে সে দাওয়াইটা কি?

হোজা মিয়া প্রত্যয়ের সাথে উত্তর দিলো—'লাঠি। পাকা বাঁশের গিটওয়ালা লাঠি।'

শুনামাত্র আঁতকে উঠে উড়াল দিলো ইবলিসের খালাতো ভাই।

BABD & Boighar

নেশা

নেশা আর নেশাখোরদের বদনামী শুনতে শুনতে নেশা নিয়ে গপ্পো লেখার নেশা ধরে গেল। দেখলাম, নেশা নামক বস্তুটি বহুত হারামী চিজ। এ বিষয়ে আমার একদম খামোশ থাকা না-হক কাম। আমি একজন লেখক। অচেতন সমাজকে সচেতন করার আমি এক খয়রাতী নাকাড়া। বেহুঁশকে হুঁশে আনার আসমানী ঢোল। মর্তের কেউ মর্ম আমার বুঝুক আর না বুঝুক, এই মহতি ইরাদা নিয়ে আসমান থেকে টপকে যখন মর্তলোকে পড়েছিই, তখন এ বিষয়ে জনগণকে হুঁশিয়ার করে দেয়া আমার আসমানী দায়িত্ব। ভাবলাম, দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা নেশা নিয়ে গপ্পো লেখার নামে এমন এক হায়দারী হাঁক ছাড়বো যাতেকরে তা শুনামাত্রই বিশ্বের তামাম লোক নেশার নিকুচি করতে বাঁশ হাতে বেরিয়ে পড়ে।

মতলব এঁটে নিয়েই হেঁটে গিয়ে লেখার টেবিলে বসলাম। মগজ আর কাগজ নিয়ে কুস্তি জুড়ে দিলাম। কিন্তু নাহ! গর্জন মাফিক বর্ষণ এক ফোঁটাও হলো না। চা ফুরালো চৌদ্দ কাপ, পান ফুরালো গণ্ডা পাঁচেক। সকালের সুরুজটা ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়ে মাথার উপর উঠে এলো। তবু বেআক্কেল কলম আমার ঘোড়ার একটা আণ্ডাও কাগজে প্রসব করলো না। অবশ্য কসুরটা কলমের নয়। কসুর আমার ঘোল-মার্কা ঘিলুর। হাজারটা নেশার মধ্যে কোন্ নেশা সেরা নেশা, ঘিলুটাকে সারাবেলা ঘাট ঘোলানো ঘুলিয়েও এইটেই সনাক্ত করতে পারলাম না। কলম আর করবে কি!

মালুম করলাম, মগজ ক্রয় প্রয়োজন। এক মগজে কাজ না হলে পাঁচ মগজে হবেই। বিকেলেই ডেকে আনলাম একপাল ইয়ার। চায়ের টেবিলে বসে ফাঁস করলাম ইরাদা। এলান দিলাম, এ দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা নেশার হদিস যে আমাকে দিতে পারবে, আমার এই সদ্যপ্রাপ্ত রৌপ্যপদক তাকে দান করে তাকেই আমি উস্তাদ বলে কদমবুচি করবো।

আমার গলায় ঝুলানো ঝিঁকের তলার 'দি ঝিলিক ঝিলিক সাহিত্যগোষ্ঠী' প্রদত্ত রৌপ্যপদক দেখালাম এবং সেইসাথে জোর দিয়ে জানালাম, জেন্টলম্যানের মুখের কথাই আইন।

সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন। দেখলাম টোপের কুওত জিয়াদা কুওত। শুনেই সবাই টপকে গিয়ে উল্লাসভরে আওয়াজ দিলো— 'মারহাবা! মারাহাবা!'

BABD & Boighar

এরপরেই একজন বললো— 'মাশাআল্লাহ! কেয়া নিয়াত কেয়া নিয়াত!'

উৎফুল্লকণ্ঠে সবাই বললো— 'তাগড়া নিয়াত! তাগড়া নিয়ত!'

অন্য একজন বলে উঠলো— 'কেয়া ইনাম–কেয়া ইনাম!'

সঙ্গে সঙ্গে সবাই বললো— 'বহুৎ উম্‌দা-বহুত উমদা!'

বলেই সবাই একসাথে আমার বুক বরাবর দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করলো। বুঝলাম, উমদা ইনাম কদমবুচিটা নয়, ঝিলিক ঝিলিক গোষ্ঠীর এই ঝিলিকমারা রৌপ্যখণ্ড। রূপার কদর সবাই এরা বোঝে দেখে হাসি মুখে বললাম— 'সেরা নেশার হদিস দিয়ে তোমরা এই উমদা ইনাম হাসিল করো, আমি তা নিয়ে উমদা একটা গপ্পো ফাঁদি।'

ইয়ার বন্ধুরা তৎক্ষণাৎ আমার উপর হুমড়ি খেড়ে পড়ে একসাথে চিৎকার শুরু করলো— 'আমি জানি, আমি জানি। সে হদিস আমি দেবো, আমি দেবো!'

বললাম— 'এভাবে তো হবে না। একজন একজন করে তোমরা তোমাদের জানা তথ্য পেশ করো। আমার কাছে যে নেশাটা সত্যি সত্যিই সেরা নেশা মনে হবে, সেই নেশার বয়ানকারীই জয়ী হবে।'

শুরু হলো মল্লযুদ্ধ। কে আগে পেশ করবে এই নিয়ে লড়াই। বহুত মেহন করে সবাইকে আমি থামালাম এবং এক এক করে সবাইকে এক লাইনে বসিয়ে দিলাম। এরপর প্রথমজনকে প্রশ্ন করতেই সে লাফিয়ে উঠে বললো— 'পানি পানি, একদম পানির মতো পরিষ্কার। শুকনো-তরল সব ক'টাই এ দুনিয়ার সেরা নেশা। কয়েক ভোজেই মহারাজ। মদ-গাঁজা, গুলি-ভাং সবগুলোরই এক মাজেজা। অতএব...।'

কথার মাঝেই লাফিয়ে উঠে দ্বিতীয়জন বললো— 'অতএব হে ছাগশিশু, তুম রোখ যাও। ঐ আটপৌরে ম্যা ম্যা মায়ের কাছে করোগে। এটা ইনসানের আসর, দানেশমান্দ ইনসানের।'

হকচকিয়ে গিয়ে প্রথমজন বললো— 'কেয়া বাত!'

দ্বিতীয়জন বললো— 'ওরে চতুষ্পদ, ঐ শুকনো তরলের বাহাদুরী কতক্ষণ? বড়জোর একদিন বা দুইদিন? এরপরেই তো ফুস। নেশাটা ছুটে গেলেই রাজা-উজির হাওয়া। সেরা নেশা সেটাই যা কখনো ছোটে না।'

আমি বললাম— 'ওটা তাহলে কোন্‌টা?'

দ্বিতীয় জন বললো— 'পয়সার নেশা।'

ঃ পয়সার নেশা?

ঃ জরুর। এ নেশা একবার সওয়ার হয় যার উপর, তার দফা রফা। পয়সা ছাড়া তার কাছে সবই তখন ফালতু। আরাম-আয়েস? উসকো লাথ মারো।

BABD & Boighar

সাদা-কালো, ভূয়ো-ভেজালের কারবার? উহাও হালাল হ্যায়। থানা-পুলিশ, এ্যান্টিকরাপশান? মাৎ ঘাবড়িয়ে। জেল-হাজত, জরিমানা? জরুর কবুল। দেশ-বিদেশে হর্সরেস? ওভি আচ্ছা। দুশ্চিন্তায় ছটফটানী? পরয়া নেহি। একশো কোটি জমেছে? আওর লাও। ভোগ করার এক লহমা ফুরসত নেই? গুলি মারো, পয়সা চাই।'

সবিস্ময়ে বললাম— 'আচ্ছা!'

ঃ দু'দিন বাদেই মরতে হবে একথা বললেও সে পয়সা কামানোর জন্যে আরো বেশি তৎপর হয়ে ওঠে। ভাবে, মরে গেলে কামানোর মওকা আর সে পাবে না। এবার সমঝে দেখো, তামাম নেশার শিরোমণি এই পয়সার নেশাই সত্যি কি না?

তৃতীয়জন তৎক্ষণাৎ ব্যঙ্গ করে বললো—'তালিয়া বাজাও, তালিয়া বাজাও!'

দ্বিতীয়জন ভড়কে গিয়ে বললো— 'মানে?'

'পুনরায় বিদ্রূপ করে তৃতীয়জন বললো—'কাঁধে চড়ে চাঁদে যাবে ভোঁদরের চাচা, হাঁস শুনে বাঁশ টানে, হেসে মরে পেঁচা।'

ঃ কেয়া মালুম?

ঃ ফালতু-ফালতু। একদম নালায়েক আর নাদান বাচ্চার কেচ্ছা। কামাইয়ের ধান্দা কোনো নেশা তো নয়ই, নেশার কোন ছোট কুটুমও নয়। কামাইয়ের গরজ সব মানুষেরই আছে। একজন ফকিরকেও কামাইয়ের জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়। আসলে জাত নেশার খবর কেউ তোমরা রাখো না।

আমি বললাম— 'জাত নেশা কি?' www.boighar.com

ঃ একদম কুলীন নেশা। আর সে নেশাটা হলো নারীর নেশা, আউরাতের কাঁচামাংসের আকর্ষণ। ঘর এখানে পর। জরু এখানে গরু। বাইরের নারীই সাত আসমানের হুরী। এ নেশার আছর হলে লাজ-লজ্জা, মান-সম্মান, জেল-হাজত, লাতিগুঁতো তামাই পায়ের ধূলো। সোমত্ত কেউ চোখে পড়লেই সখি আমায় ধরো —ধরো। জান-মান তো কবুলই, সেইসাথে তার জন্যে সমরখন্দ আর বুখারাও। এর উপর আবার শাদি। একটার পর একটা জাহিরে আর বাতেনে। বয়সের বাঁধ নেই। বাহাত্তরে পা দিলেই ফের নবায়ন হয় এ নেশার। এবার ঠ্যালা বোঝো?

তৃতীয়জন থামতেই চতুর্থজন হাতজোড় করে বললো— 'ব্যাস ব্যাস ব্যাস! আর ব্যাখ্যা দিসনে কালু! হালায় তেলাপোকাড়া হুনলে আবার হাসবো।'

তৃতীয়জন গোস্বাভরে বললো— 'তার অর্থ?'

ঃ অর্থটা দামড়া গাইয়ের বাছুর। শালা দিনকানা কাঁহাকার। যেমন মরদ তেমনি মগজ।

BABD & Boighar

ঃ হুরমুইত্যা!

ঃ আরে আহম্মক, বাহাত্তরের পরেও তো বিরানব্বই আছে! তখন? জোয়ানীর বাহার পড়ে গেলেই তো তোর জাতনেশা কাত? এত নেশার মধ্যে এই নেশাই মনে ধরলো তোর? তাই তো কথায় বলে— 'রতনে রতন চেনে, শূয়োরে চেনে কচু!'

ঃ খুন করবো হুরমুইত্যা!

তৃতীয়জন আস্তিন গুটাতে লাগলো। আমি তাকে ঠেসে-গুঁজে বসিয়ে দিয়ে বললাম— 'এসব কি, এসব কি? মুখ থাকতে হাত কেন? যা বলার মুখে বলো।'

ফুঁসতে ফুঁসতে তৃতীয়জন বললো—'কি বলবো? তিনকুড়ি বয়সেও যাকে কোনো আউরাত ঠুকেনি, সে আউরাতের মর্ম কি বুঝবে?'

চতুর্থজন অর্থাৎ হুরমতুল্লাহ বললো—'আমার বুঝে কাজ নেই। তুমি বুঝলেই ঢের। বেশি ফালাফালি না করে সেরা নেশা কোন্‌টা সেটা শোনো আর শেখো। হাত উঁচালেই ভোঁতা মগজ চোখা হয়ে যায় না।'

তৃতীয়জন তেরছানেত্রে চেয়ে রইলো। অন্যেরা সবাই বললো—'বেশ বেশ। ঝাড়ো তাহলে থলে তোমার। চোখা মগজের ধারটা একটু দেখি।'

ঃ দেখবে কি? আমি কোন ফালতু কথা বলিনে। এ বিশ্বের সেরা নেশা চোগলখোরী। চোগলখোরীই তামাম নেশার শাহান শাহ।

সবাই বললো— 'কি রকম?'

ঃ দেখতে পাও না, চোগলখোরেরা কুট্‌নীপনা করে আর কানভাঙ্গানী দিয়ে কিভাবে একের সাথে অন্যের বিরোধ বাঁধায় অহরহ? লাউয়ের বোঁটা কুমড়ায় আর কুমড়ার বোঁটা লাউয়ে লাগিয়ে দিয়ে কিভাবে তারা অশান্তির বিষ ছড়ায় সর্বত্র? এক গাঁয়ে একজন চোগলখোর থাকলেই সে গাঁয়ের কম্মকাবার। হিংসা-দ্বেষ আর হানাহানিতে শকুন ওড়ে সে গাঁয়ে। নিজের ফায়দা তাতে কিছু হোক আর চাই না হোক, চোগলখোরী স্বভাব তারা কিছুইতেই ছাড়তে পারে না। এ নেশা জব্বোর নেশা। স্রেফ জীবদ্দশাতেই নয়, মরার পরও চোগলখোরেরা চোগলখোরী করে।

তাজ্জব হয়ে বললাম— 'মরার পরও?'

ঃ কেন, জানো না এক চোগলখোরের কাণ্ড? সারাজীবনে সবাইকে জ্বালিয়ে মারার পরও মরে গিয়ে সে কিভাবে বাঁশ দিলো সবাইকে?

বললাম— 'না তো, শুনিনি তো!'

ঃ মরার সময় সে তার পুত্রদের নসীহত করে গেল, দাফন না করে তার মৃতদেহের পশ্চাৎভাগে বংশদণ্ড ঢুকিয়ে তেরাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখতে। ছেলেরা

BABD & Boighar

তাই করলো। ব্যাস! আর যায় কোথায়? পুলিশ এসে খুনের দায়ে গ্রামবাসীদের পশ্চাৎভাগে ঐ একইভাবে বংশদণ্ড ঢুকালো।

শুনে সবাই খামোশ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ আর কোন কথাই কারো মুখে ফুটলো না। নিজের অজ্ঞাতে আমিও অস্ফুট কণ্ঠে স্বগতোক্তি করলাম— 'ঠিক ঠিক। এই নেশাই সেরা নেশা, একদম কিংসাইজ।'

নেতৃত্বের নেশা, চুরির নেশা, জুয়ার নেশা ইত্যাদি নিয়ে এরপর আরো কয়েকজন কিছু কথা বললো বটে, কিন্তু মনে আমার ধরলো না। চোগলখোরীই দস্তুরমতো দাগ কাটলো দীলে। এইটেই এ বিশ্বের সেরা নেশা বলে ঘোষণা দিতে যেতেই দরজার আড়াল থেকে গৃহিনীর কণ্ঠ শোনা গেল। চা-পানির যোগান দিতে এসে তিনি যে এতক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তা বুঝতে পারিনি।

সবার কথা শেষ হতেই তিনি শ্লেষভরে বললেন— 'হুঁঃ! কাঁধের গামছা কাঁধে রেখে গামছা খুঁজে হয়রান সবাই। তামাশা আর দেখবো কত?'

ইয়ারদের মধ্যে হাবিলউদ্দীন হাবলু আমার নিজের লোক। ঘনিষ্ঠ এক আত্মীয়। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো— 'তার অর্থটা কি ভাবী?'

জবাবে গৃহিনী বললেন— 'আপনারা এতক্ষণ যেসব নেশার বয়ান দিলেন তা সব নিতান্তই আটপৌরে কাহিনী। আসল নেশা কেউ আপনারা আদৌ খুঁজে পাননি।'

হাবলু বললো— 'কি রকম –কি রকম?'

গৃহিনী বললেন— 'সবাই আপনারা নির্বোধদের নিয়ে টানাটানি করছেন। অজ্ঞান আর নির্বোধের নেশা কচি বাচ্চার বাতি ধরার নেশার মতোই সাদামাটা ব্যাপার। ওগুলো নেশা নয়, অজ্ঞানের আচরণ। অজ্ঞান আর মূর্খদের জীবনবোধও নেই, ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তাও তারা করে না। অজ্ঞানের আচরণের মধ্যে আহামরির কি দেখলেন আপনারা ?'

ঃ ভাবী!

ঃ বাচ্চাদের ন্যাংটা হয়ে থাকা কোন আজব খবর নয়। বয়ঃপ্রাপ্তরা ন্যাংটা হলেই আজব হয়ে দাঁড়ায়। জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত, মানে যাঁরা জ্ঞানসমুদ্রে সাঁতার কাটেন, তাঁরা কেউ অকারণেই নেশাগ্রস্ত হলে সেই নেশাটাই মারাত্মক। এ বিশ্বের তার জুড়ি নেই। এই নেশাটাই সুস্থ ঘরকে পাগলাগারদ বানায়।

ঃ এমন নেশাখোর আপনি কাউকে দেখেছেন?

ঃ দেখেছি বলেই তো বলছি?

ঃ কি খায় তারা ভাবী? কি খেয়ে নেশাগ্রস্ত হয়?

BABD & Boighar

ঃ নেশা হওয়ার মতো কিছুই তারা খায় না।

ঃ তাজ্জব! তাহলে কি আচরণ করে তারা?

ঃ পাগলেরও অধিক।

ঃ অর্থাৎ?

ঃ তারা পড়ার ঘরে ঢুকতে গিয়ে ল্যাট্রিনে গিয়ে ঢোকে, ল্যাট্রিনে যেতে কিচেন গিয়ে হাজির হয়। পয়সা খুঁজতে মিঢসেফ খোলে, খাবার খুঁজেত সুটকেস খুলে হা করে বসে থাকে। গোছলে যেতে বেডরুমে যায়। বেডরুমে যেতে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে, ঘরের জিনিস বাইরের খোঁজে, বাইরের জিনিস ঘরে খুঁজে বাড়িঘর মাথায় তোলে।

ঃ বলেন কি ভাবী!

ঃ আরো আছে, তারা ওষুধ খেতে কেরোসিন তেল চামচে ঢালে, তেল ভরতে ওষুধের বোতল উপুড় করে চেরাগ-লণ্ঠন ভর্তি করে। চা খেতে পানি খায়, পানির তেষ্টায় গরম কাপ গলায় ঢেলে চিৎকার দেয়। মুখ মুছতে জুতা খোঁজে, জুতা মুছতে রুমাল টানে। সেভিংক্রীমে দাঁত মাজে, টুথপেস্ট দিয়ে শেভ করে। কোন্ দিক যেতে কোন্ দিকে যায় নিজেও তারা জানে না। ওদিকে আবার কি যেন কি তামাম বাড়ি খুঁজে বেড়ায়। জিজ্ঞেস করলে, কি খুঁজছে তা কিছুই বলতে পারে না।

ঃ সর্বনাশ!

ঃ তবু হয়তো সহ্য হয়। কিন্তু জায়াকে যখন জননী, জননীকে যখন জায়া, শালীকে যখন শাশুড়ী আর শাশুড়ীকে যখন শালী ভেবে সেই মোতাবেক সম্বোধন করে তখন আগুন জ্বলে না কার গায়ে, বলুন?

ঃ খাইছেরে! এ যে আজব এক দিউয়ানার কথা বলছেন ভাবী?

ঃ দিউওয়ানা নয়, দিউয়ানা নয়, রীতিমতো সুস্থ আর দানেশমান্দ্ ইনসান।

ঃ কেন—কেন, সুস্থ মানুষ এমন করবে কেন?

ঃ নেশার ঘোরে। নেশার মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকার জন্যে।

ঃ নেশা!

ঃ নেশা বলে নেশা? গাঁজা, গুলি, মদ, ভাং এর কাছে তৃণের চেয়েও তুচ্ছ। এ নেশা যাকে একবার শক্ত করে ধরে, বউ-বাচ্চা, ঘর-সংসার বিরাণ হয়ে গেলেও সে নেশা তার ইহজীবনে আর ছোটে না।

ঃ কেয়া গজব! এমন নেশা তাহলে আবার কোন্ নেশা ভাবী? কোথায় দেখলেন এমন নেশাখোর।

BABD & Boighar

গৃহিনী এবার সখেদে বললেন— 'এ নেশা লেখার নেশা, লেখা নিয়ে মগ্ন থাকলে এমন দশাই হয়। সে নেশাখোর ঐতো আপনার সামনেই একজন। আপনাদের ঐ লেখক।'

'ইউরেকা-ইউরেকা' বলে উল্লাসে লাফিয়ে উঠে আমি গলা থেকে পদক খুলতে গেলাম।

www.boighar.com

তা দেখে গৃহিনী আবার চমকে উঠে আওয়াজ দিলেন— 'মরণ!'

আওয়াজ দিয়েই আতংকের উপর তিনি দৌড় দিলেন অন্দরে। পদকটা আমি তার গলাতেই পরিয়ে দেবো সে ভয়ে নয়, আমার ওয়াদা মাফিক আমি তাকে কদমবুচিও করতে পারি সেই ভয়ে।

BABD & Boighar

কুরবানী

নূরুল আলম সাহেব নকরী করেন। সরকারী নকরী। পদের জোর তার যা-ই হোক, মাথায় বোঝা মস্তবড়। দায়-দায়িত্বের বোঝাটা খুব বড়ই। তার উপর আছে আবার শাকের আঁটি নয়, কাঠ-আকাঠার ছোট-বড় গণ্ডাদশেক গুঁড়ি। অর্থাৎ একপাল গোসাইজী। তালমার্কা থেকে তিলমার্কা পর্যন্ত ডজনতিনেক মনিব আছেন মাথার উপর। ভাত দেয়ারটা খুঁজে পাওয়া ভার। কিল দেয়ার গোঁসাইগুলো কিলবিল করেন চারদিকে। ওজন সবার সমান নয়। দামও এদের অনেকের বাজারদরের অনেক কম। পশ্চাদ্ভাগের নিচে থেকে সরকারী চেয়ারখানা টান দিয়ে নিলে বাজারে এরা অনেকেই পচাপুঁটি। মেধার জোরে পদের নাগাল পান আর আজকাল ক'জন? মারেফতী পথে এসব আমড়া কাঠের আমদানি । তবু এদের পরোয়া করে চলতে হয় আলম সাহেবকে। আনডিস্টার্বড, ইন্ডিপেনডেন্স তার নকরীটার পূর্বশর্ত হলেও সেটা সেরেফ কথার কথাই রয়ে গেছে। এই একপাল গুরুঠাকুরকে গণ্য করে চলতে হয় তাকে। গণ্যতে কমতি হলে চড়তি হয় গলাবাজি। ঝামেলার জন্ম দেন কমবেশি সকলেই। বড়রা তো আছেনই, যৎকিঞ্চিৎ মওকা পেলেই ছোটরাও হন্যে হয়ে ছুটে আসেন মুনিবগিরি ফলাতে। অবশ্য নসীহতে, নির্দেশ আর নীতির বাণী বিতরণে বড়-ছোটর ভেদ নেই। একাজে এরা সকলেই সমধিক দক্ষ।

তবু সরষেদানার মতো একটুখানি সুসংবাদও আছে। আলম সাহেব বলেন, এই দুর্ভিক্ষের বাজারে জ্ঞানে-গুণে-আচরণে দু'চারজন ব্যতিক্রম এখনও মেলে। গড্ডলিকা প্রবাহে কিছু শ্রদ্ধাভাজন ব্যতিক্রম আছেন বলেই তীব্র দহনে প্রলেপ কিছু পাওয়া যায়। ভবিষ্যতের কথাটা বলতে চান না আলম সাহেব। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এই ব্যতিক্রমদের বিলুপ্তিও নাকি অতিশয় সন্নিকটে তখন অবস্থা কি দাঁড়াবে, তা উনি চিন্তা করতে চান না।

এসব তত্ত্বকথা থাক। তার কথাটাই বলি। কাজের ভার লাঘব করতে না পারায় ঘরের মুখ অনেকদিন নূরুল আলম দেখেননি। দারাপুত্রপরিবার স্বগৃহে রেখে নিজে উনি পরবাসী। সরকারী নকরীতে শেষ বয়সে আসার মাহাত্ম্যই এখানে। পরিবারটা মোটেই তার পোর্টেবল নয়। আকারে বিশাল। সকলকে নিয়ে সেরেফ মাথা গুঁজতে হলেও টেন ডাউনিং স্ট্রীটের রাজপ্রাসাদটা গোটাই প্রয়োজন হয়। নিরন্ন কুলীন ব্রাহ্মণের মতো নকরীটা তার জাতে গোত্রে কিঞ্চিৎ কুলীন

BABD & Boighar

হলেও অন্নে ও অবস্থানে এমন কিছু আহামরি নয়। গোটা একটা রাজভবন তার জন্য বরাদ্দ দেবেন কে, আর নির্মাণইবা করে রাখবেন কয় জায়গায়?

শেষ বয়সের ব্যাচেলার নূরুল আলম সাহেব স্বপাকে উদর পূর্তি করে কর্মস্থলে একা একাই বাস করেন। ঈদুল আযহার আগে এক সরকারী ছুটি আসায় তিনি কোনমতে মুনিবদের মর্জি হাসিল করলেন এবং স্টেশান লীভ করে স্বগৃহে চলে এলেন সাংসারিক অবস্থার খোঁজ-খবর করতে এবং ঈদ করতে আসার আগে ঈদের ছোটখাটো পরিকল্পনা ও খরচপাতি দিয়ে যেতে। ঈদ করতে আসার সময় একটা পুরোদিনও তিনি হাতে নিয়ে আসতে পারবেন কি না সন্দেহ। কাজেই সে ব্যবস্থা আগেই তিনি করে রেখে যেতে চান।

ঈদ আসতে এখনো পক্ষকালের অধিককাল বাকি। কিন্তু স্ব এলাকায় ফিরে আলম সাহেব দেখলেন, এ নিয়ে ইতিমধ্যেই সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। পশু কেনার বড় হাট সামনে আরো দু'তিনটে আছে। তবু পাড়াপ্রতিবেশীরা এখনই এ নিয়ে মুখর হয়ে উঠেছেন। কে এবার কি কুরবানী দিচ্ছেন, কার সাথে ভাগে যাচ্ছেন কে কে, কার এবার এ ব্যাপারে কত টাকা বাজেট— পাঁচজন এক জায়গায় হলে এমনই সব আলোচনা জোরেশোরে চলছে। অবশ্য আলম সাহেব লক্ষ্য করলেন, যারা প্রকৃত ধর্মপ্রাণ তাদের কণ্ঠ এ ব্যাপারে যথেষ্ট সংযত।

আলম সাহেবের আবাস মিশ্র পরিবেশে। পড়শীরা অধিকাংশই নিরতিশয় বিত্তহীন, নখেগোণা কয়েকজন অতিশয় বিত্তবান। এইসব বিত্তবানদের আবার অধিকাংশেরই বিত্ত সৎ পথে আসেনি, আর পরিমাণেও তা অনেকের আদৌ কিঞ্চিৎ নয়। কিছুদিন আগেও যাদের গ্রাসাচ্ছাদন পুরোপুরি জোটেনি, যুগের আশীর্বাদে আজ তারা অনেকেই কোটিপতি। টাকা এখন হাতের ময়লা তাদের। গরমও বেজায়। সৎকর্ম আর সদগুণের সিঁড়ি বেয়ে সমাজের মাথায় উঠতে না পেরে বিত্ত ও বল প্রদর্শন করে তারা সেই অভিলাষ পূরণ করতে চাচ্ছে। এলাকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হওয়ার নেশায় বিত্তের প্রতিযোগিতা করে চিত্তের প্রশান্তি হাসিল করে নিচ্ছে।

এই বিত্ত প্রদর্শন প্রতিযোগিতায় ইদানীং একটা নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। আগে লোকে জন্মদিন, বিবাহদিন, খাৎনা, আকিকায় বিস্তর অর্থ খরচ করে বিত্ত জাহির করতো। ইদানীং সেটা কুরবানীর পশুর সাইজ ও প্রাইস, অর্থাৎ মাপ ও মূল্যের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। প্রভূত অর্থের পশু কিনে ঢাকঢোল পিটিয়ে তা দেশবাসীকে দেখানো একটা বাহাদুরী ও তারিফের ব্যাপার বনে গেছে। এতে অবশ্য ভালও হয়েছে কিছুটা। এই প্রতিযোগিতার ফলে গরীবেরা এখন একটু বেশি গোস্ত পাচ্ছে।

নূরুল আলম সাহেবের এলাকায় এই কালচার এসেছে গত বছর। জনৈক সদ্য বিত্তবান ব্যক্তি গত বছর এই পথে বিপুল খ্যাতি ও পরিচিতি লাভ করেছে।

BABD & Boighar

এ বছর তাই একাধিক বিত্তবান এই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে। এই আলাপই তুঙ্গে এখন।

কোটিপতিদের কাণ্ড দেখে লক্ষপতিরাও চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। আর না হোক, নজরে লাগার মতো একটা ওমদা পশু কেনার জন্য এখন থেকেই অনেকে পাঁচ হাটে ছুটোছুটি করছে। দেশবাসীকে দেখানোর মতো না হোক, পড়শীদের চোখ ধাঁধাতে পারলেও অনেকটা আত্মতৃপ্তি ঘটে তাদের। অথচ কুরবানীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এটা নয়। এটা 'ইলগট ইলস্পেন্ট'-দের ইডিওলোজী। ঈমানদারদের কুরবানীর মধ্যে এদিকটা একেবারেই অনুপস্থিত। বড় পশু কেনাতে ঈমানদারেরাও আগ্রহী। তবে লোক দেখানোর জন্যই নয়, দীন-দরিদ্রের মধ্যে অধিক গোস্ত বিতরণ করাই তাদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। www.boighar.com

থাক সে কথা। স্বস্থানে ফিরে আলম সাহেব দেখলেন, কুরবানীর এই বাহুল্য দিকটাই সর্বাধিক ভাস্বর। পরিচিতদের কেউ কেউ পথেই তাকে প্রশ্ন করলেন— 'কি আলম সাহেব, এবার কি কুরবানী দেবেন? গরু না খাসী?'

অন্য একজন বললেন—'খাসী দিলেও দেখার মতোই দেবেন। উনি কি কারো চেয়ে কম যান কিছু ?'

বাড়িতে ঢোকার আগে দেখলেন, বাড়ির পাশে এক নিরিবিলি জায়গায় বসে দু'টি কম বয়সী ছেলে সগর্বে কথাবার্তা বলছে। ওদের কথা কানে পড়ায় আলম সাহেব থমকে একটু দাঁড়ালেন আর দেখেই ওদের চিনতেন পারলেন। দুই নিকট প্রতিবেশীর দুই নাবালক সন্তান। একজন এক কারবারীর অন্যজন এক করিৎকর্মার ছেলে। 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী' বুঝে একজনের পিতা লঙ্কার বাণিজ্যে যেতে না পারলেও লবণ-লংকার তেজারতি করে বেশ টাকা কামিয়েছেন। অন্যজনের পিতা 'তদাবং রাজ সেবায়াং' বুঝে সরকারী চাকরির এমন এক ঘুন্টির উপর আসন পেতে বসে আছেন যে, অর্থ এসে লাফিয়ে লাফিয়ে তার দুই হাতে পড়ে। বাচ্চাদুইটির আলাপও ঐ কুরবানীর খাসী নিয়ে। একজনের বাপ গত হাটের সেরা খাসীটা কিনেছেন, অন্যজনের বাপের আবার হাটেই যেতে হয় না। বিনা পয়সায় তাগড়া খাসী বাড়িতে এনে পৌঁছে দেয় বাপের মক্কেলরা —এই নিয়ে আলাপ।

অনেকটা বিরক্তির সাথেই পুনরায় হাঁটা দিয়ে আলম সাহেব বাড়িতে এসে ঢুকলেন। হায়রে নসীব! বাড়িতে ঢোকার একটু পরে বুঝলেন, ঐ হাওয়া তার ঘরেও ঢুকেছে। প্রাথমিক আহার-বিশ্রামের পরেই তাকে ঘিরে নিয়ে বসলেন 'স্ত্রী-কন্যা-পুত্র ও পরিজন। দুই/চার কথার পরেই পানের বাটা এগিয়ে দিয়ে আলম সাহেবের বিবি সাহেবা হাসিমুখে বললেন—'তা এবার কুরবানীর চিন্তা-ভাবনাটা কি করছো?'

BABD & Boighar

জবাবে আলম সাহেব বললেন— 'নতুন করে আর কি করবো? বাড়িতে যে ছাগলটা আছে ওটাই কুরবানী করলে চলবে।'

গালে হাত দিয়ে বিবি সাহেবা বললেন— 'ওমা! ও তো পুঁচকে একটা খাসী। বছরটা পার হলেও গায়ে গোস্তই তেমন লাগেনি। ও দিয়ে কি হবে? সাত কেজি/ সাড়ে সাত কেজি গোস্ত হবে বড়জোর ।'

ঃ তাইবা কম কি?

ঃ কম কি মানে? গরীব-মিসকীন আর আত্মীয়-স্বজনদের বিলানোর পর কতটুকু আর থাকবে! বাল-বাচ্চা বাদেও এতগুলো বাড়তি পোষ্য তোমার। একবেলা সবাই একটু ভাল করে খেলে পরের বেলায় হাড়ি মুছতে হবে। অথচ কুরবানীর গোস্ত অনেক দিন ধরে খায় মানুষে।

এই সময় নূরুল আলম সাহেবের সর্বকনিষ্ঠ সন্তানটি সোচ্চার কণ্ঠে বলে উঠলো— 'জানেন আব্বা, আমাদের পাড়ার ঐ টারজানের আব্বা যে খাসী কিনেছেন তা দেখলে আপনি তাক লেগে যাবেন। ইয়াব্বড়ো উঁচু। বত্রিশশ' টাকা দাম। সবাই বলছে, কমছে কম বিশ/বাইশ কেজি গোস্ত হবে।'

আলম সাহেব বলেন—'তাতো হতেই হবে। তিন হাজারের উপরেও যার দাম তার গোস্ত কম হলে চলবে কেন?'

ঃ আমাদেরও এবার একটা বড় খাসী কুরবানী করতে হবে আব্বা। নইলে ঐ টারজানের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারবো না। ঐ খাসী নিয়ে কি বড় বড় কথা ওর।

ঃ টারজান! টারজান কে?

জবাব দিলেন আলম সাহেবের বিবি সাহেবা। ঈষৎ চাপা কণ্ঠে বললেন— 'কে আবার? ঐ যে ঐ জুলমত মিয়া মানে ঐ যে ঐ কাঁচা পয়সার মানুষ, তার ছেলে।'

আলম সাহেব ছেলেকে উদ্দেশ্য করে সহাস্যে বললেন— 'ও আচ্ছা। তা ঐসব টারজান, রবিনহুড, রোবোকপ, হারকিউলিস—ওদের কাছে যাবে কেন তুমি! বেশি বেশি মুখ দেখাতে লাগলে তো তোমার মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাবে ওরা?'

আলম সাহেব মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বিবি সাহেবা বললেন— 'থামো। ছেলেটার কথা ওভাবে এড়িয়ে যাচ্ছো কেন? একটা বড় খাসী না হলে এবার কিছুতেই ছাড়ছিনে।'

ঃ বড় খাসী! বড় খাসী পাবো কোথায়?

ঃ কিনলেই পাবে। খাসী আমি দেখেই রেখেছি। দামও মোটামুটি স্থির হয়ে গেছে। বয়ান মিয়ার খাসী। ফিশারী নার্সারীর পিয়ন বয়ান মিয়া। নার্সারীর পুকুর পাড়ে খুব ঘাস। তাই বয়ান মিয়ার খাসীগুলো বেশ তাগড়া। এক জোড়ার দুটো খাসী খুবই হৃষ্টপুষ্ট। না হলেও পনের থেকে ষোল কেজি গোস্ত হবে এক

BABD & Boighar

একটার। একটা ওদের ফিশারী অফিসার নেবে, একটা আমাদের দেবে, স্থির হয়ে আছে।

ঃ স্থির হয়ে আছে! ও খাসীর দাম তো ঈদের বাজারে দুই থেকে আড়াই হাজার হেঁকে বসবে।

বিবি সাহেবা স্মিতহাস্যে বললেন— 'আড়াই হাজারই চেয়েছিল। আমাদের আবুল মিয়া ঐ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে তো। তার মাধ্যমে সোজাসুজি দুই হাজার টাকা মিটমাট করা আছে। ওদের ফিশারী অফিসার ঐ দামই দেবেন, সেইজন্যে।'

ঃ বাহ! তোফা ব্যবস্থা। আমার বেতনের প্রায় অর্ধেকটা ঐ খাসীর পেছনেই চলে যাবে। এর সাথে অন্যান্য খরচ আছে। বাকি মাসটা চলবে তাহলে কি দিয়ে?

সবাইকে সরিয়ে দিয়ে কিশোরী মেয়ের মতো একটুখানি ফিক করে হেসে ফেললেন আলম সাহেবের বর্ষীয়সী বিবি সাহেবা। বললেন— 'সেজন্যে ভাবনা কি গো। সে ব্যবস্থা আপছে আপ হয়ে গেছে।'

ঃ হয়ে গেছে!

ঃ গেছেই তো। শুধু খাসী কেনা আর ঈদ করাই তো নয়, সংসারের অনেক জরুরী কাজ আটকে আছে টাকার অভাবে। আল্লাহর মর্জি সবকিছুরই ভালভাবে সমাধান হয়ে যাবে। শুধু তুমি একটু 'না'-এর জায়গায় 'হ্যাঁ' করবে এই আর কি! তোমার একটুখানি 'হ্যাঁ' করার মধ্য দিয়েই সংসারের অনেক দুঃখ-দৈন্য অনায়াসে সাফ হয়ে যাবে।

হা করে চেয়ে রইলেন আলম সাহেব। বলেই চললেন বিবি সাহেবা—'মেয়েটার সেই কবে কলেমা হয়ে আছে। হাজার বিশেক টাকা হলেই তাকে তুলে দিতে পারি। ছেলেটা এই শেষ বছর হলে থেকে পড়াশুনা করতে চায়। বাসে-ট্রেনে ছুটোছুটি করে ফাইনাল ইয়ারের পড়াশুনা করলে আর ঐভাবে পরীক্ষা দিলে ছেলে তোমার যত মেধাবীই হোক, নির্ঘাৎ থার্ড ক্লাস। তার অর্থ, এই ছেলেও বেকার। কয়েকটা নম্বরের জন্যে ফার্স্ট ক্লাস না পেয়ে বড়টা বসে আছে। এদের কথা কি কিছুই ভাববে না?'

আলম সাহেব ঢোক গিলে বললেন— 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

বিবি সাহেবা ক্ষোভের সাথে বললেন— 'তা পারবে কি করে? সামনেই বর্ষাকাল। বৃষ্টি নামলেই ছাদ দিয়ে ঝর ঝর করে পানি পড়বে। গত বছর কাদাবালি গুঁজে দিয়ে কোনমতে কেটেছে। এবার আর কাটবে না। ছাদটা এবারও মেরামত করতে না পারলে বাইরের মতো ভেতরেও ঢেউ খেলবে বৃষ্টির পানি। থাকবে কোথায়? হাত দিলে সেখানেও আট/দশ হাজার দরকার। এর উপর মেয়েদের পরনে অধিকাংশই সেকেন্ড হ্যান্ড কাপড়। ঈদের দিনও এক সেট নতুন কাপড় পায় না। অথচ নামে-ডাকে গগন ফাটে তোমার। এই জিল্লতির কি অর্থ আছে কিছু?'

BABD & Boighar

ঃ অর্থাৎ?

ঃ অর্থকড়ির সংস্থান হয়ে ওঠেনি, তাই বাধ্য হয়ে সকলেই কষ্ট করেছি এ যাবত। আজ আল্লাহ যখন সহজেই সংস্থানটা করে দিচ্ছেন, তখন আর এত দুর্ভোগ কেন? ঈদের দিনে ছেলেমেয়েরা একটু পেট পুরে গোস্ত খেতেও পারবে না, এটা কি কোন বিবেচনার কথা হলো? www.boighar.com

আলম সাহেব বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললেন— 'ব্যাপারটা খুলে বলো তো শুনি? কোন বিষয়বিত্ত হস্তান্তরের ব্যাপার কি? কোন কম দামের জিনিস কি কেউ দায়ে পড়ে অধিক দামে কিনতে চায়?'

ঃ না-না, অতবড় কিছু নয়। একটা মামুলী ব্যাপার।

ঃ মামুলী ব্যাপার!

ঃ একটা জামিনের ব্যাপার। একটা জামিন মঞ্জুর করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। অত্যন্ত সামান্য ব্যাপার।

আলম সাহেব চমকে উঠে বললেন— 'জামিন!'

তা লক্ষ্য করে বিবি সাহেবা বললেন—'চমকাচ্ছো কেন? শত শতজনকে জামিন দাও তোমরা। সেখানে একজনের জামিন মঞ্জুর করাটা মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মতো ব্যাপার কি হলো?'

ঃ সে যা-ই হোক, একটা জামিন মঞ্জুর করলেই তোমার অর্ধলক্ষ টাকার ফর্দ উৎরে যায়?

ঃ বিলকুল বিলকুল। যারা জামিন চান, তারা যে কোটি কোটি টাকার মানুষ। টাকা তাদের কাছে খোলামকুচি। অর্ধলক্ষ কেন, অন্যান্য আরো জায়গায় দিতে হবে বলে এই টাকাটা দিচ্ছেন। নইলে আরো অনেক বেশি দিতেন।

ঃ তাজ্জব! তারা কে! কার জামিন কে চায়?

ঃ ঐ যে জানুমিয়া নামের কে একজন ডাকের লোক আছেন, তার ছেলে জান্টু মিয়ার জামিন। জানু মিয়া তার ছেলে জান্টু মিয়ার জামিন চান। এ্যাসিড মারার না কিসের একটা মিথ্যা কেস হয়েছে, সেই কেসের জামিন।

পুনরায় চমকে উঠলেন নূরুল আলম সাহেব। বললেন— 'জানু মিয়া মানে জাহান আলী তরফদার? তার ছেলে জয়নাল আলী ওরফে জান্টু মিয়ার জামিন?'

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ ছেলের—ঐ ছেলের।

ঃ ঐ এ্যাসিড মারা কেসের?

ঃ হ্যাঁ, ঐ কেসেরই। সাক্ষ্য-প্রমাণ নাকি কিছুই নেই। কে মেরেছে, তারও ঠিক-ঠিকানা নেই। ঐ মানী লোকটার মান-সম্মান মারার জন্যে শত্রুরা মেয়ের মাকে দিয়ে তার ছেলেকে আসামী বানিয়েছে।

ঃ হুঁউ।

BABD & Boighar

নূরুল আলম সাহেব নীরব হয়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন, জাহান আলী তরফদার ওরফে জানু মিয়ার তদবির এতদূর তক পৌঁছেছে। জানু মিয়ার ব্যাপার হলে অর্ধলক্ষ কেন, কয়েক লক্ষ্য খরচ করা তার পক্ষে হাতের ধূলো ঝাড়ারই সামিল। দিনের-রাত্রের বিভিন্ন কারবারে প্রতিদিন তার লক্ষের কাছাকাছি আয়। এমন দুর্নাম নেই, যা তার আর তার ছেলের লোকে করে না। তবু তাদের মানের বড়াই চরম। যায় জাত টাকার যাক, তবু জানু মিয়ার ছেলে হাজতে যাবে— এটা হতে পারে না। তাহলে তাদের দাম আর দাপট জনসমাজে অনেকখানি খর্ব হয়ে যায়। এ তদবির নূরুল আলম সাহেবের কাছেও পরোক্ষভাবে এসেছে। জান্টুর জামিনে তিনি কত টাকা চান, পরোক্ষভাবে জানতে চাওয়া হয়েছে। কেসটা কঠিন কেস। জান্টুর জঘন্য প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় দিনে দুপুরে এক মেয়ের মুখে এ্যাসিড মেরেছে জান্টু। পুড়িয়ে মুখখানা বিকৃত করে দিয়েছে। বাপের টাকা আছে, লাঠি আর দাপট আছে, জান্টুর আর পরওয়া কি? শোনা যায়, আসামী প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু থাকা সত্ত্বেও কেন সে গ্রেফতার হয়নি, নিশ্চিত করে বলা কঠিন।

এই আসামী জান্টুর জামিনের তদবির। জামিন পাওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চিত হলেই আসামীকে কোর্টে হাজির করবে জানু মিয়া। আলম সাহেব বিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন।

তা দেখে বিবি সাহেবা বললেন— 'কি হলো ?'

ঃ কিছুই বুঝতে পারছো না নাকি? নেই এ কেস তোমার কোর্টে ?

আলম সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন— 'আছে তো বটেই। কিন্তু তোমার কাছে এর তদবির—মানে টাকার এই লেনদেনের ব্যাপারটা...!

ঃ আমার বড় ভাইয়ের জামাই হারুন মিয়া এই পাশের জেলায় ওকালতি করে তাতো জানো। তোমার কাছে সরাসরি কথা বলার সাহস না পেয়ে তারা এই জামাইকে খুঁজেপেতে বের করেছেন আর তার মাধ্যমেই লেনদেনের কথাটা পাকা করে ফেলেছেন। এ নিয়ে জামাই দু'তিনবার এর মধ্যে এসেছিল।

ঃ হুঁউ!

ঃ তোমার পক্ষ হয়ে আমি ওদের কথা দিয়েছি। সামান্য একটা কেসের এক জামিনের ব্যাপার। তোমাকে আমি রাজি করাবো, একথা তাদের বলে দেয়া হয়েছে।

ঃ রাজি করাবে ? এতবড় একটা জঘন্য অপরাধ ...!

ঃ কিসের অপরাধ? কেসটা তো মিথ্যা। কোন সাক্ষী-সাবুদ নেই।

ঃ সাক্ষী-সাবুদ নেই? মিথ্যা কেস তুমি একদম নিশ্চিত? আসামীরা কি কেউ কখনো বলে, কেসটা সত্য কেস?

BABD & Boighar

একটুখানি ঘাবড়ে গেলেন বিবি সাহেবা। পরক্ষণেই বিজ্ঞের মতো বললেন—'সত্য হলেইবা কি? সাক্ষী তো আসলেই পাওয়া যাবে না। সাক্ষী না থাকলে কেস আর সত্যি থাকে?'

ঃ সেটা বিচারের সময় দেখা যাবে। সাক্ষী আছে কি নেই, বিচারের আগেই...!

ঃ তাতে তোমার কি? জামাইয়ের মুখে শুনলাম, বিচার তোমার কোর্টে হবে না। এ কেসের বিচার করার এক্তিয়ার তোমার কোর্টের নেই। ঠিক কি-না?

ঃ হ্যাঁ, ঠিক।

www.boighar.com

ঃ তাহলে ? জামাই বললো, আসামীর হাজিরাটা হয়ে গেলেই এ কেস অন্য কোর্টে পার হয়ে যাবে। যা বিবেচনা করার তা সেই কোর্টের হাকিমই করবেন। তুমি জামিনটা দেবে শুধু।

আলম সাহেব চিন্তিত কণ্ঠে বললেন— 'জামিন ?'

ঃ হ্যাঁ, জামিন। তুমি যত বড় করে দেখছো, ব্যাপারটা আসলে তত বড় নয়। সাক্ষী পাওয়া গেলেও তারা কেউ সত্যি কথা বলবে না। কেসও আর সত্যি কেস থাকবে না। আসামী খালাস পেয়ে যাবে। অথচ আমাদের এতগুলো সমস্যার সহজ সমাধান তোমার একটা মিথ্যে জিদের জন্য হবে না, এটা বড়ই বাড়াবাড়ি।

আলম সাহেব আবার ভাবতে লাগলেন। এক দিক দিয়ে তার বিবি সাহেবা মিথ্যা কথা বলেননি। তার নারাজ হওয়াটা মিথ্যা একটা বাড়াবাড়িতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। জানু মিয়ার টাকা আছে, হাতে লাঠি আছে, উপর মহলে খায়-খাতিরের লোক আছে। এ ঘটনা যারা স্বচক্ষে দেখেছে, তারা নাকি খুবই দুস্থজন। লোভে আর ভয়ে তাদের মুখে সত্যি কথা না পাওয়ার আশংকাটাই বেশি। তদুপরি, লোকভেদে বিচার-প্রশাসন, থানা-পুলিশ সর্বত্রই যে কিছুটা হেরফের ঘটে, এটা তো কোন কষ্টকল্পিত কথা নয়। কোন দেশের লোকই সকলেই একসাথে দুধে ধোয়া নন। তদুপরি, উপর মহলের চাপ আজকাল আর এড়াতে পারেন ক'জন? চাকরির ভয় কার না আছে? সুন্দর রাজনীতির অতি সুন্দর দেশ।

স্বামীকে নীরব অর্থাৎ কাবু দেখে বিবি সাহেবা কাজের কথা গুছিয়ে বললেন চটপট। বললেন—'জামাই হারুন মিয়ার বড় ভাই আব্দুর রশিদ ব্যবসায়ী লোক। জানু মিয়ার গুদাম থেকে মাল কেনেন। আমাদের যে টাকাটা তারা দেবেন, সে টাকা বাদ দিয়ে তারা আবদুর রশিদের নিকট থেকে মালের দাম নিয়েছেন এবার। অর্থাৎ টাকাটা আগাম তারা দিয়েই রেখেছেন। জামিনটা হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আব্দুর রশিদ সাহেব ঐ টাকাটা আমাদের পৌঁছে দেবেন। টাকা পাওয়ার ব্যাপারে কোন চিন্তা নেই, বুঝেছো?'

BABD & Boighar

আলম সাহেব বললেন— 'হুঁউ।'

বিবি সাহেবা বললেন— 'ঈদের আগে আগেই তোমার কোর্টে আসামী হাজির করবেন। ঝামেলাটা সেরে নিয়ে তারা হাসি-খুশিতে ঈদ করতে চান। জামিনটা দিয়ে দিও। কোন উল্টা-পাল্টা কোরো না যেন। তোমার ঐ একটুখানি কাজের উপর আমাদের সকলের হাসি-খুশি আর সুখ-শান্তি নির্ভর করছে, বুঝেছো ?'

আলম সাহেব ফের বললেন— 'হুঁউ।'

ভাবতে ভাবতে আলম সাহেব তার চাকরিস্থলে ফিরে এলেন। তার স্থানীয় উপরওয়ালা আর সহকর্মীদের কতজনের কতরকম বিচিত্র স্বভাবের কথাই না তার মনের কোণে উদয় হতে লাগলো। অনেক সভা, অনুষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসে নীতি-আদর্শের উপর তার উপরওয়ালা আর সহকর্মীদের কত উত্তপ্ত বক্তৃতাই না শুনলেন তিনি। কিন্তু কাজের বেলায় দেখলেন, ঐ বক্তৃতার সাথে অধিকাংশের কাজের আদৌ মিল নেই। এই ক'দিন আগেও তাল মার্কা না হোক, তার এক বেল মার্কা মুনিব হালাল রোজগার, হালাল রুজি, সততা ও ন্যায়-নিষ্ঠার উপর জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখলেন এক সরকারী অনুষ্ঠানে। শুনে আলম সাহেব যারপরনেই পরিতৃপ্ত হলেন আর অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে দুললেন।

হায় অদৃষ্ট! পরের দিন আড়ালে পেয়ে ঐ মুনিবই তাকে বললেন—'কাজটা কিন্তু ভাল করছেন না। এত বেশি আত্মসর্বস্ব লোক হলে চাকরি করতে পারবেন না। একাই সব গুছিয়ে নিচ্ছেন, অন্য কারো দিকেই তাকাচ্ছেন না— এটা কি খুব ভাল কাজ করছেন? আপনার আগে যারা আপনার জায়গায় ছিল তারা কিন্তু আমাদের কথা ভুলেনি। ঘাটটা আপনার সারের ঘাট। একাই সব গুছিয়ে নিতে থাকলে কিন্তু সামাল দিতে পারবেন না। বদহজম হয়ে যাবে, সে কথাটা খেয়াল রাখবেন।' একটানা বলে গেলেন উপরওয়ালা।

আলম সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে বললেন— 'এ আপনি কি বলেছেন?'

কর্মকর্তাটি ন খোশ কণ্ঠে বললেন— 'কি বলছি, তা বোঝার মতো জ্ঞান আপনার যথেষ্টই আছে। অবোধ হওয়ার ভান করলেই সব আড়াল করা যায় না।'

বাড়ি থেকে ফিরে আসার দিন কয়েক পরেই আর একজন আর একটু ছোট মানের উপরওয়ালা অর্থাৎ কদবেল মার্কা মুনিব আলম সাহেবকে তলব দিলেন। তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে সরাসরি বললেন—'আলম সাহেব, উপরওয়ালা অনেকেই কিন্তু আপনার উপর বেজায় নাখোশ। আপনি কারো দিকেই তাকাচ্ছেন না বা কারো কথাই রাখছেন না যা খুশি তাই করে চলেছেন। ঊর্ধ্বতন

BABD & Boighar

কর্মকর্তাদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখাটা সার্ভিস এটিকেট আর আরাম ও পদোন্নতির পূর্বশর্ত। এটির অভাব হলে চাকরিতে টিকে থাকতে পারবেন না।'

আলম সাহেব আবার সবিস্ময়ে বললেন— 'ব্যাপারটা কি খুলে বলুন তো?'

কর্মকর্তাটি বললেন—'জাহান আলী তরফদারের ছেলে জান্টুমিয়ার জামিনটা দিয়ে দেবেন। অল্পদিনের মধ্যেই তারা জান্টুকে আদালতের হাজির করবেন।'

ঃ জামিন দিয়ে দেবো?

ঃ দেবেন কি-না আপনিই তা চিন্তা করে দেখুন। আপনার উপরওয়ালার অনেকেই এটা চান। জামিনটা দিয়ে দিলে তারা খুবই খুশি হবেন। অন্য ব্যাপারে কারো দিকেও তো তাকাচ্ছেন না। নিজেই থলে ভরছেন। অন্ততঃ তাদের এ কথাটা রাখলেও তারা আপনার প্রতি খুশি থাকবেন। চাকরি করে আরাম পাবেন।

www.boighar.com

আলম সাহেব নীরব হয়ে বসে রইলেন। কর্মকর্তাটি ফের বললেন— 'তাছাড়া এটা তো শুধু আমাদের কথাই নয়, অনেক বড় বড় মহলেরও চাপ আছে এ ব্যাপারে।'

ঈদের এক সপ্তাহ আগে জামিনের জন্য আসামী এসে আদালতে হাজির হলো। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর অর্ডার লিখার জন্য নূরুল আলম সাহেব অর্ডারশিট টেনে নিলেন। সঙ্গেসঙ্গেই তার স্মরণ হলো, তার একটু 'হ্যাঁ' করার উপর নির্ভর করছে তার সংসারের বিপুল সমস্যাদির সমাধান, ছেলে-মেয়েদের মনের মতো কুরবানী, তাদের মুখে হাসি, গোটা পরিবারের খুশি, আনন্দ, তৃপ্তি, কর্মস্থলের সংশ্লিষ্ট উপরওয়ালাদের মনোতুষ্টি, তাদের আস্থা, চাকরিতে আরাম-আয়েস অর্থাৎ এক রাশ সুখ-শান্তি।

সেইসাথেই তার মানসচক্ষে ভেসে উঠলো এতিম ও অসহায় মেয়েটির এ্যাসিডদগ্ধ করুণ মুখাকৃতি।

www.boighar.com

ম্যাজিস্ট্রেট নূরুল আলম সাহেব অর্ডারশিটে লিখলেন—'জামিনের আবেদন না-মঞ্জুর। আসামীকে জেলহাজতে প্রেরণ করা হোক।'

www.boighar.com

BABD & Boighar